

স্টে
সংখ্যা

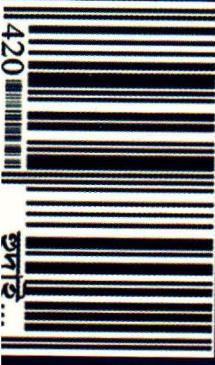
ডাম্প

মূল্য -
ড্যাম হাই !!!
১০০ টাকা

Banglapdf.net



৮৭৯



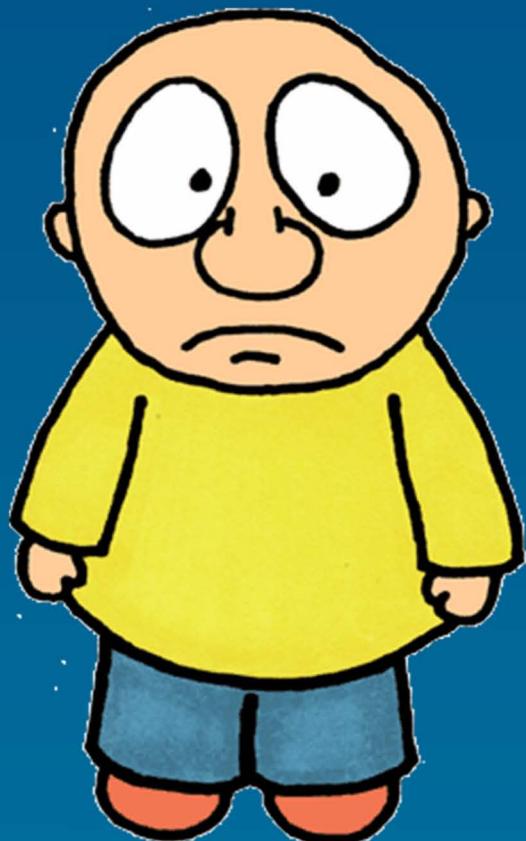
420

জনপ্রিয়

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!



Visit Us at
Banglapdf.net

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!



প্রকাশনার তিন যুগ চলছে...চলবে...!!?

টাইম

সম্পাদক/ প্রকাশক

আহসান হাবীব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

সাগর খন্দকার

স্যাটোয়ার ম্যাগাজিন/ রেজিঃ নং-ডিএ ৬১২, জুলাই ২০১৪ (উন্নাদ নং-২৯১)

১৯৪/৮., ফকিরাপুর (১ম লেন) ২য় তুলা, ঢাকা-১০০০

habibunmad@yahoo.com

প্রতিষ্ঠাতা ০ ইত্তেয়াক হোসেন / কাজী খালিদ আশরাফ

কার্টুন ডিভিশন

নিবাহী সম্পাদক

মেহেন্দী হক

সহযোগী উন্নাদক

শাহরীয়ার শরীফ
সৈয়দ খালেদ সাইফুল্লাহ

সহকারী উন্নাদক

নাসরীন সুলতানা মিতু,
সৈয়দ রাশাদ ইমাম তল্লুয়,
শরফুল ইসলাম তামিম

আইডিয়া ডিভিশন

নিবাহী সম্পাদক

অনিক খান

সহযোগী উন্নাদক

মুস্তাফিজুর রহমান
আনিসুল কবীর খোকন
তৌফিক রিপন

সহকারী উন্নাদক

মাকামে মাহমুদ, নাফিস সবুর,
কামরুল ইসলাম রনি, মারফ রেহমান

জনসংযোগ উন্নাদক

বিপন্ন চৌধুরী
মেহেন্দী হাসান খান

বিদেশ প্রতিনিধি

ওয়াহিদ ইবনে রেজা
ফিরোজ মোর্শেদ

আলোকচিত্রী

কায়সার হাকিম ওত
ফিরোজ মোর্শেদ



প্রধান নিবাহী ■ সাঞ্জাদ কবীর

কার্টুন
মোর্শেদ মিশ, তারিক সাইফুল্লাহ,
রাজীব, জাহানারা নার্গিস,
আরাফাত, শিখা, রাজীব, নূরে
আলম জিকু, মাহির, রকিব ও
রায়হান

আইডিয়া
ফয়সাল সোহান,
সিফাত, অর্পন দাশ ওপ্প,
পরশ, আসিফ।

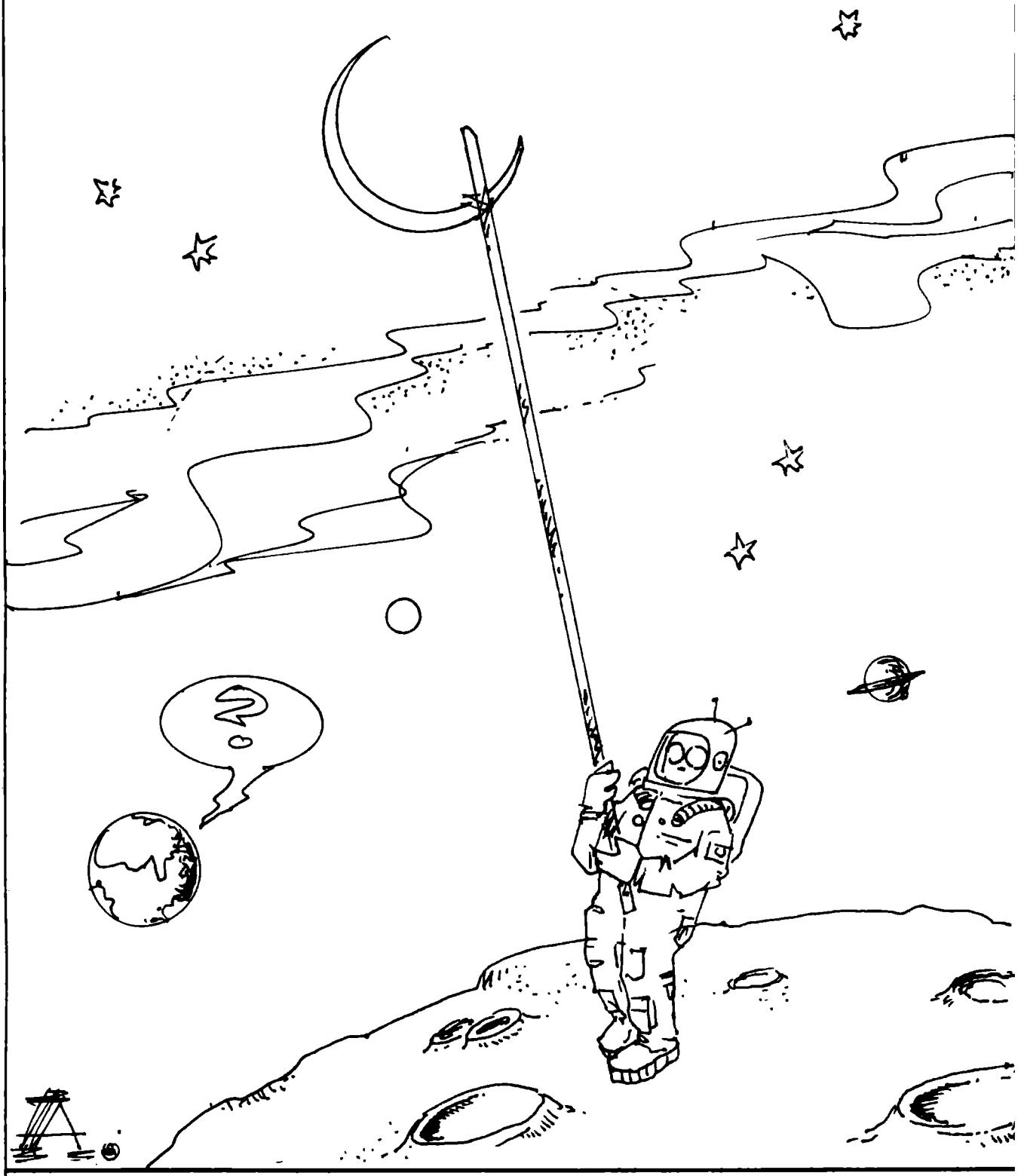
লেখালেখি
হাসান খুরশীদ রুমী
মোকারম হোসেন
শফিক হাসান।

কম্পিউটার
জুলন্দুর রহমান
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
বিশ্বজিৎ বড়োয়া...

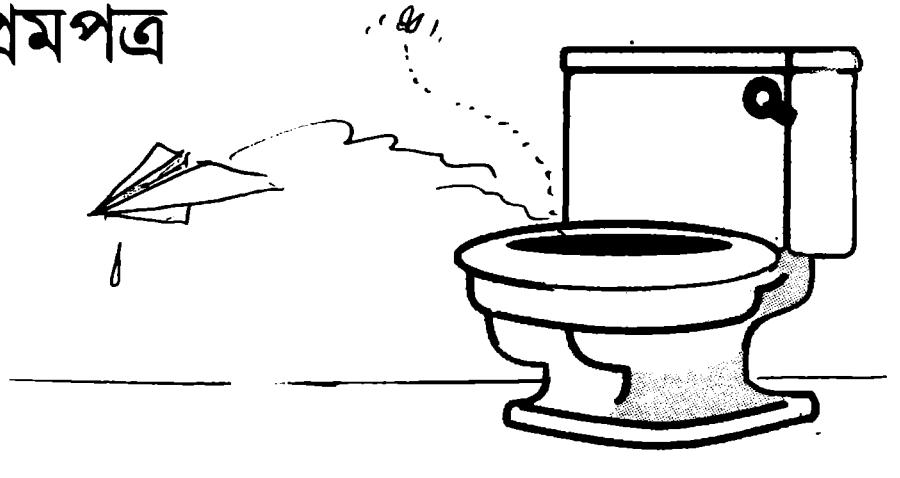
উন্নাদে, ব্যবহৃত সব চরিত্র নিতান্তই কান্ট্রনিক। বাস্তব কোন চরিত্রের বা নামের সাথে বা মুখ্যবয়বের
সাথে কোন ফিচারের কার্টুনে, লেখায় বা ছড়ায় বা, কোন আফিক্যাল ইঙ্গিতে বা অন্য কোন ভাবে মিল
খুঁজে পেলে, তা সম্পূর্ণ (১০০%) কাকতলীয় বলে ধরে নিতে হবে। এই পত্রিকা কেবল মাত্র বিকৃত মন্তি
ক্ষ ও উন্নাদ পাঠকদের জন্য। যদি সুস্থ্য মন্তিক্ষের কেউ এই পত্রিকা পাঠে কোন কিছু অনুধাবন করে বা
করার চেষ্টা করে তাহলে তা তার একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তা বলে গণ্য হবে। তার জন্য এই পত্রিকার
সম্পাদক/ প্রকাশককে বা এই পত্রিকার কাউকে কোন ক্রমেই দায়ী করা যাবে না। নেভার এভার !!

দেশের একমাত্র বানান ভুল সর্বস্ব পত্রিকা (তবে মির্তুল করার চেষ্টা অব্যাহত...এবং ব্যার্থ!)

ইদ কাটুন ■



চিঠিপত্র বা প্রেমপত্র



সম্পাদক বাজী

কদমবুছি নিম। পর সমাচার এই যে
আপনার উন্নাদ পড়িয়া আমি পাগল
প্রায়। এমতাবস্থায় আমার আত্মিয়-স্বজন
সকলেই ভাবিতেছে আমাকে অতি শিষ্টাচাল
মেন্টোল হাসপাতালে প্রেরণ করা অতীব
জরুরী। আমি অবশ্য দ্বিমত পোষন
করিতেছি। আমি বলিয়াছি মেন্টোল
হাসপাতালে আমাকে প্রেরণ না করিয়া
বরং 'উন্নাদ আশ্রম' অর্থাৎ আপনার
অফিসে পাঠাইলেই আমি সুস্থ্য হইয়া
উঠিব। কিন্তু তাহারা আমার কথা
শনিতেছে না। এমতাবস্থায় আপনার প্রত্যি
সন্নির্বক্ষ অনুরোধ অতি শিষ্ট আপনি
আমাকে একটি পত্র দ্বারা আমি যে
প্রকৃতই উন্নাদ নই তাহা লিখিয়া
জানাইবেন। নচেৎ আমার অবস্থা অতিব
নাজুক। পুনরায় কদমবুছি সহ বিদায়
নিতেছি।

সারিবির
উন্নাদ ঢাকা।

০০

সম্পাদক , উন্নাদ

সম্পাদক ভাইয়া আমি আপনার মত
জোকস সংগ্রহ করে থাকি। এটা আমার
একটা পেশা মেশা যাই বলেন না কেন।
তো আমি ভাবছি আমার জোকসগুলো
একে একে আপনাদের উন্নাদের জোকস
বিভাগে পাঠাইতে চাই। এ জন্য আপনার
অনুমতি প্রার্থনা করছি। আমার সংগ্রহের

একটি জোকস আপনাকে পাঠাচ্ছি।

যেমন-

এক লোক একটা বারে তুকলো তার সঙ্গে
বিশাল এক সিংহ। বারের ম্যানেজার
আৎকে উঠল।

- আরে সিংহ নিয়ে তুকলেন যে? ও যদি
আমার বারের কাস্টমারদের খেয়ে ফেলে
এক এক করে?

- আর না, ও আমার পোষা সিংহ

- কিরকম?

- বিশ্বাস হচ্ছে না এই দেখুন।

বলে লোকটা সিংহটাকে হা করতে

বলল। সিংহটা বিশাল এক হা করলো।

তখন লোকটা তার মাথাটা সিংহের হা
করে মুখে তুকিয়ে দিল। এভাবে সে পাঁচ
মিনিট রইল। তারপর মাথা বের করে
বলল

- দেখলেন? ও যে আমার পোষা এবার
বোৰা গেল?

সবাই মাথা নেড়ে শীকার করলো। তখন
সিংহের মালিক বলল

- আগনারা কেউ এটা ট্রাই করতে চান?

- আমি। হাত তুলল এক মাতাল।

তারপর এগিয়ে এল সিংহের কাছে।

বলল-

- কিন্তু এতক্ষন ওর মত হা করে থাকতে
পারব কিনা বুঝতে পারছি না।

আশা করি তাল লেগেছে। এরকম

একধিক জোকস আমার সংগ্রহে আছে।

আপনি চাইলে পাঠাতে পারি। আমার

এক বক্স তাল আঁকে প্রয়োজনে তাকে

দিয়ে আঁকিয়েও পাঠাতে পারি। প্রিয়
জানাবেন।

নেয়ামত হোসেন
দক্ষিণ বাঙ্গলা, ঢাকা।

০০

প্রিয় উন্নাদক

শুভেচ্ছা প্রহন করুন। উন্নাদ আগের মত
হচ্ছে না। কিংবা কে জানে উন্নাদ আগের
মতই আছে আমি বদলে গেছি। সে যাই
হোক। আমি কিছু প্রস্তাব দিতে চাই।

উন্নাদের একটি পাঠক ফোরাম করুন।

প্রথম আলোর বক্স সভার মত। তাহলে

আমরা নিয়মিত পাঠকরা উন্নাদের সঙ্গে
সরাসরি যুক্ত থাকতে পারব। নানাব

রকম মত বিনিয় হবে। আমার মনে হয়
সেটা উন্নাদের জন্য তাল হবে। বিষয়টা

তেবে দেখবেন কি? আমি যদুর শুনেছি
একসময় উন্নাদের পাঠক ফোরাম ছিল।

সেটাই আবার চাঙ্গা করা যায় কিনা।

তাহলে পাঠক আসলে কি চায় সেই
গবেষনাটাও পাঠক ফোরামের কর্মীরা

করতে পারবে। বিষয়টি নিয়ে আমি
ভাবছি। আপনিও ভাবুন। (আমার ফোন
নামার দিলাম) তবে শেষ সংখ্যাটা তাল

লেগেছে। একটু ভিল্লতা আছে মেইন
ফিচারটায়। ঈদ সংখ্যার আশায় রইলাম।

আপনার মঙ্গল কামনাটে।

সাকলাইন খান

আব্দুল্লাহপুর, ঢাকা।

লাইক কথন

সার্জিল খান



- ভাই আপনি উনার পোস্টে লাইক দেন, কমেন্ট করেন, আমারটায় করেন না কেন?
- আমি কার পোস্টে লাইক দিব না দিব সেটা আমার ব্যাপার।
- কিন্তু আপনি তো আমার কাছের লোক, আপনি আমাকে দিবেন না?
- ফেসবুকে বসলে সবাই-ই এক হয়ে যাই, কাছে দূরের ব্যাপার নাই।
- তারপরেও থাকে না, ছোট ভাই ত্রাদার মানুষ।
- আমার লাইক কি খুব জরুরী?
- জ্ঞি তা না। আপনি উনাকে দেন, আর আমাকে দেন না তো তাই বললাম আর কি!
- আচ্ছা এখন থেকে আপনার পোস্টেও লাইক দিবো।
- এই বলে সাইফ কন্দ্রের সব পোস্টে লাইক দেওয়া শুরু করলো। একটু পরে কন্দ্র আবার সাইফকে নক করে বললো,
- ভাই এটা কি করলেন?
- কেন কি হয়েছে?
- অফিসের বস আমাকে ধাঁধড় ঘেরেছে, এটা পোস্ট দিলাম, কেউ লাইক 'দেয়নি, আর আগনি দিয়ে বসলেন?
- কেন ভাই, কেউ না দিলে যে আমি দিতে পারবো না এমন কোন কথা আছে?
- না তা নেই, কিন্তু আপনি এটা করলেন কিভাবে? আমার মান সম্মানের উপর আগ্রাত!
- কেন আপনিই না একটু আগে বললেন 'লাইক দিতে। তাই দিলাম। কেন খুব বেশি পড়ে গেছে আইক?
- কন্দ্রের সাথে কথা বলতে বলতেই সাইফ কন্দ্রের পুরনো পোস্টগুলোতে আবার লাইক দেওয়া শুরু করলো, লাইক দেওয়ার মাঝামেই আবারো কন্দ্র নক করে বসলো

চ্যাটবৰ্ষে,

- আরে ভাই আবার কি করলেন?
- কেন?
- আমার স্ত্রী আমাকে ডিভোর্স দিলো আর আপনি এটা পছন্দ করলেন?
- আপনি না একটু আগেই লাইক দিতে বললেন?
- আপনার বিবেক বলে কিছু নেই?
- কেন থ্যাকবে না। লাইক তো আমি আপনার জন্য দেইনি, দিয়েছি আপনার স্ত্রীর জন্য।
- মানে?
- মানে একটা পেইন ক্যারেন্টারের সাথে না ধাকাটাই তো ভালো। ভাই না! এরপর আবারো সাইফ একাধারে কন্দ্রের পুরনো পোস্ট ঘাটতে ঘাটতে সমানে সব পোস্টে লাইক দিতে ধাকলো। এবার কন্দ্র হক্কারের ইয়োটিকনস দিয়ে চ্যাটবৰ্ষে নক করলো,
- ভাই হচ্ছেটা কি? আর কত?
- কেন ভাই? কি হয়েছে?
- আমার বাবা মারা গেছিলো, সেটা পোস্টে জানিয়েছিলাম, আর আপনি সেটাতে লাইক দিয়ে বসলেন?
- কেন ভাই এতে সমস্যা কি? আমি আপনার প্রতি সমবেদনা জানালাম।
- ওটা তো কমেন্টও করতে পারতেন, সবাই তো করতেই সমবেদনা জানালো।
- না না, লাইক হলো সহজত ও সমবেদনার প্রতীক।
- এত কিছু বুঝেন, আর কোথায় লাইক দেওয়া লাগবে, কোনটায় লাগবে না এটা বুঝেন না! ধাক আপনার আর লাইক দেওয়া, লাগবে না।
- আহ! ভাই বাঁচালেন।

-আপনাকে ফ্রেন্ডলিস্টেও রাখবো না।

- ওহ হো! শুকরিয়া। এত খুশি কই রাখি।
- আপনি আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন, আপনাকে ব্লক করে দিবো।
- আমি তো ভাই পুরুষ, আপনিও পুরুষ। আপনাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কি আছে? সাইফের লাস্ট মেসেজটা শেষ পর্যন্ত আর কন্দ্রের কাছে পৌছায়নি। তার আগেই কন্দ্র তাকে ব্লক করে দিলো। পুরুষ হয়ে পুরুষের ছিনিমিনি কিভাবে খেলতে হয় সেটা তার আর জানা হলো না। লাইকগুলোও আর লাগাতার দেওয়া গেলো না।।

ট্রাজেডি

নাজমুস সিফাত



প্র্যাকটিক্যাল জোক

খোকন

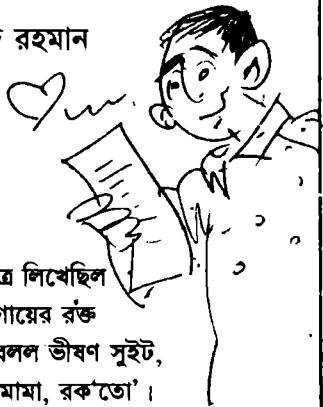
॥॥।।।।।



প্র্যাকটিক্যাল লাইফের একটা প্র্যাকটিক্যাল জোক বলি। আমরা দুই বক্স যাচ্ছিলাম লং ড্রাইভে। এক জায়গায় দেখি একটা গরুকে শোয়াচ্ছে। আমার বক্স আবার ভোজন রাসিক। বলল চল গরু শোয়াচ্ছে মানে জবাই হবে চল নগদে একটা রান কিনে নিয়ে যই ক্রেশ গোস পাওয়া যাবে। আমি রাজি হচ্ছাম। গাড়ি ধারিয়ে এগিয়ে গিয়ে বললাম 'ভাই আমরা একটা আস্ত রান নিব। লোকজন তুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে' কি বলেন এসব দেখেননা কোথায় আসছি আমরা?' চেয়ে দেখি 'ডেট হাসপাতাল'। গরুকে শোয়াচ্ছে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে!!

ফান+ইমোশন=ফানশন কাব্য

নাহিদ রহমান



প্রেমপত্র লিখেছিল
দিয়ে গায়ের রঞ্জ
কেউ বলল ভীষণ সুইট,
জোস মামা, রক'তো'।

‘মুন্দরীটা ডাকছে ‘এই খালি এই খালি’
আমি বললাম ইয়েস ম্যাম,
আমি খালেকউল্লাহ খালি,
এসেই যখন পরেছি
চলেন এক সাথে যাই বাড়ি।

চায় না সে ‘আম কমলা।
খায় না সে কদবেলে।
আমার কাছে চেয়েছিল
আধেক খাওয়া আপেল।।।

প্রিয় উন্নাদক

আমারতো মনে হচ্ছে আমরা সবাই
উন্নাদ হয়ে গেছি! কিভাবে? উপরের
দিকে তাকালেই দেখতে পারবেন উন্নাদ
কত প্রকারও কি কি? সব বিভিং এর
মাধ্যম বিভিন্ন দেশের পতাকা। আর
পতাকার সাইজও সেইরকম। আমার
কথা হচ্ছে যেই দেশের পতাকা টানিয়ে
আমরা মাতা-মাতি করছি সেই দেশের
লোকজন কি আমাদের দেশ চিনে?

আমরা কেন অন্য দেশের পতাকা এত
চাকচোল পিটিয়ে লাগাবো? পত্রিকায়
পড়লাম ব্রাজিলেও নাকি কোন পতাকা
টানানো নেই। না অন্য কোন দেশেও
নেই... তবে কেন এই অস্তুত উন্নাদনা।
নিজের দেশের পতাকাও আমরা
সুনির্দিষ্ট সময় ছাড়া টানাতে পারি না।

আর সেখানে অন্য দেশের পতাকা
আমরা টানাচ্ছি ইচ্ছেমত? বিদেশী
দুতাবাসগুলো কি ভাবে? এটা ভেবে
আমার ভিষন্ন লজ্জা লাগে। সত্যি
আমরা কবে আরেকটু সচেতন হব
হজুগে বাঙালী না হয়ে? বলবেন কি??
মনকির মাহমুদ
ধানমন্ডি, ঢাকা।

ওয়েডিং ড্যাল্স!

ইন্ডিয়ামায়ুল হক



আমি আর মামাতো বোন ছাড়া বাসায় কেউ নেই।
দুজন পাশাপাশি বসে টাইটানিক মুভিটি দেখছিলাম।
মন তখন মুভির মধ্যে ছিল না। কি জানি কি আবল
তাবল ভাবতেছিলাম। কখন শব্দে ভাবনার জগৎ
ছেড়ে বাস্তবতায় কিরে আসলাম। পাশে ওর দিকে
তাকাতেই বলল- ‘ভাইয়া চল আমরাও এরকম
ড্যাল্স করি। মুভিতে তখন জ্যাক আর রোজের নাচের
দৃশ্য চলছিল। অতি বিস্ময়ে আমি হতবাক হয়ে
গেলাম। কোনরকমে ‘আমি ড্যাল্স পারি না’ বলে
আবারও অন্যমন্ত্র হয়ে গেলাম। কিছুক্ষন পর বলল
‘ঠিক আছে আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব’।
হতভেরে মত কিছুক্ষন তাকিয়ে রইলাম। কি বলব
বুঝতে পারলাম না। মন্ত্রমুক্তের মত তাকে অনুসরণ
করে বসা থেকে উঠে দুজন কেস টু কেস দাঢ়ালাম।
তার কথামত ডান হাত দিয়ে তার কোমর জরিয়ে
ধরলাম। সে তার এক হাত রাখল আমার ঘাড়ে আর
অন্য হাত দিয়ে আমার বাম হাত ধরল। শুরু হল
ড্যাল্স শিখাবো। সে এত ভাল ড্যাল্স পারে আমার
জানা ছিল না। মাত্র ক্লাশ নাওনে পড়ে। বাসায়
নিজে নিজে কোমর দুলিয়েই এগুলো শিখেছে।
কিছুক্ষনের মধ্যেই আমার আয়তে চলে এল। তবে
হাত ধরে ঘূর্ণি খাওয়াটা আয়তে আসল না। নাচে
নাচতে জিজ্ঞাসা করলাম... ‘এটা কি ধরনের ড্যাল্স?’
বলল ‘এটা! ওয়েডিং ড্যাল্স!’ তারপর দুজনেই
চুপচাপ। কতক্ষন ধরে নেচেছি বলতে পারবো না।
নাচের এক পর্যায়ে হঠাৎ হাত উপরে উঠিয়ে মারল
এক ঘূর্ণি। তাল সামলাতে না পেরে ঘূরতে ঘূরতে
পাশের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে নাকে প্রচন্ড আঘাত
পেলাম। মনে হল হাফ পিসের বল পেয়ে কেউ ছয়
মারছে। নাকের ব্যাথায় সব কেমন যেন আউলা
আউলাই লাগছিল। কিছুক্ষনের মধ্যে সব ঠিক হতেই
দেখি আমি চেয়ারে বসে আছি, সামনে বইয়ের পাতা
এলোমেলো উড়ছে। পাশে তাকিয়ে দেখি দুই
রঞ্জমেট ঘূমাচ্ছে। তখন রাত ২:৩৬ মিনিট।
এতক্ষনে ব্যাপারটা বুঝতে পারি। আসলে চেয়ারে
বসে বসে বিমাইতেছিলাম।

ভাইজান ঈদের দিনতো ফিরনি সেমাই খাওয়ায় ব্যাস্ত
ধাকুম... তাই আগেই ঈদের সেলামীটা...হে হে...



কার্টুন- পাতেল

সম্পাদক উন্নাদ

সালাম নিবেন। আমি উন্নাদের একজন পাঠক। সেই ছেলেবেলা থেকে 'উন্নাদ' পড়ি। এখন বিয়ে করেছি আমার দুই বাচ্চা। একজন ইঁটে পড়ে একজন ফাইডে। তারাও উন্নাদ পড়ে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ঘড়ে উন্নাদ কিনতে হয় তিনটা। ওদের দুজনের জন্য দুটো আলাদা উন্নাদ কিনতে হয়। একজন আরেকজনেরটা পড়তে দেয় না। গত বই মেলায় দুটো উন্নাদ কিনে অংপনার অটোঘাফ নিয়েছিলাম কিন্তু সম্ভবত আপনি ভুল করে একটায় অটোঘাফ দেন। পড়ে বাসায় এসে বিপদে পড়ি অটোঘাফ দেয়াটা দুজনেই নিবে। রীতিমত ঝগড়া লেগে গেল। পর দিন বাধ্য হয়ে আবার বই মেলায় আসলাম আপনার অটোঘাফ নিতে কিন্তু আপনাকে আর পেলাম না। শেষমেষ নিজেই একটা অটোঘাফ দিয়ে (আপনার স্টাইলে) তাদের দিয়ে ঝগড়া মিটালাম। তাহলে বুরুন উন্নাদ নিয়ে কি জুলায় আছি! তারপরও চাই উন্নাদ যুগ যুগ ধরে বের হোক এই কামনা। মুসরাত জাহান গেভারিয়া, ঢাকা।

০০

পিতৃ উন্নাদক

উন্নাদ একটা সংখ্যা ড্রপ দিয়ে যে আপনারা উন্নাদ এর সেশন জট বুলেছেন সেটা আর কেউ না

বৃজলেও আমি কিন্তু ধরে ফেলেছি। আশা করি আর সেশন জটে পড়বেন না এখন থেকে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে উন্নাদ বেড় হবে। এবার কিছু সাজেশন দিতে চাই (ছোট মুখে বড় কথা আর কি!) সেটা হচ্ছে 'উন্নাদে' একটি ধারাবাহিক রাজ্য রচনা কি প্রকাশ করা যায় না? আর কমিকস কি আরেকটু বেশী দেয়া যায় না। আর ফোন্টটা কি আবার ফিরিয়ে আলা যায় না? আমার প্রশ্নগুলো (বা সাজেশন) যাই বলেন একটু কি ভেবে দেখবেন? পিজ...!

কায়সার আলম
উত্তরা, ঢাকা।

০০

সম্পাদক আঙ্কেল

আমার অনেক সালাম নিবেন। আমি উন্নাদের একজন কুন্দ্র ফ্যান। ক্লাশ মেরে পড়ি। আমি উন্নাদে কার্টুন আঁকতে চাই। ছাপবেন? আমি অনেক আগে থেকেই অনেক সুন্দর কার্টুন কমিকস ইত্যাদী আঁকি। স্কুলে পূরকারণ পেয়েছি কার্টুন এঁকে। আমার বাবা বলে আপনার কাছে পাঠাতে। আমার বাবা বলেছেন আমার বাবা নাকি আপনাকে চেনেন। আমার বাবার নাম শফিকুল আমিন। রানি আমিন
খালিশপুর, খুলনা।
- পাঠাও

রিয়েল লাইফ জোক!

আবিদ হাসান



আমি আর আমার এক ফটোঘাফার বঙ্গ যাচ্ছিলাম বনানীর ভিতর দিয়ে একটা রাস্তায়। দু পাশে সুন্দর সুন্দর বাসা। হঠাৎ আমার ফটোঘাফার বঙ্গ দাঢ়িয়ে গেল।

- দাঢ়া দাঢ়া দারুন জিনিষ পেয়েছি

- কি?

সে আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দ্রুত তার ডিজিটাল ক্যামেরা বের করে পাগলের মঠ ছবি তুলতে লাগলো! তাকিয়ে দেখি একটা সুন্দর বাড়ির সামনের আইল্যান্ডের সবুজ ঘাসে একটা প্রজাপতি বসে আছে। আসলেই চমৎকার একটা কমোপজিশন। সে শুয়ে বসে নানা কায়দায় তার ছবি তুলছে। তার ছবি তোলার কায়দা দেখে আশে পাশে আরো কয়েকজন দর্শক দাঢ়িয়ে গেল। আমার বঙ্গ এক ফাঁকে বলল 'আশ্চর্য দেখেছিস প্রজাপতিটা একটু নড়েছেও না। যেন আমার মডেল হয়েছে!' আর তখনই আসল কান্টটা ঘটলো আমি হো হো করে হেসে উঠলাম।

- কি হল হাসছিস কেন? ক্র কুচকে তাকাল আমার বঙ্গ আমি তখন গোমড় ফাঁস করলাম। 'গাধা ওটা প্রজাপতি না একটা বিদেশি চকলেটের খোসা, কেউ খেয়ে ফেলেছে। চকলেটের খোসাটা এমন ভাবে ঘাসের উপর পড়ে আছে মনে হচ্ছে একটা প্রজাপতি বসে আছে!'

আমার ফটোঘাফার বঙ্গ দারুন লজ্জা পেল। আশে পাশের দুয়েকজন দর্শকও হে হে করে হেসে তার লজ্জা যেন আরো বাড়িয়ে দিল।।

মাস্ট কার্টুন



কার্টুন- আবীর

ଓ উন্নদ

সম্পাদকীয় উন্নদকীয় মতান্তরে স্বেফ পাঠকের কাঠগড়ায়

►আবার ইদ চলে এল। আর ইদ মানেই
বছরে একবার এই বিরক্তিকর সম্পাদকীয়
মানে 'উন্নদকীয়'। প্রতি বছরের মত
এবারও নানান বিরক্তিকর বিষয় নিয়ে
আমরা হাজির হয়েছি পাঠক/
পাঠিকাদের কাছে তাদের ভাল লাগুক
আর নাই লাগুক (সেই সম্ভবনাই
বেশী)... অর্থাৎ বাস্তা হাজির!
যথারীতি এবারও আমাদের এই
বিশেষ আয়োজনে নতুন কিছু
কার্টুনিস্ট আর আইডিয়ানিস্টের
আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের উন্নাদের



ক্যারিকেচার- মেহেদী হক

ইদ সংখ্যায় সাদর সম্ভাষন!

►ইদ মানেই আনন্দ আর সেই আনন্দে
উন্নদীয় ইদ শুভেচ্ছা সবাইকে... পাঠক/
পাঠিকারাতো বটেই একই সঙ্গে
বিজ্ঞাপনদাতা, পত্রিকার এজেন্ট, হকার এবং
সেই কাগজওলা যে মাথায় করে অবিকৃত
উন্নাদ নিয়ে গিয়ে ঠোঙ্গা বানায়... হ্যাঁ
সবাইকেই জানাই ইদ মুবারক!

►সব শেষে, এই ঢাউস সংখ্যা উন্নদটি
কেনার জন্য আকুল আবেদন...

(বাস্ক্র পুরাই স্পষ্ট!)

ঈদ স্যাটায়ার
রোবো সুপার ফ্লপ

ঈদের মাল-মশলা



সজল আশফাকের ছড়ড়া...

মবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা
দি উঠেছে, সেই খুশিতে রিং বাজছে ফোনের
মতে পারি জানাচ্ছে সব ঈদের প্রতি মনের।

উচ্ছাতে টাইট্যুর SMS -এর ব্যাগ
ebook-এও পাঞ্চ অনেক শুভেচ্ছারই Tag.

Like আর Like, Comments-এ
বেজে যায় বারোটা

রও বাদ রয়ে গেছে
কারো কারোটা।

যখি আটকে গেছে ডিজিটালের ফাঁদে
লির আনন্দ কই বুক কিংবা কাঁধে!
ই ঈদ খুঁজি সব ফেসবুক আর ফোনে
আর তেমন দেখা ভাই বক্স বোনে...!

তুমি শ্যাষ্ট !



ইংরেজী এ্যাকশন ছবির
হাইটেনশন কমন সিন!



তথ্য বিকৃতি...





ରୋବୋ ଫ୍ଲୁପ

କାଟୁନ- ମେହେଦୀ ହଙ୍କ

ଆମି ରୋବୋ କପ...ଲେଟେସ୍ଟ ଭାର୍ସନ...
ଏହି ମହୂର୍ତ୍ତ ଢାକାଯ...ସ୍ପେଶାଲ ମିଶନ ନିଯେ
ଏସେହି...କ୍ରିମିନାଲରା ଯେ ଯେଥାନେ ଆଛେନ ଗା ଢାକା ଦିନ...
ଭାରତ ବାର୍ମା ଯେଥାନେ ପାଲାତେ ଚାନ ଜଳଦି...
ଆମାର ଗୁଲି ଶଟ୍ ଆଛେ...

ଏଁ...ଇଯେ ନାରାୟାନଗଞ୍ଜ
କୌନଦିକେ...?







BREAKING NEWS

BREAKING NEWS

এ্য়... এ্য়... হ্যাঁ রোবো কপ
ভাইয়ার সঙ্গে কথা হল উনি
বললেন... এ্য়... এ্য়...

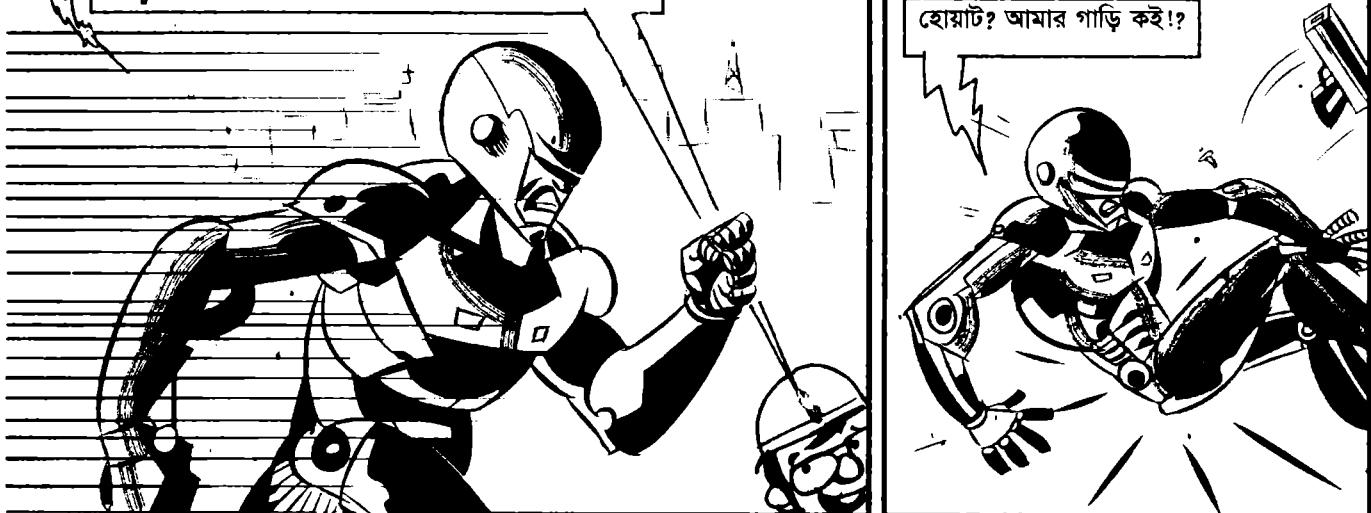
হ্ম বুবাতে পেরেছি এ্য়... এ্য়... হচ্ছে
চাকাবাসির একটা গোপন পাসওয়ার্ড
দেখি আমার নিউট্রোল নেটওয়ার্কে
চুকিয়ে... বিশ্লেষণ করি...

দেখি আগে আমার গাড়ির কাছে যাই...

বাবুরে হেতের ইলেক্ট্রনিক্স দেখছত নি মোতাবের? হেতেতো
আঁর ঘ্যাসের চুলা-মূলা ভাঙ্গি ছইটছে...
হেতে কি শ্রীমঙ্গল থোন আরে ছা আনি দিতে ফাইরবনি?

0001...001...000
'0001...0001'...0001
00001...420...

হোয়াট? আমার গাড়ি কই!?



ও গাড়ি আমনের আছিল নি কোন?
তো আল্লো বেকবের মত
ধোলাইখালে গাড়ি ফার্ক কইচেন
গাড়ি কি থাহে নি? এক কাম
করেন... আর দোকানতো ফার্টস
কিনি জোড়া দি লই যান...!

মনে পার্ট্য

হোয়াট??!













বাংলা ছবির কমন সিন নিয়ে আমরা প্রায়শই হাসি-ঠাণ্ডা করি। কিন্তু ইংরেজী ছবিও যে একই দোষে দুষ্ট সেটা কি খেয়াল করেছি? এই ফিচারে ইংরেজী এ্যাকশন ছবির কিছু হাইটেনশন, সিনের উল্লেখ করা। হল যা পারম্পরাগত কমিনেশন করে প্রায় সব এ্যাকশন ছবিতেই একটু এদিক ওদিক করে দেখানো হয়। দেখুন তাহলে এইরকম কিছু হাইটেনশন কমন সিন।।

ইংরেজী এ্যাকশন ছবির

হাইটেনশন কমন সিন

কাটুন- আরাফার্থ

নায়কের পিস্তলে গুলি নেই। ভিলেন তার পিস্তল বা শট গান চেপে ধরেছে নায়কের কপালে। ডিগারে ভিলেনের আঙুল চেপে বসছে... হাইটেনশন!!... এই গুলি করল করল অবস্থা! তখনই পেছন থেকে নায়িক গুলি করে বসল ভিলেনকে। (নায়িকা পিস্তলইবা পেল কই গুলি করাইবা কই শিখল সেটা বিখ্যে নয়!)



ନାୟକ-ନାୟିକା ଭୟାନକ ବିପଦେ ପଡ଼ୁଛେ । ଏଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ଚେଯେ ଏକଟା ଫୋନ କଲ କରତେ ହବେ ସେଲ ଫୋନେ ।
ନାୟକ ବା ନାୟିକା ଫୋନ କରଛେ...କରଛେ...କରଛେ...ଓପାଶେ କଲ ଯାଚେ ନା... ଧରଛେ ନା ।... ଶେଷ ମୁହଁରେ ଧରଲ ।
ଆର ତଥନଇ ସେଲ ଫୋନେର ଚାର୍ଜ ଚଲେ ଯାବେ...ଯାବେଇ ଯାବେ...!!

୨ - କିମ୍ବାରୀ



ନାୟକକେ ତାଡା କରେଛେ ଭିଲେନେର ଦଲ । ନାୟକ ଗାଡ଼ିତେ ସ୍ଟାର୍ଟ ଦିଯେଛେ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ସ୍ଟାର୍ଟ ନିଚେ ନା...
ନିଚେ ନା... ଓଦିକେ ଛୁଟେ ଆସିଛେ ଭିଲେନେର ଦଲ...ଆସିଛେ...ଆସିଛେ... ହାଇଟେନଶନ !! (ତବେ ବଲାଇ ବାହ୍ଲ୍ୟ ଶେବେ
ମୁହଁରେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଟାର୍ଟତୋ ନିବେଇ...ନାୟକେର ଗାଡ଼ି ବଲେ କଥା !)

୩ - କିମ୍ବାରୀ



নায়ক ভিলেনের গুলি থেয়ে ছিটকে পড়ছে... হাই টেনশন! ভিলেন পিস্তলের নলে ফু দিয়ে বিজয়ের মুড়ে চলে গেল। নায়ক শ্যাম! দর্শকদের চোখে অশ্রু! কিন্তু একটুপর দেখা গেল 'নায়ক দিবিয় উঠে' বসেছে। তার পকেটের একটা মেটাল কয়েন তার গুলিটা ঠেকিয়ে দিয়েছে!!

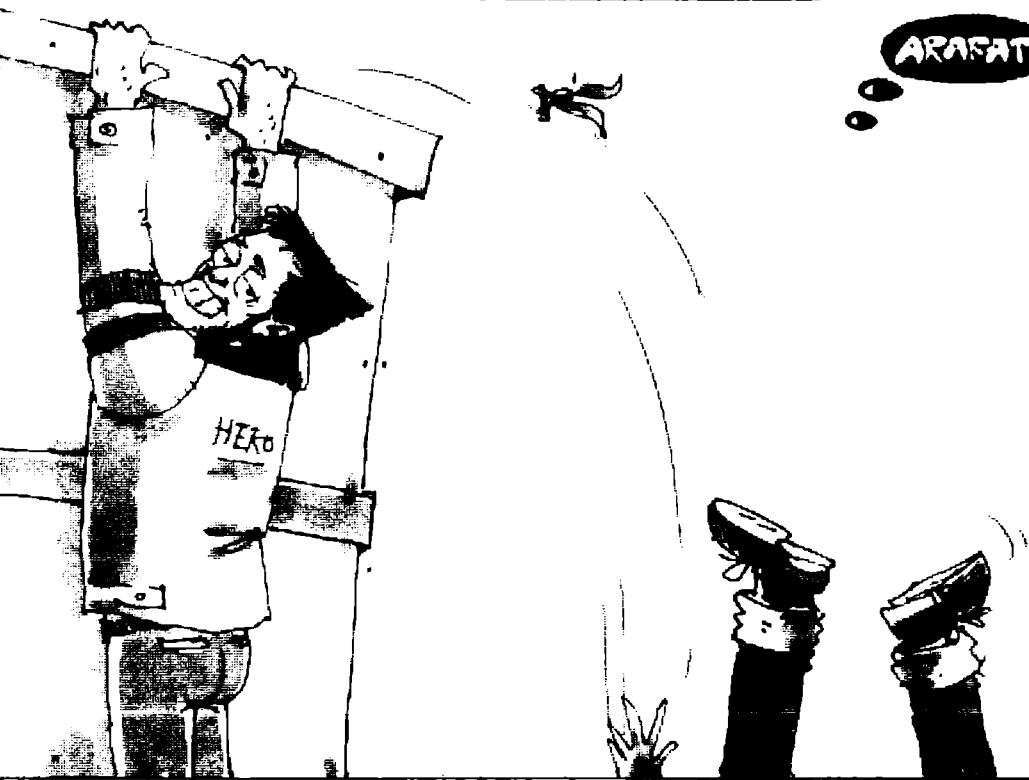
৪৪

-
চৰকাৰ
ভিলেন



নায়ক একশতলা বিস্তিৎ এর কার্নিশে ঝুলছে। 'হে হে এখন কোথায় ধাবে মদন?' টাইপ একটা ভঙ্গি ভিলেনের। হাইটেনশন!!...কিন্তু নায়ক-ভিলেন পাছরা-পাছরির এক পর্যায়ে দেখা গেল নায়ক ঠিকই ঝুলছে আর ভিলেন একশ তলা থেকে ছিটকে পড়ছে নিচেএএএএ...এএএ...!

-
চৰকাৰ
ভিলেন



ঈদ চলে এল বলে! আর তাই উন্নাদ স্পেশাল ঈদ রিসিপি!!
 প্রতি বছরের মতই আমাদের উন্নাদ ‘রান্না-খাদ্য-পুষ্টি গবেষনা সেল’ থেকে বহু
 গবেষনা করে এই উপাদেয় খাবারগুলোর রেসিপি পরিবেশন করা হল। বাসার
 মেহমান দূর করতে এর চেয়ে মচৎকার (চ' আগে হবে) খাবার আর হয় না।
 তবে মনে রাখতে হবে এই রান্নাগুলো কেবল মাত্র মস্তিষ্ক বিকৃত পাঠকদের
 জন্য। সুস্থ কেউ এই রান্না করতে যাবে না...পিজ।

উন্নাদীয় ঈদ স্পেশাল রেসিপি

কার্টুন- মিতু

কড়ল্লার সন্দেশ

এক কেজি কড়ল্লা প্রথমে সেদ্ধ
 করুন। তারপর এর মধ্যে
 আড়াইশ গ্রাম নিমপাতা বেঠে
 দিন। এবার দিন ঘুটা ঘুটা
 ঘুটা... এবার বাঘের দুধ এক
 ছাঁটাক না পেলে বলদের দুধ দুই
 আউঙ ঢেলে দিন। তারপর
 আবার দিন ঘুটা ঘুটা...।
 কারেন্ট না ধাকলে ড্রাভারে
 ফেলে আচ্ছামত ব্রেক করুন।
 ব্যাস আপনার কাই রেডি!
 তারপর সন্দেশের মত গোল
 গোল চেন্টা করে পাশের বাসার
 ছাদে ওকিয়ে নিন (নিজের
 বাসার ছাদে ওকাতে দিলে কেউ
 ভুল করে খেয়ে ফেললে সাড়ে
 সর্বনাশ) এবার ওকানো সন্দেশ
 দুবজল তেলে ভাজুন। এবার
 জিরোক্যাল সহ পরিবেশন করে
 গা ঢাকা দিন!



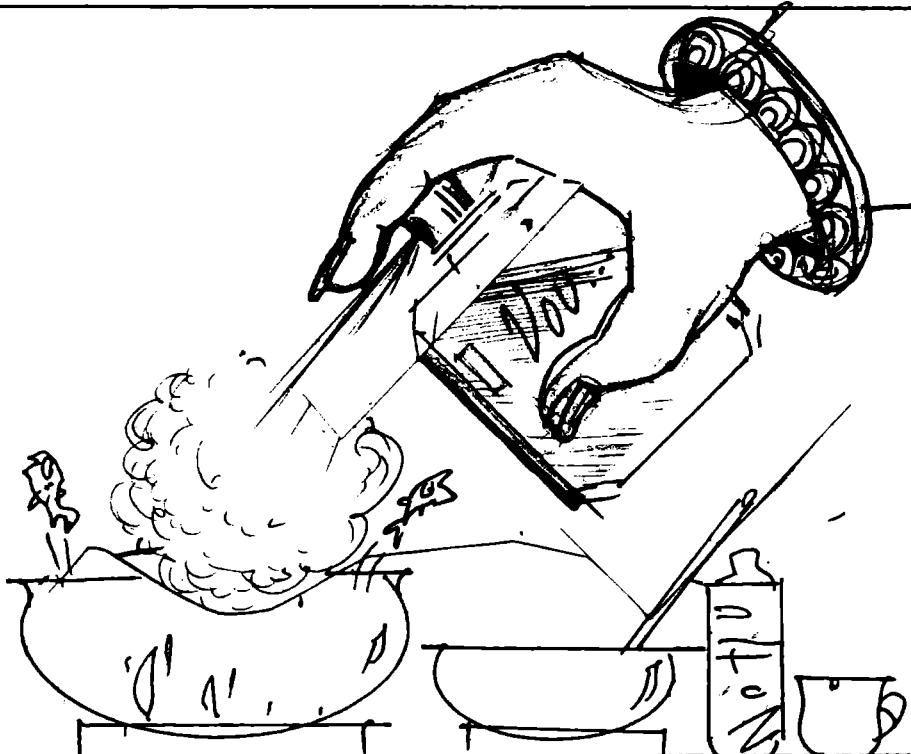
মুরগীর ঠ্যাঙের মেহারী

প্রথমে লাগবে শোটা ছয়েক
মুরগির ঠ্যাং আর তিন ঠঙ্গের
মুরগী হলে চারটা মুরগী হলেই
চলবে ! এবার মুরগীর
ঠ্যাঙগুলো ধুয়ে কেটে বেছে
বেটে বেটে পানিতে জ্বাল দিন
টানা একদিন বা চবিশ ঘন্টা
হলেও চলবে । এরপর
প্রয়োজনযোগ্য মশলা-পাতি
মিশিয়ে আবারো চবিশ ঘন্টা
বা একদিন জ্বাল তৈ থাকুন ।
ব্যাস নেহারী তৈরী । এবার
বাটিতে করে চামচ সহ
অতিথিদের পরিবেশন করুন ।
তবে এই মুরগীর নেহারী
খাওয়ার সময় আবৃত্তি করতে
পারেন বিদ্রোহি কবির সেই
বিষ্ণ্যাত কবিতার সেই
লাইনটি... ‘শির নেহারি নত
শির শিখের হিমান্তির...’!



কাচকি মাছের সুস্প

যেভাবে চিরাচরিত নিয়মে
আমরা সুস্প তৈরী করি তাই
তৈরী করতে হবে । তারপর তার
মধ্যে না ধুয়ে বা ওয়াসার
পানিতে ধুয়ে কম পক্ষে
আড়াইশ গ্রাম ... বেশির পক্ষে
এক পোয়া কাচকি মাছ ছেড়ে
দিতে হবে সুস্পে । এরপর নষ্ট
ওভনে আড়াই মিটি গরম করে
এই সুফ ঝুপ করে পরিবেশন
করুন । তবে পরিবেশনের আগে
কাচকি মাছের আঁশটে গুৰু দূর
করতে ফরাসি এয়ার ফ্রেসনার
'ভা দক ভ্রতো' স্পেশ করে
নিয়েন । ইমানে বলি... এই
সুস্প খেয়ে কেউ যদি ফের
কোনদিন আপনার বাসায়
অতিথি হিসেবে আসে তাহলে
কান কেটে বিদেশী কুস্তার
গলায়...



ঘাউয়া ব্যাণ্ডের

আলুর চপ

দুইটা মরা ঘাউয়া ব্যাণ্ডে
জোগার করতে হবে। সাথে
এক কেজি আলু (চোখামের)
তবে এই আলুতে দোষ ধাকলে
চলবে না। এবার মরা ঘাউয়া
ব্যাণ্ডুটা কিমা করে সেক্ষ করা
এক কেজি আলুর সাথে
চটকাতে হবে। তারপর
প্রয়োজন মত মশলা লবন আদা
জিরা মরিচ যিশিয়ে গ্যাস নাই
চূলায় জ্বাল দিতে হবে উনবাট
মিনিট ষাট সেকেন্ড। তারপর
নামিয়ে গোল গোল করে চপ
বানিয়ে হাবুড়ুর তেলে ভেজে
পরিবেশন করুন অতিথিদের।
এই চপ খেয়ে আপনার
অভিধিরা যদি দ্বিতীয়বার
আপনার বাসায় আসে...



দেশী কাউয়ার

'ক্রো-চিকেন'

চারশ বিশ ভোটের ইলেক্ট্রিক
শকে ঝলসানো মরা দু'তিনটা
কাক জোগাড় করতে হবে।
তারপর পালক ছাড়িয়ে আদা
রসুন সিরকায় চুবাতে হবে টানা
দু ঘটো একষাঁটি মিনিট। এরপর
মশলা মাখিয়ে তেলে ভাজতে
হবে টানা এক সপ্তাহ বা
সাতদিন ভাজলেও চলবে। রং
যখন কাউয়ার মত হয়ে যাবে
তখন কাউয়া দর্শন অতিথিদের
মাঝে ক্রো চিকেন চিকনে
পরিবেশন করুন।
নিচিত ধাকুন আপনার ক্রো
চিকেন খেয়ে কাউয়া দর্শন
অতিথিরা এই যে এলাকা
ছাড়বে আর আপনার বাসা মুখ
হবে না, নেতার এভার!



কাঠনিক নজরের কাঠন





উন্নাদীয়

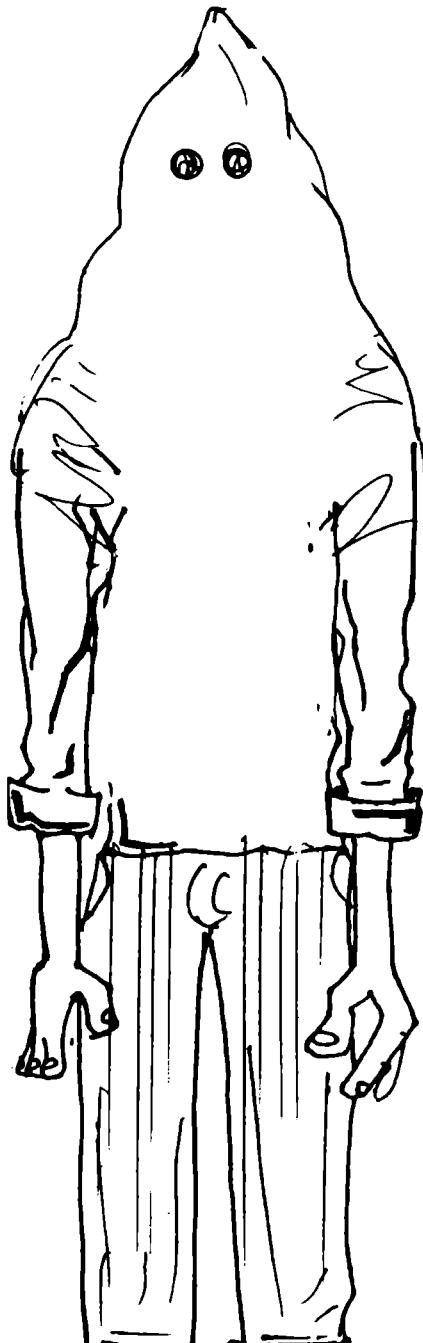
ঈদ ফ্যাশন

প্রতিবারের মত

এবারও পায়ের ঘাম
মাথায় তুলে আমাদের
নিজস্ব ডিজাইনার কিছু
ঈদের ফ্যাশন তৈরী
করেছে যা ইতোমধ্যে
বাজারে আলোড়ন
তুলেছে বলে শোনা
যাচ্ছে। পাঠকদের
জন্য তা পরিবেশন
করা হল...

ওড়না রিকশার চাকায় প্যাচিয়ে
গিয়ে দুঃঢিনা ঘটায় যেসব
তরুণীরা তাদের জন্য এবারের
ঈদে বিশেষ ‘গ্যাসিয়াস ওডনা’।
ওড়নার এক প্রান্তে গ্যাস বেলুন
সংযুক্ত থাকবে ফলে রিকশার
চাকায় চুকবে না।

পাওনাদারদের ভয়ে যারা ঈদ
করতে পারবেন না বলে ভাবছেন
তাদের জন্য এবারের ঈদে বিশেষ
ফেস কাভারিং শার্ট’। শার্ট
পরবেন কিন্তু আপনার চেহারা
দেখা যাবে না। দিব্য ঈদ করতে
পারবেন নিচিভে।

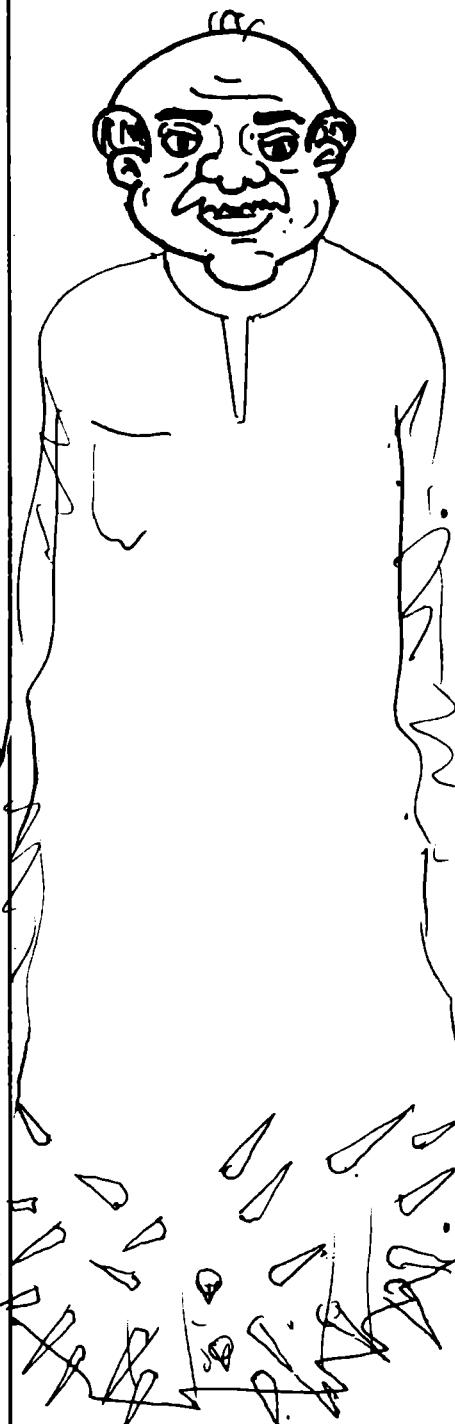
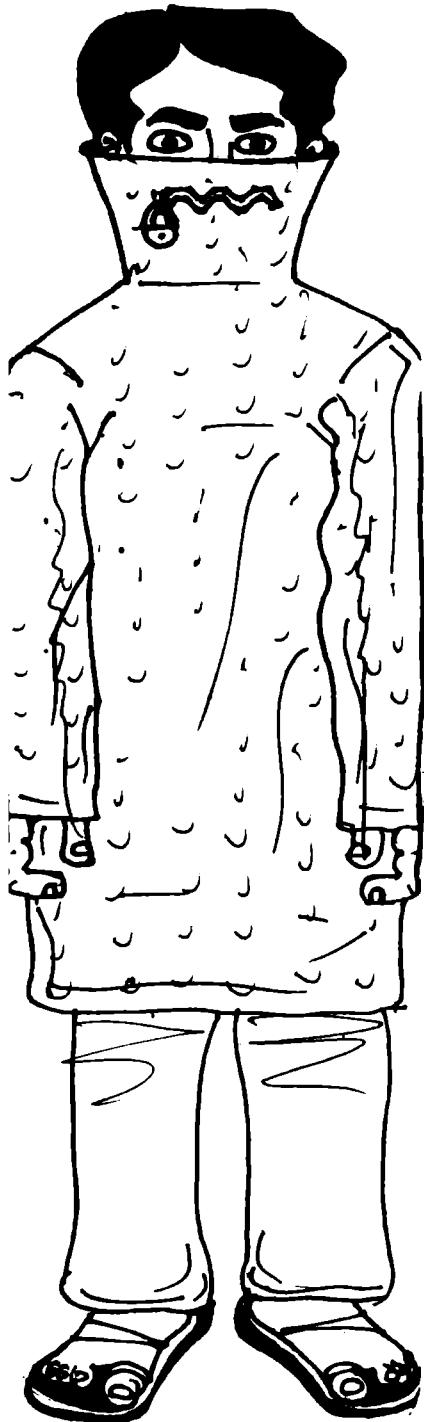


ডিজাইনার-
বুশরা

এবারের ঈদে চাপাবাজ তরুণদের
জন্য 'মাউথ ক্লোজ পাঞ্জাবী'। এই
পাঞ্জাবী পড়লে নাক মুখ বন্ধ
থাকবে। তবে গোপনে ধূমপানের
সুবিধা আছে এই পাঞ্জাবীতে।
গুরুজনরা দেখতে পাবে না।

এবারের ঈদে বাচ্চাদের সেলামী
কালেক্টর ডিভাইস পেন্ট-শার্ট বেশ
জনপ্রিয় হয়েছে। এই পেন্ট শার্ট
পড়লে সেলামও করতে হবে না।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেলামী সংগ্রহ
করে পকেটস্টু হবে!

এবারের ঈদে বয়স্কদের জন্য এই
কন্টক পাঞ্জাবী। এই পাঞ্জাবীর
সুবিধা হচ্ছে পায়জামা পড়তে হবে
না আর কঁটার জন্য কেউ সেলামী
নিতে কাছে ধারে ভিড়বে না!



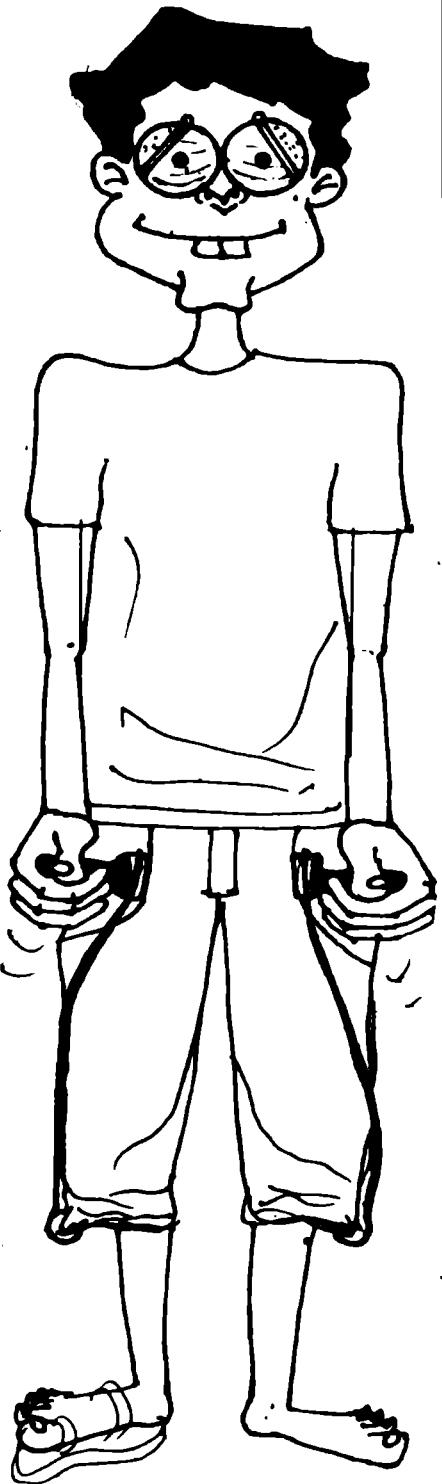
এবারের ঈদে তরুণীদের 'ডাবল পয়েন্টেড হিল সেন্ডেল' নতুন মাত্রা আনবে বলে আমাদের বিশ্বাস! এই হিলের কারণে বেয়াদপ তরুণরা কাছে ধারে ভিড়তে সাহস পাবে না।



এবারের ঈদে তরুণীদের ছাতা সংযুক্ত স্প্রিংশাল নেকলেস। এটা পড়লে মাথায় রোদ বৃষ্টি ঠেকানো যাবে আবার গলার নেকলেসও বেশ শোভা পাবে।



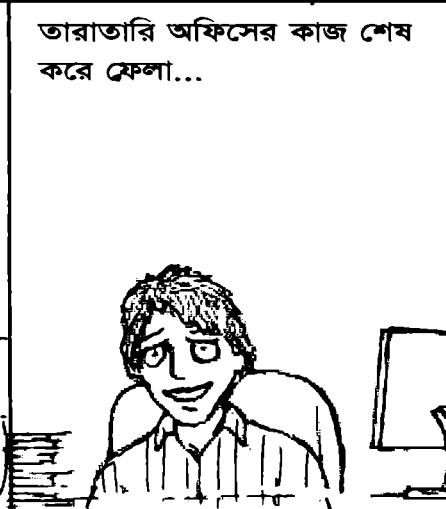
এবারের ঈদে উন্নাদের জন্য ওয়াইপার সংযুক্ত চশমা আর কপিকল পেন্ট। এই পেন্টের সুবিধা হচ্ছে রাস্তাঘাট ঢুবে গেলে কপিকলের মাধ্যমে পেন্ট গুটিয়ে নেওয়া যাবে।

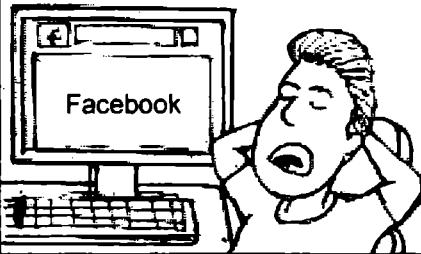
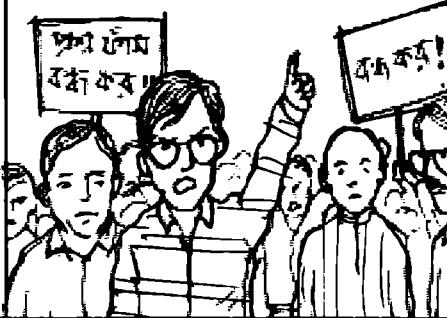
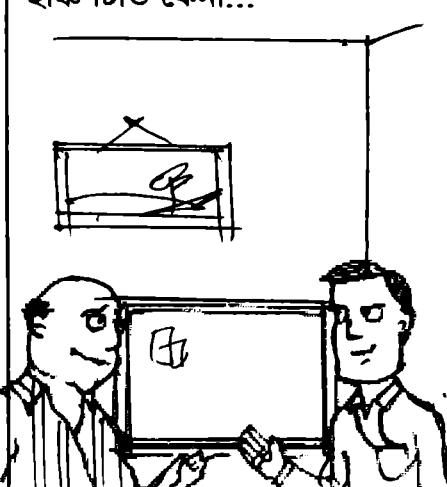


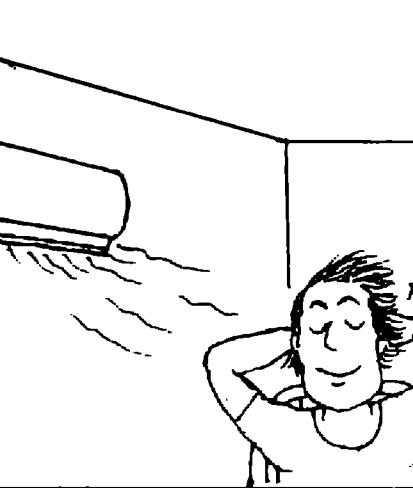
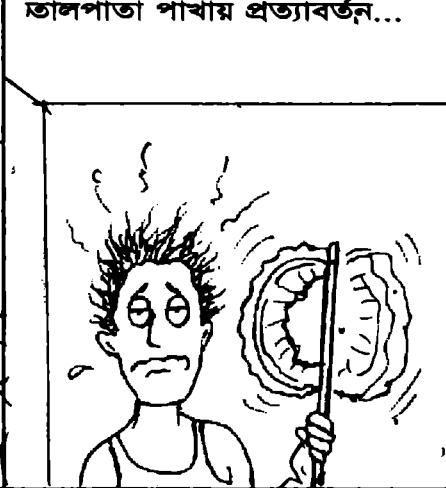
আমাদের জীবনে সমস্যা থাকবেই। সমস্যা নিয়েই
আমাদের এগুতে হবে। কিন্তু এই সমস্যা নিরসন করতে গিয়ে
যদি সমস্যা আরো বেড়ে যায় তাহলে কি করবেন? তাই কিন্তু
হচ্ছে... তেমনি কিছু পরিস্থিতি নিয়ে এই ফিচাররর...।

সমস্যা-নিরসনের উপায়-গুরুতর সমস্যা

আঁকা/লেখা- শাহাদ

সমস্যা	নিরসনের উপায়	গুরুতর সমস্যা
বাসায় স্তৰী অসুস্থ্য জলদি বাসায় যেতে হবে...	তারাতারি অফিসের কাজ শেষ করে ফেলা...	কিন্তু কাজের পারফরমেন্স দেখে বস আরো কিছু ফাইল ধরিয়ে দিল...
		
প্রচন্ড জ্যামে পড়া...	জ্যাম এড়াতে চিপা গলি দিয়ে শর্টকাট মারা...	কিন্তু ইজ্জত কা হাফসুল!
		

সমস্যা	নিরসনের উপায়	গুরুতর সমস্যা
ফেসবুকে প্রশংসন্ত ফাঁস...	এর বিরুদ্ধে সচেতন হওয়া...	ফাঁস হওয়া প্রশংসন্ত পত্রে পাস করে চাকরী না পাওয়া... ও তুমিতো সেই প্রশংসন্ত ফাঁস ব্যাচ?
		
ওয়ার্ল্ড কাপ সিজনে টিভি নষ্ট	খোজ খবর নিয়ে সম্ভায় ৪৮ ইঞ্জিন টিভি কেনা...	চোরাই টিভি কেনায় উকিল নোটিশ!
		
দেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরন...	বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত...	পাঢ়ায় গে সন্দেহে আক্রমণ!
		

সমস্যা	নিরসনের উপায়	গুরুতর সমস্যা
এচডি গরমে জান পছচান অবস্থা	জীবন বাজি রেখে এসি কেলা...	মাস শেষে বিল দেখে আবার তালপাতা পাখায় প্রত্যাবর্তন...
		
ফলে ফরমালিন...	জুস খাওয়া...	ভেজাল জুস খেয়ে হাসপাতালে, জান নিয়ে টানাটানি...
		
উন্মাদে হাসির কিছু নেই...	নিজেই ভাল ভাল আইডিয়া তৈরী করে...	উন্মাদ অফিসে যাওয়া... আইডিয়া পরে আগে আমাদের পিসিটা আইডিবি ভবন থেকে ঠিক করে নিয়ে আসুন...
		

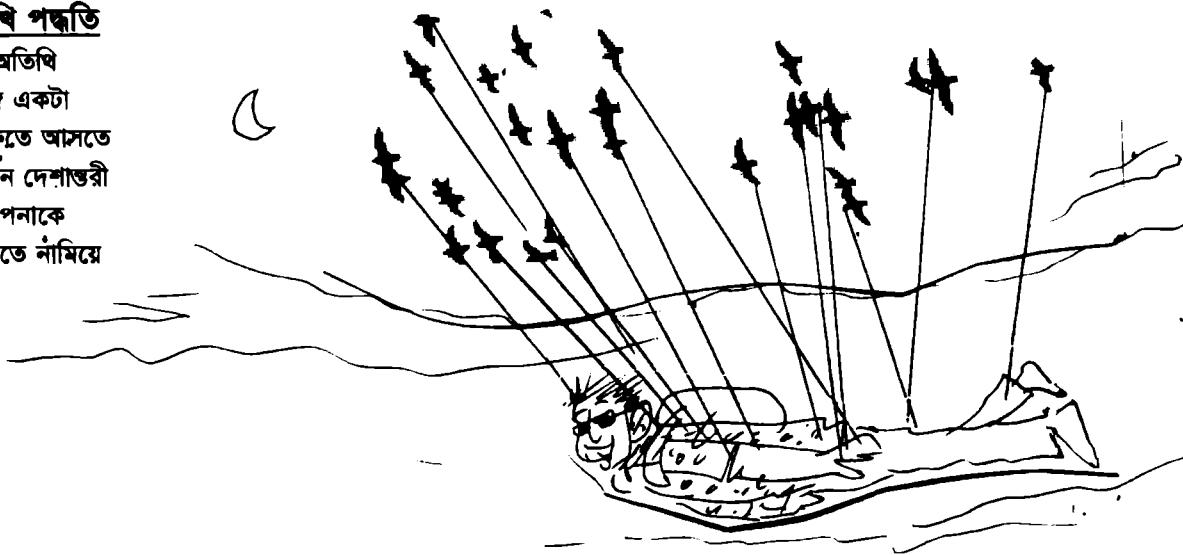
ঈদে বাড়ি পৌছানো হচ্ছে জীবন মরণ সমস্যা । এই সমস্য
নিরসনে আমরা কিছু উন্নাদীয় পদ্ধতি উন্নাবন করেছি ।
সেটাই এই ফিচারে বর্ণনা করা হল । দেখুন উপর্যোগ করুন
এবং সঠিক সময়ে বাড়ি পৌছান ।

ঈদে বাড়ি পৌছানো

লেখা- কামরুল ইসলাম বনি

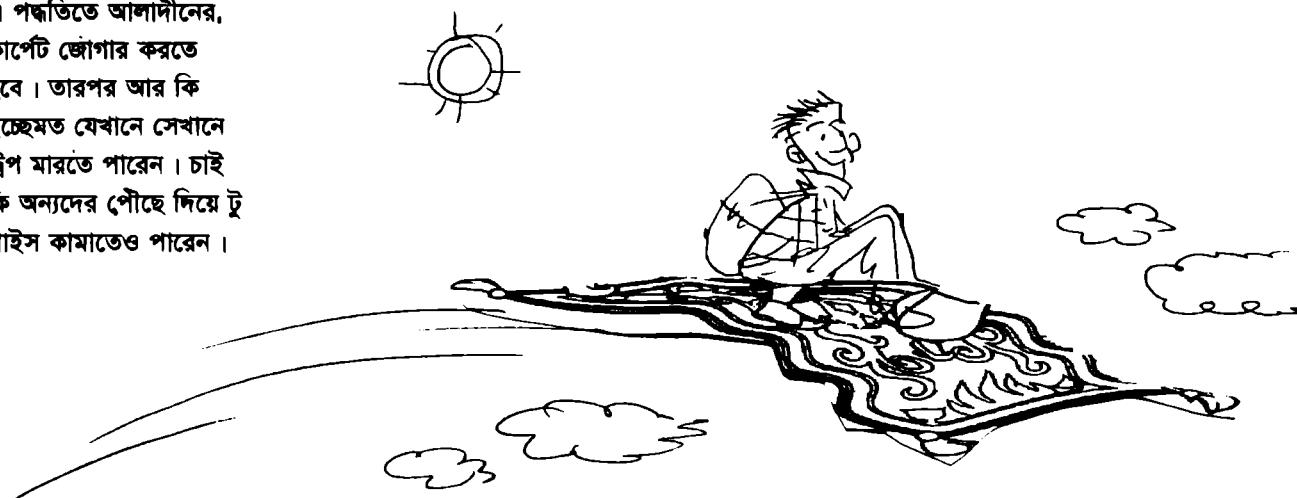
অতিথি পাখি পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে অতিথি
পাখিদের সঙ্গে একটা
বাংসরিক চুড়িতে আসতে
হবে তারা যখন দেশান্তরী
হবে তখন আপনাকে
আপনার বাড়িতে নামিয়ে
দিয়ে যাবে ।
(ছবি দ্রষ্টব্য)



কাপেটি পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে আলাদানের,
কাপেটি জোগার করতে
হবে । তারপর আর কি
ইচ্ছেমত যেখানে সেখানে
ট্রিপ মারতে পারেন । চাই
কি অন্যদের পৌছে দিয়ে টু
পাইস কামাতেও পারেন ।



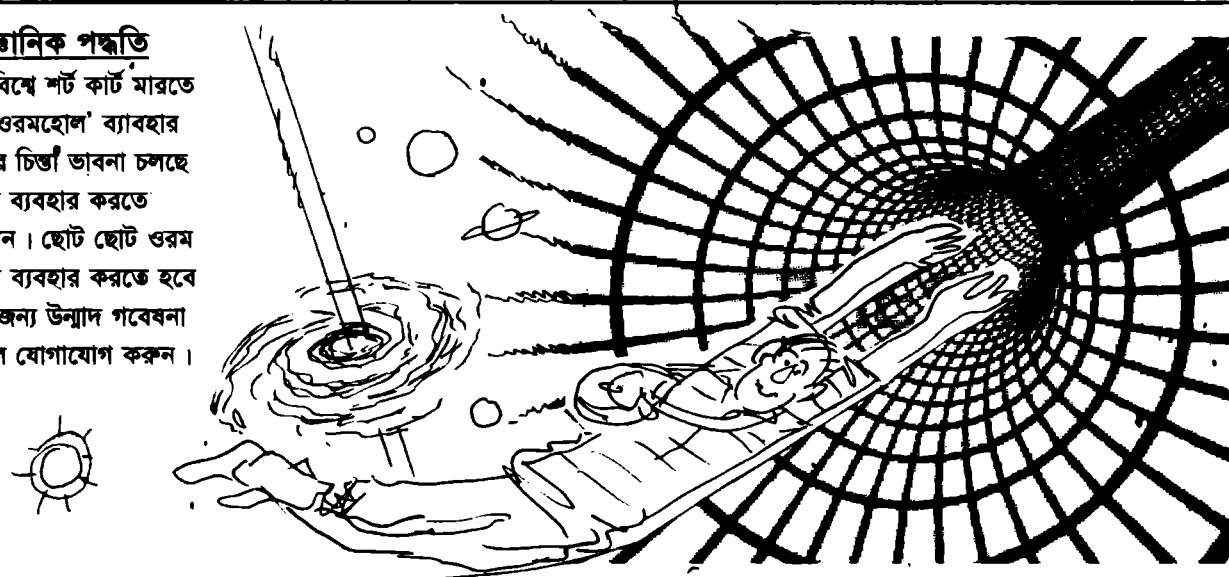
ବାଡ଼ ପଞ୍ଜତି

କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ସମୟ କୋନ
ଟର୍ନେଡୋ ବାଡ଼ ଧରେ ବାଡ଼ି ପୌଛେ
ଯାନ । ଟର୍ନେଡୋର ଚୋରେ ବସେ
ଧାକତେ ହବେ ଘାପଟି ମେରେ ।
ଏକଟୁ ଝୁକି ହଲେଓ ଦ୍ରୁତ ବାଡ଼ି
ପୌଛେ ଯେତେ ପାରବେନ ।



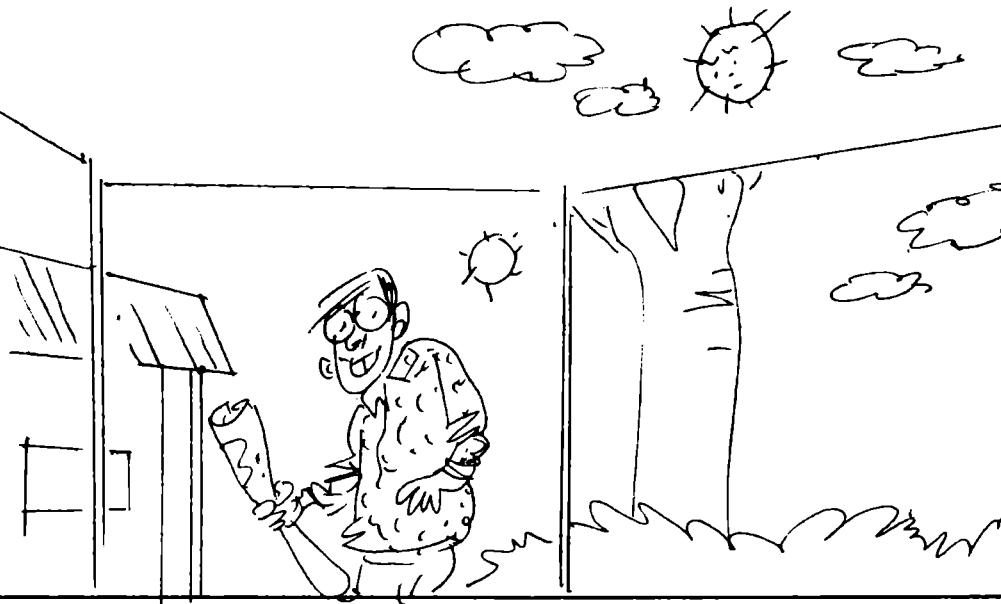
ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଞ୍ଜତି

ମହାବିଷେଷ ଶଟ କାର୍ଟ ମାରତେ
ଯେ 'ଓରମହୋଲ' ବ୍ୟାବହାର
କରାର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଚଲାଇଁ
ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରତେ
ପାରେନ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଓରମ
ହୋଲ ବ୍ୟବହାର କରତେ ହବେ
ଏଇ ଅନ୍ୟ ଉନ୍ନାଦ ଗବେଷନା
ମେଲେ ସୋଗାଯୋଗ କରନୁ ।



ଉନ୍ନାଦୀୟ ପଞ୍ଜତି

ଏ ପଞ୍ଜତିତେ ଆପନାର୍
ଆସଲେ ବାଡ଼ି ଯାଓଯାଇ
ଦରକାର ନେଇ ବାଡ଼ିରୁ ଆଶେ
ପାଶେର ଦୃଶ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ
କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବହାନେର
ଆଶେ ପାଶେ ଲାଗିଯେ ରାଖୁନ
ମନେ ହବେ ଆପନି ବାଡ଼ିତେଇ
ଆଛେନ । ବ୍ୟାସ ହେଁ ଗେଲା!



নক্ষত্রের বেগে যদিও ছুটেছে সময়... কিন্তু সেই সময় নিয়ে আমাদের অবহেলার কোন শেষ নেই। বিশেষ করে কোন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরা সময়মত আসেন না আবার যদিও বা আসেন তাহলে দেখা যায় অনুষ্ঠানের কর্মীরা অনুষ্ঠান শুরুই করতে পারেন নি। এই নিয়ে আমাদের গবেষনামূলক ফিচার...

প্রধান অতিথির সময়ানুবর্তীতা!

কার্টুন- শিখা



সময়মত পৌছালেন প্রধান অতিথি হিসেবে কিন্তু সেখানে আপনার
সময়নুর্বর্তিতার প্রশংসা করার মত কেউ উপস্থিত নেই



সময়মত পৌছালেন প্রধান অতিথি হিসেবে এর অপকারিতা হচ্ছে
বাধ্য হয়ে দুইলাইনের ছড়া লিখা যা কোন গ্রন্থভূক্ত হবে না (যদি
আপনি রবীন্দ্রনাথ হয়ে থাকেন)*

এসেছিলাম, এসে দেবি কেউ নেই
আমার চারটা ঝিল বাজে চারটা ঝিলেই!



*রবীন্দ্রনাথকে একবার প্রধান অতিথী করা হয় কোন অনুষ্ঠানে। সাড়ে চারটায় সময় দেয়া হিল
রবীন্দ্র নাথ গিয়ে দেখেন কেই নেই তারপর তিনি এ কাব্যটি লিখে রেখে চলে আসেন।

সময়ের আগেই যদি পৌছান প্রধান অতিথি হিসেবে,
এর অপকারিতা ভ্যাবহ হতে পারে।

প্রধান অতিথি ভাইজান টেবিলটা
একটু ধরেনতো সেট করি...



সিএনজিতে উঠলেই সিএনজিওলা বলে ‘ভাই ট্রাফিকে ধরলে বইলেন মিটারে যাইতাছেন।’ আমরা রাজী হই। কারণ
রাজী না হয়ে উপায় নেই যদি সত্য কথা বলেন তাহলে পুলিশ ঐ সিএনজিওলাকে ধরবে ঠিকই কিন্তু আপনাকেও নামিয়ে
দিবে। তখন রাস্তার মাঝখানে আপনি পরবেন মাইনক্যাচিপায়। এখন কথা হচ্ছে মিথ্যা বলতেও খারাপ লাগে এমনিতেও
সিএনজিওলারা ভাড়া বেশি নেয় মিথ্যাও বলতে হয় এটা হল? এর চেয়ে এমন কিছু কি বলা যায় না? যাতে মিত্যাও বলা হল
না সিএনজিওলাকেও পুলিশ ধরলো না? হ্যাঁ ট্রাফিকের প্রশ্নের উত্তরে সেইরকম কিছু বাক্য নিয়ে এই ফিচার...

‘ভাই কি মিটারে যাচ্ছেন?’

ভাই কি মিটারে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ মিটারেই যাচ্ছি... দেবুন মিটারের সাথে সিএনজির বিল উঠার
যে যান্ত্রিক কটাক বলতে পারেন সেই কটাকে যাচ্ছি... তবে
বোবেলতো এই দেশে যান্ত্রিক গোলোযোগ বলে একটা কথা
আছে সেটাও মাথায় থাকতে হবে... তার মানে কি দাঁড়াল...?

ভাই কি মিটারে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ অবশ্যই... এখান থেকে আমার গন্তব্যের দূরত্ব তা
ধরল গিয়ে প্রায় ২০০ কিলোমিটার হবে... যদি এই দূরত্ব
আমরা মিটারে কল্পার্ট করি তাহলে গিয়ে দাঢ়ায়...



জেন্দ উপলক্ষে এবার উন্নাদ প্রস্তাৱ কৰছে কিছু অত্যাধুনিক ডিজিটাল
সু এৱ। যা দীৰ্ঘ গবেষনায় উন্নাদ গবেষনা সেল এ তৈৱী হয়েছে। আশা
কৰছি আপনাদেৱ পছন্দ হবে...দেখুন...!

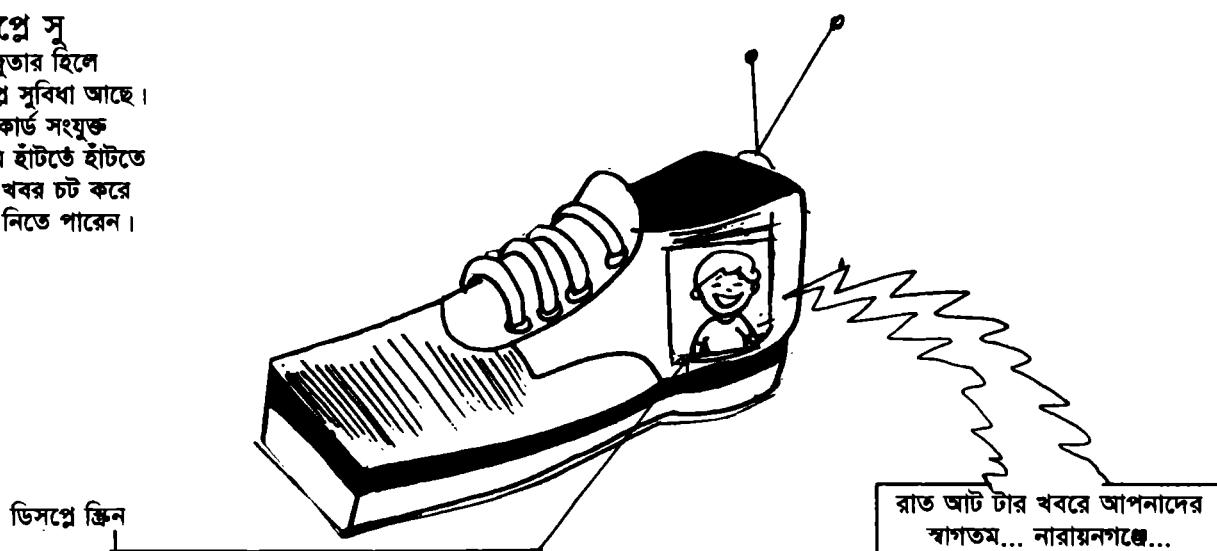
ডিজিটাল সু

কার্টুন- শিখা

হেডফোন সু
এই জুতা হেডফোনেৱ
কাঞ্জ কৰবে। তবে এই
জুতা পৰাৱৰ সময়
খালিপায়ে হাঁটতে হবে।
কাৰণ জুতা ধাকবে
আপনাৱ কানে ও
গালে। কাৰো গালে
জুতা মাৱাৰ পুান
ধাকলে এই জুতা গিফ্ট
কৰতে পাৱেন।

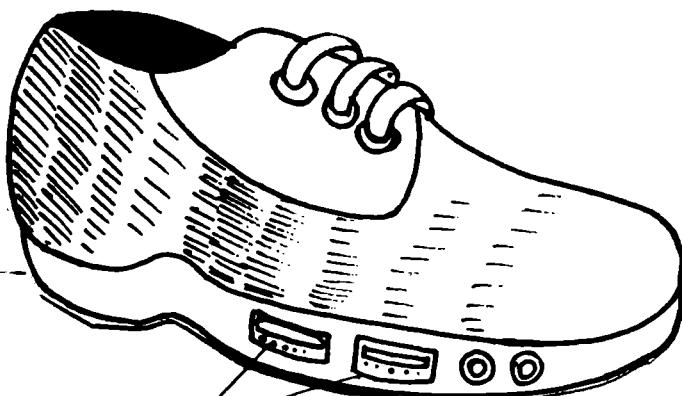


ডিসপ্লে সু
এই জুতাৰ হিলে
ডিসপ্লে সুবিধা আছে।
টিভি কাৰ্ড সংযুক্ত
ধাকায় হাঁটতে হাঁটতে
কোন খবৱ চট কৰে
দেখে নিতে পাৱেন।



পেন্ড্রাইভ সু

এই জুতায় পেন্ড্রাইভ
চেকানোর জন্য
একাধিক পোর্ট আছে।
পেন্ড্রাইভ ঢূকিয়ে
আপনার ব্রেনের
নিউট্রল লেটওয়ার্কে
কপি করে নিতে
পারবেন।



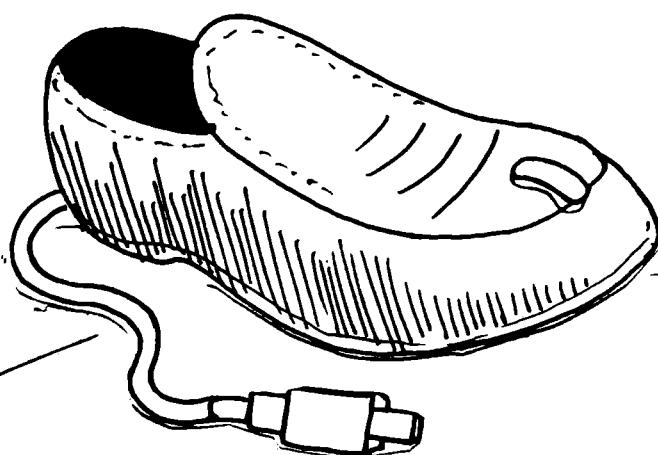
ওয়েব ক্যাম সু

এই জুতার মাধ্যম
ওয়েব ক্যাম লাগানো
আছে। গেগন কোন
কিছু ছবি নিতে হলে
এই জুতার জুড়ি নেই।

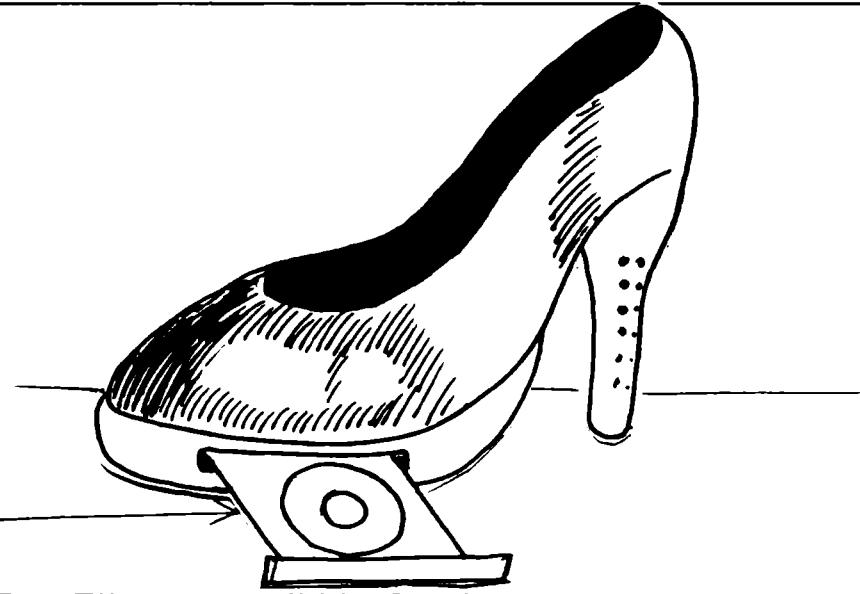


চার্জার সু

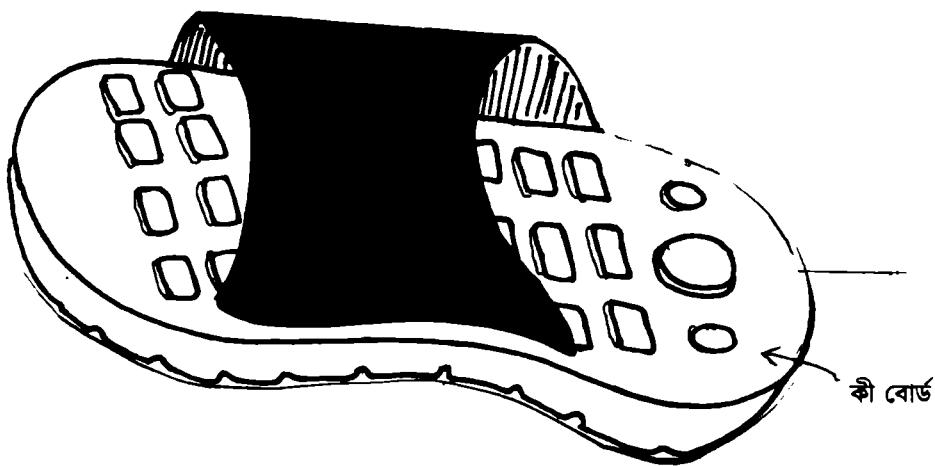
এই জুতায় চার্জার কর্ড
লাগানো আছে। জুতায়
ইচ্ছিমত চার্জ করে
নিলে পরে এই জমানো
চার্জ ... আপনার
মোবাইলের চার্জ চলে
গেলে এখন থেকে
রিচার্জ করে নিতে
পারবেন।



সিডি রম সু
 এই জুতায় সিডি রম
 আছে। চলতি পথে যে
 কোন প্রয়োজনীয় সিডি
 ঢুকিয়ে আপনার ব্রেনের
 নিউট্রোল নেটওয়ার্কে
 দেবে নিতে পারেন। বা
 কপি করে নিতে
 পারেন।

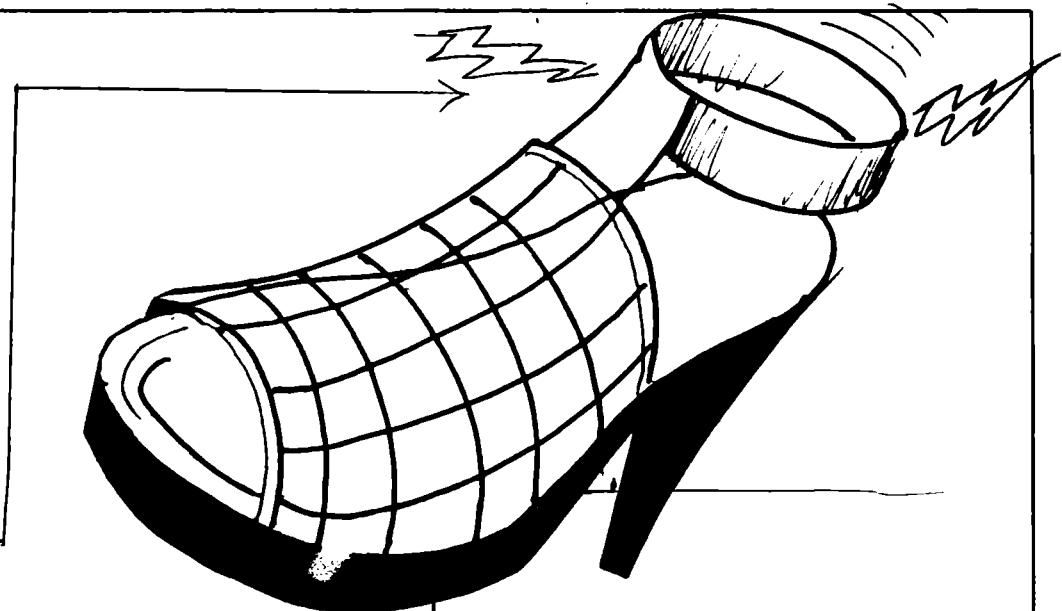


কীবোর্ড স্যান্ডেল
 এই স্যান্ডেলে কী ভোর্ড
 দেয়া আছে হাটতে
 হাটতে যেকোন কিছু
 টাইপ করতে পারেন
 পায়ের তলা দিয়ে।
 (তবে পায়ের তলা
 দিয়ে কিভাবে টাইপ
 করবেন তাৰ একটা শর্ট
 দেড় মাসের কোর্স
 করতে হবে উন্নাদে)



ওয়াই ফাই সু
 এই জুতায় ওয়াই ফাই
 সুবিধা আছে। এই
 জুতা পরা যাত্র আপনার
 চারিদিকে ওয়াই ফাই
 জোন হয়ে যাবে।
 নেটওয়ার্কিং করতে
 পারবেন ইচ্ছেমত।

ওয়াই ফাই এন্টেনা





উন্মাদ দৃষ্টিতে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল!

কার্টুন- প্রীতি





তোরা টিভিতে কি সব ফুটবল খেলা দেখিস? খেলতো তোর
দাদাজান...ফুটবলে এমন শট দিত বল যেয়ে পড়ত...



আমাদের বাসার উঠানে! তারপর
বল নিতে এসে আর যেত না...



বাবা খেলার রেজাল্ট কি?

অংক আৰ ইংৰেজীতে ড্র...

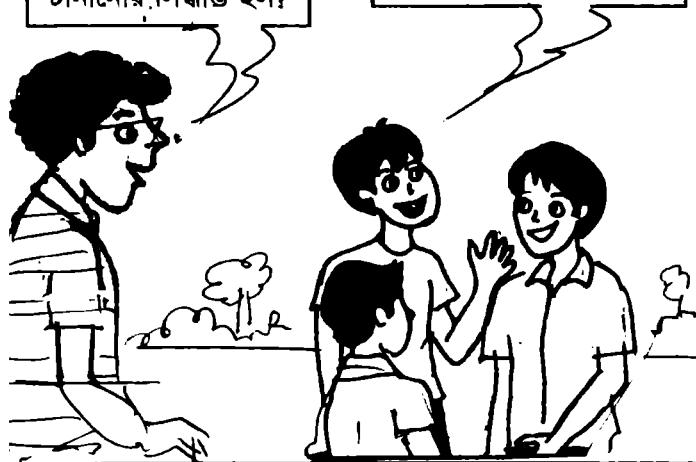
খেলার রেজাল্ট পঁরে, তোৱ
পৱিষ্ঠার রেজাল্ট কি আগে শুনি?



কিৰে তোৱা কি নিয়ে হাউ কাউ কৰছিস?

শেৰ পৰ্যন্ত কাৰ ছাদে
টানানোৰ সিদ্ধান্ত হল?

ব্রাজিলেৰ ফ্ল্যাগ কাৰ
ছাদে টানাব তাই নিয়ে



কেন যে ছাদে ফ্ল্যাগ টানানোৰ বাঁশ থাকবে!



কাউকে কোন তথ্য জানালেন আর সেই তথ্য
যদি সে না বুঝে উল্টা-পাল্টা বলে তাহলে কেমন
লাগে বলুনতো। তেমনি কিছু তথ্য আর উল্টা-পাল্টা
রিএ্যাকশন নিয়ে এই ফিচার...!

তথ্য বিকৃতিহৃ

কার্টুন- মাহির

জানিস হাবুলদের কবসা ঢুবেছে...



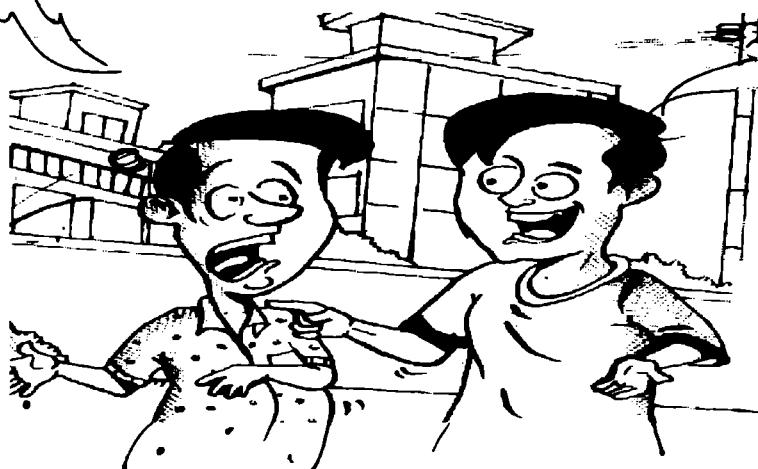
কোন নদীতে? মেঘনা না যমুনা?

সাঁতার জানতো না?

ওদের লাইফবয় ছিল না?

(পাঠকের জন্য)

গতকাল একটা উপন্যাস নামালাম...



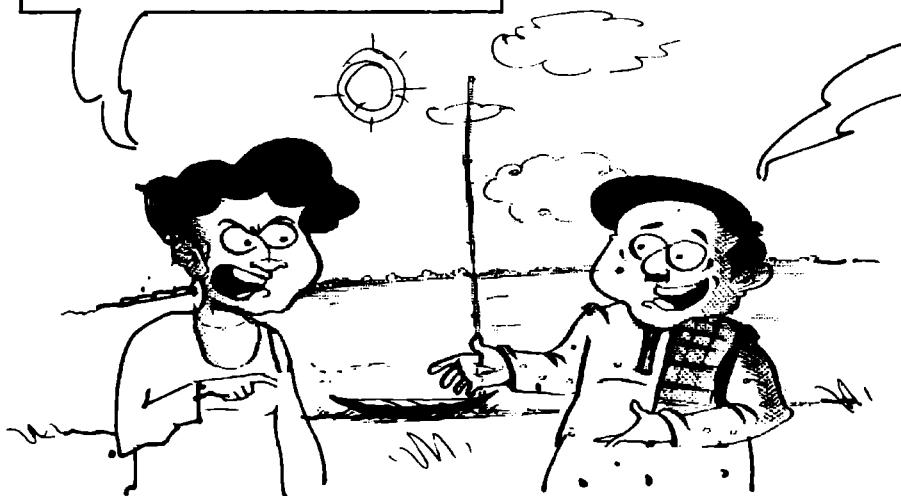
অনেক ওজন?

আবার উঠাবি কবে?

কোথায় রাখলি?

(পাঠকের জন্য)

ওনেছিস? নাফিসাতো মডেলিংয়ে নেমে গেছে...



তাই নাকি? তা কতদুর নামলো?

ফের উঠতে পারবেতো?

বেসমেন্টে?

(পাঠকের জন্য)

আমাদের রমিজতো সিনেমা করে উঠে গেল...



তাই? তা কতদুর উঠলো...?

মইয়ে না লিফটে?

এভারেস্ট হাইট না
কেওকোড়াং হাইট?

(পাঠকের জন্য)

ওনেছ উন্মাদের জনপ্রিয়তা পড়ে গেছে!



আহা ব্যাথা পায়ানিতো...?

কোথায় পড়েছে? ড্রেনে?
না ডাস্টবিনে?

পড়েই ধাকবে? আর উঠবে না?

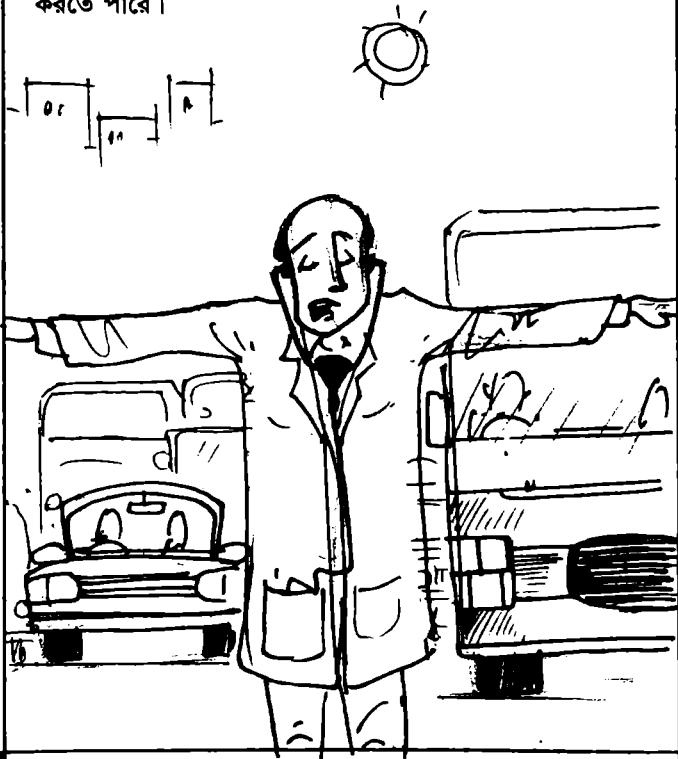
(পাঠকের জন্য),

আজকাল প্রায়ই পেপারে আসে ডাক্তাররা কর্মবিরতি করছে রোগীরা ভোগান্তিতে পড়েছে...এইরকম। ডাক্তারী হচ্ছে মহান সেবামূলক পেশা। বলা হয়ে থাকে একজনও যদি স্বর্গে যায় সেটা ডাক্তারীরাই যাবে আবার একজনও যদি নরকে যায় সেটাও ডাক্তারীরাই যাবে। তো সেই মহান পেশার ডাক্তারীরা যখন কর্মবিরতিতে যায় তখন তারা কি করে? তাদের কিন্তু তখনও মহান পেশার মধ্যেই থাকা উচিত...মানে সেকার মধ্যেই থাকা উচিত...সেই কর্মবিরতির সময়কার সেবা কি হতে পারে? তাই নিয়ে ফিচার...!

ডাক্তারদের কর্মবিরতি!

কার্টুন- মিঠু

ডাক্তাররা জানে কোন আটরিতে ব্লক হয় কেন হয়, কাজেই ঢাকার রাস্তা-ঘাটকে ধমনী শিরা বিবেচনা করে কর্মবিরতির সময় তারা ঢাকা শহরের জানজটের ব্লক মানে জ্যাম ছুটাতে সাহায্য করতে পারে।

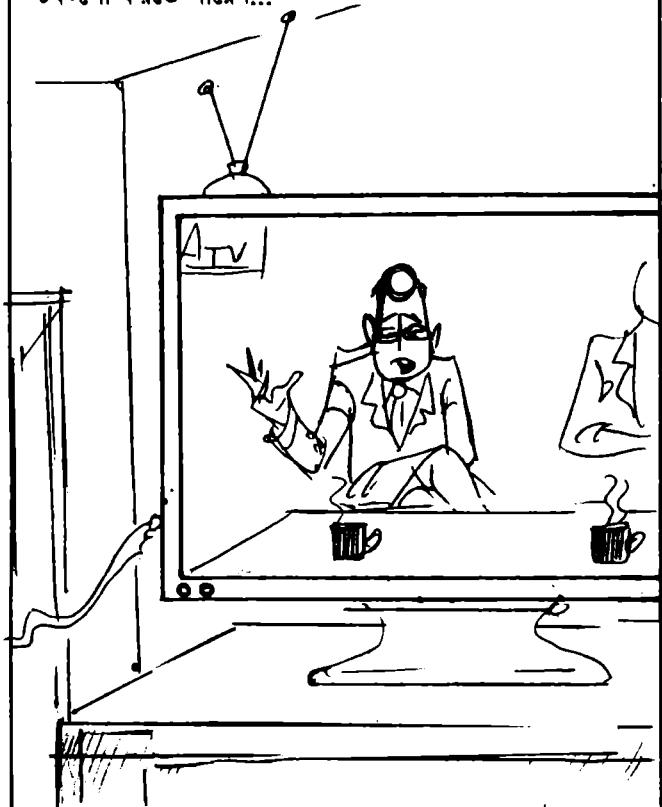


ডাক্তারী যেহেতু জানে অসুবিধের ভাল মন্দ, তাই তারা কর্মবিরতির সময় একটা 'এ্যাকশন টিম' তৈরী করে ফার্মেসিতে ফার্মেসিতে হামলা করে ভাল অসুবিধে মন্দ অসুবিধে নকল অসুবিধে এর বিকল্পে ব্যবস্থা নিতে পারে...!

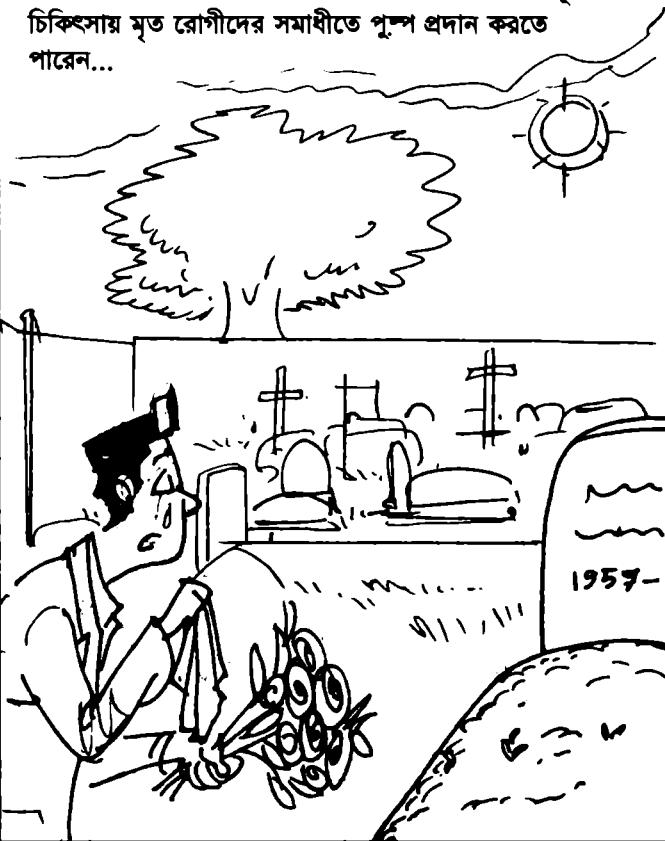
ডাক্তারী যেহেতু ভাল সাজুরী জানে তাই তারা তাদের কর্মবিরতির সময় কবাইদেরকে ট্রেনিং দিতে পারে কিভাবে গরককে কষ্ট না দিয়ে তার ভবলিলা সাজ করা যায়...



ডাক্তাররা তাদের কর্ম বিরতিতে বিভিন্ন চ্যানেলে শাস্ত্রসেবামূলক টক-শো করতে পারেন...



ডাক্তাররা তাদের কর্মবিরতির সময় বিনা চিকিৎসায় বা ভূল চিকিৎসায় মৃত রোগীদের সমাধীতে পুল্প প্রদান করতে পারেন...



ডাক্তাররা তাদের কর্মবিরতির সময় কোয়াক ডাক্তারদের টেলিং দিতে পারে কিভাবে সৃষ্টিকিঞ্চিৎ দেয়া যায়...



ডাক্তাররা কর্মবিরতির সময় উন্নাদ কার্যালয়ে এসে উন্নাদের আইডিয়া দিতে পারেন... উদাহরণ স্বরূপ...ডাঃ রোমেন রায়হান, ডাঃ মিজানুর রহমান কঢ়োল, ডাঃ আব্দুল্লাহ শাহরীয়ার টুটুল... (যারা একসময় কর্মবিরতির ছারাই আইডিয়া দিতেন)



আমরা অনেকেই প্রায়শই চুয়িং গাম চিবাই এতে নাকি দাঁত পারিষ্কার হয় কানের ব্যায়াম হয়। আবার ‘চুয়িং গামের’ অনেক অন্য ব্যবহারও হতে পারে... তাই নিয়ে এই ফিচার...!
(তবে এই ফিচার কিন্তু স্বেক উন্মাদীয়)

শিক্ষামূলক ফিচার

চুয়িং গামের নানাবিধ ব্যবহার

কার্টুন- শিখা

সাইকেলের চাকা লিক? ‘চুয়িং গাম’ দিয়েই দিব্য সমাধান হতে পারে!



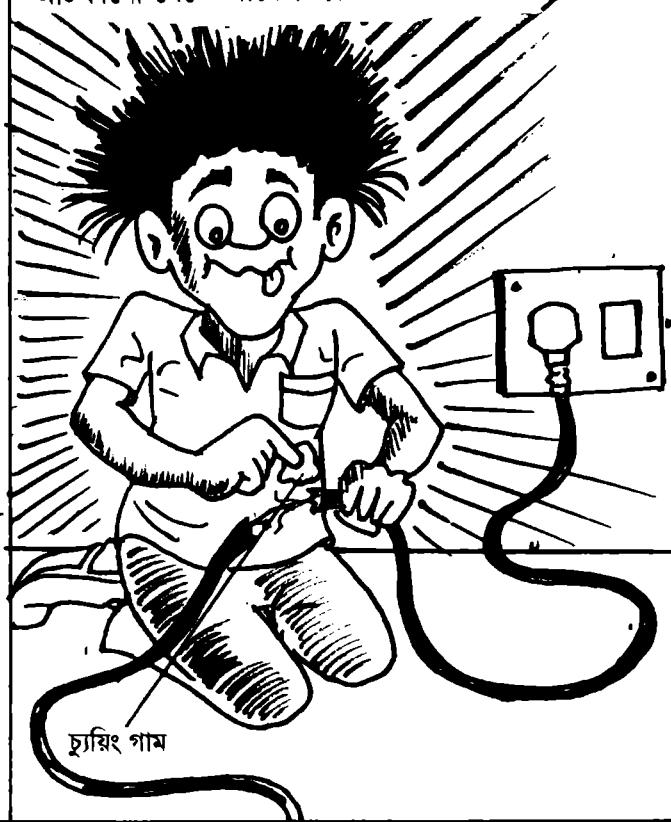
গ্রামে গঞ্জে টিনের চালের ফুটো বঙ্গ করতে ‘চুয়িং গাম’ দিয়ে কাজ সারা যেতে পারে।

চুয়িং গাম



ইলেক্ট্রিকের তারের লিক ‘চুয়িং গাম’ দিয়ে আটকানো যেতে পারে। ট্যাপের বিকল্প!

চুয়িং গাম



চশমার একটা কাঁচ বাঁর বার খুলে পড়ছে?
‘চ্যায়িং গাম’ হচ্ছে সলিউশন!



দরকারী কাগজ স্ট্যাপল করতে হবে কিন্তু স্ট্যাপলার
নেই। ‘চ্যায়িং গাম’ দিয়েই কাজ সুরা যেতে পারে...!

চ্যায়িং গাম



পানির ট্যাপ এর পাইপ লিক? ‘চ্যায়িং গাম’ দিয়েই
সমাধান হতে পারে !!



উন্নাদের পিন খুলে গিয়ে পাতা ডালগা হয়ে খুলে ন
যাচ্ছে? দুই পাশে ‘চ্যায়িং গাম’ দিয়েই দিব্যি...



সজল আশফাকের দু'টি ছড়ড়া...

সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা

চাঁদ উঠেছে, সেই খুশিতে রিং বাজছে ফোনের
বুঝতে পারি জানাচ্ছে সব ঈদের প্রীতি মনের।
শুভেচ্ছাতে টাইটমুর SMS -এর ব্যাগ
facebook-এও পাঞ্চ অনেক শুভেচ্ছারই Tag.
Reply আর Like, Comments-এ
রাত বেজে যায় বারোটা
তারপরও বাদ রয়ে গেছে
জানি কারো কারোটা।
ঈদটা বুঝি আটকে গেছে ডিজিটালের ফাঁদে
কোলাকুলির আনন্দ কই বুক কিংবা কাঁধে!
ঘরে বসে ঈদ খুঁজি সব ফেসবুক আর ফোনে
হচ্ছে না আর তেমন দেখা ভাই বন্ধু বোনে...!



ফেসবুক কালচার

ফেসবুকে আসক্তি দিন দিন বাড়ছে,
বাবা মা- তো বকে, বস্ অফিসেও বাড়ছে।
গোটা ছয় একাউন্ট, fake আছে ID,
age চেপে page খোলে, 'আহা মোর ভাইডি'।
বন্ধুর সংখ্যাও ছাড়িয়েছে হাজারে,
ছবি tag করাতেও খ্যাতি আছে বাজারে।
status আর like দেয়া নেশাকেও ছাড়ালো
অ্যালবামে ছবি আজ দু'হাজারে দাঁড়ালো।
প্রোফাইলে picture change দিনে দশবার,
ছবি আছে ঘুমানোর কমোডে বসবার।
chat করি একসাথে, ক্রেড থাকে বারোটা,
এলোমেলো হয়ে যায় Reply কারোটা।
ফার্মিলে খেলে পাই জমিদারি শান্তি,
ফেসবুকে সারারাত নেই কোন ক্লান্তি।
ফেসবুক ছাড়া এই অস্থির মনটা
fb-তে থাকি রোজ তিন চার ঘণ্টা।।।



ইলাস্ট্রেশন- মেহেদী হক

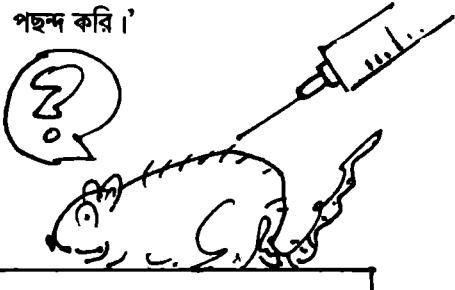
ঈদ স্পেশাল

পলিটিক্যাল জোকস্

● এক শহরে ইন্দুরের ভয়ানক উৎপাত। সবাই যখন এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য মরিয়া, তখন এক লোক সেখানে এসে উপস্থিত। দশ লাখ টাকার বদলে সব ইন্দুর যেরে ফেলবে জানালো। শহরের জনগণ রাজি হলো। তখন লোকটা তার বাক্স খুলে একটা গোলাপি ইন্দুর বের করলো। গোলাপি ইন্দুরটা শহরের সব ইন্দুরকে ঘর থেকে বের করে সঙ্গে নিয়ে নদীর তীরে গেল আর সেগুলোকে পানিতে ঝাপ দিতে বলল। তার কথামতো সব ইন্দুর নদীতে লাক্ষিয়ে পড়ে মারা গেল। এবার গোলাপি ইন্দুরটির মালিক তার দাবীকৃত দশ লাখ টাকা নিয়ে চলে যাবার সময়ই শহরের জনগণ তাকে জানালো, ‘ইয়ে মানে, আপনার কাছে কি কোনো গোলাপি রাজনীতিবিদ আছে?’

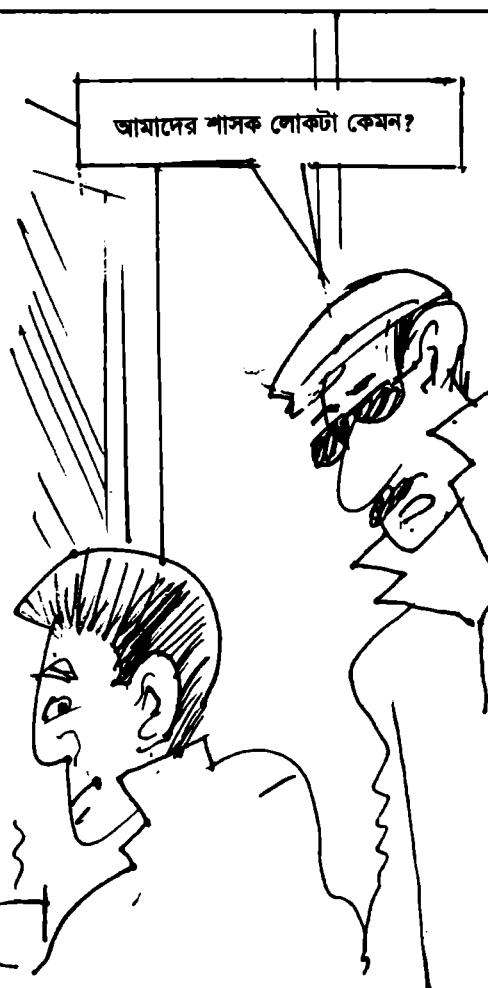
● এক অত্যাচারী শাসক একদিন ছদ্মবেশে বের হলো শহরে। সাধারণ লোকজন তার সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে সেটা জানাই তার উদ্দেশ্য। এক ব্রেটুরেটে ঢুকে এক বন্দেরকে জিজ্ঞেস করলো সে, ‘আচ্ছা, বলুন তো আমাদের শাসক লোকটা কেমন?’

বন্দেরটা গভীর হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে আশেপাশে তাকিয়ে ইশারায় জানালো বাইরে যেতে। বাইরে গিয়েও বলতে ভয় পাছে লোকটা। এবার ইশারায় একটা গাড়ি দেখিয়ে তাতে উঠল। দুজনকে নিয়ে গাড়ি গেল বহুদূরে এক জঙ্গলের পাশে। পাছে কেউ শনে ফেলে এই ভয়ে লোকটা গাড়ি থেকে নেমে গভীর জঙ্গলে ঢুকল। ছদ্মবেশ শাসকও তার সাথে সাথে গেল। অবশেষে লোকটা থেমে মুখ কাছে এনে ফিসফিস করে বললো, ‘আমি লোকটাকে পছন্দ করি।’



দুই গবেষক কথা বলছে-

- আচ্ছা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস, এঙ্গেলস আর লেনিনকে আমরা বিজ্ঞানী বলতে পারি?
- কখনোই না।
- কেন?
- কারণ বিজ্ঞানীরা তাদের ধারণার প্রথম প্রয়োগ করেন আগে গিনিপিগের উপর, মানুষের উপর নয়।



● মৃত্যুর পূর্বে স্ট্যালিন ক্রুচেভের কাছে দুটি এনডেলাপ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যাতে তিনি জরুরি অবস্থায় এনডেলাপ দুটি খোলেন।

ক্রুচেভের প্রথম ছয় বছর কাটলো অত্যন্ত নির্বাঙ্গাটে। যখন তিনি সমস্যা দেখলেন তখন প্রথম এনডেলাপটি খুললেন। এতে লেখা ছিল, 'বাস্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভুলজেটির জন্যে এখন তুমি আমাকে সমালোচনা করতে শুরু করো।' এই কৌশল সফল বলে প্রমাণিত হলো।

এরপরের পাঁচ বছর ক্রুচেভকে কোনো সমস্যা মোকাবিলা করতে হলো না। যখন সমস্যা দেখা দিল, তিনি দ্বিতীয় এনডেলাপটি খুললেন। এতে লেখা ছিল, 'এখন তোমার সময় এসেছে এ ধরনের দুটি এনডেলাপ প্রস্তুত করে অবসর নেয়ার।'

তুমি বড় হয়ে কি হবে?

● শিক্ষক ক্লাসে সবাইকে চার লাইনের একটা কবিতা দশবার লিখতে দিলেন। সবাই লিখল। একজন লিখল মাত্র তিনবার।

'মাত্র তিনবার লিখেছ যেঁ'

'দশ বারই লিখেছি স্যার। তিনবার লিখেছি কালো কালিতে, বাকি সাতবার অন্য কালিতে।'

'বড় হয়ে তুমি কি হবেঁ'

'স্যার রাজনীতিবিদ।'

'তাহলে ঠিক আছে।'



● এক দুর্ঘাগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুর পর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে পদ্মী তার খুব শুণগান করে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

মৃতের স্ত্রী বার্মীর প্রশংসা শুনতে-শুনতে এক পর্যায়ে পাশে বসা তার ছেলেকে বললেন, 'যা তো, একবার উঁকি মেরে দেখে আয় সত্যই ওটা তোর বাপের লাশ কি না।'

● একজন রাজনীতিবিদকে সমুদ্রে ডুবিয়ে হত্যা করলে কি শাস্তি হতে পারেঁ
সেক্ষেত্রে সমুদ্র আইনে শাস্তি হতে পারেঁ।

কি রকমঁ?

সমুদ্রের পানি দূর্বিত করে পরিবেশ দূষণের দায়ে বড় অঙ্কের জরিমানা দিতে হতে পারেঁ।

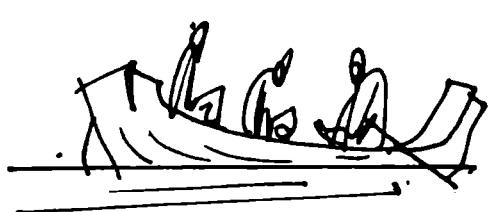


● রাশিয়ার আফগানিস্তান আগ্রাসনের সময়কার জোক-
আমেরিকা, রাশিয়া আর আফগানিস্তানের তিন যুবক নৌকা করে নদী পার
হচ্ছিল।

আমেরিকান যুবকটি তার গায়ের ফারকোটি নদীতে ফেলে দিয়ে বলল,
'এটা আমাদের দেশে available।'

রাশিয়ান যুবকটি তার ব্যাগ থেকে একটা ভদকার বোতল বের করে এক
চুম্বক দিয়ে নদীতে ফেলে দিয়ে বলল, 'এটা আমাদের দেশে available।'

আফগান যুবকটি তখন মাথার পাগড়ি খুলে রাশিয়ান যুবকটিকে বেঁধে
নদীতে ফেলে দিয়ে বলল, 'আমাদের দেশে এটাও available।'



একবারে না বলা ঠিক হবে না...



সেনাবাহিনীর ওপর কোনো কারণে এক রাজনৈতিক নেতার খুব ব্রাগ ছিল। একদিন এক সেনা সদস্যকে কাছে পেয়ে তাকে অপমান করার জন্য বলল, 'ওনেছি সেনাবাহিনীর জওয়ানরা বছরের পর বছর দেশের সীমান্তে কাটায়, কিন্তু তারপরও তাদের শ্রীরা সে সময় গর্ভবতী হয়। কথাটা কি ঠিক?' 'হ্যাঁ ঠিক।'

'এইসব রেডিমেড সন্তানদের নিয়ে আপনারা কী করেন?'

'ওদের আমরা রাজনীতিতে চুকিয়ে দেই!'

সারাজীবন নিবেদিতপ্রাণ এক রাজনীতিবিদ বিয়ে করেন নি। চিরকুমার। এক সাংবাদিক ইন্টারভিউ নিছেন-

'কিছু যদি মনে না করেন একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারিঃ'

'করুন।'

'আপনি তো চিরকুমার, কখনোই কি কাউকে চুমুও খান নিঃ'

'একেবারে না বলা ঠিক হবে না। একবার আর্মি কু হলে আমাকে ধরে নিয়ে গেল আর্মিরা, আর কখনো রাজনীতি করবো না বলে নাকে খত দেয়ালো, তখন একবার মেঝেতে ঠোঁট লেগে গিয়েছিল।'

●
দুই ভদ্রলোক কথা বলছেন-

'রাজনীতিবিদদের নরকে যাওয়া উচিত।'

'রাজনীতিবিদরা নরকে গেলে পৃথিবীতে আমাদের জন্য নরক বানাবে কে?'

●
হৈরাচারী এক শাসক নিজের ছবি দিয়ে একটা স্ট্যাম্প বের করার পর
একদিন খোজ নিতে গেলেন-

'কী, স্ট্যাম্পটা কেমন চলছে?'

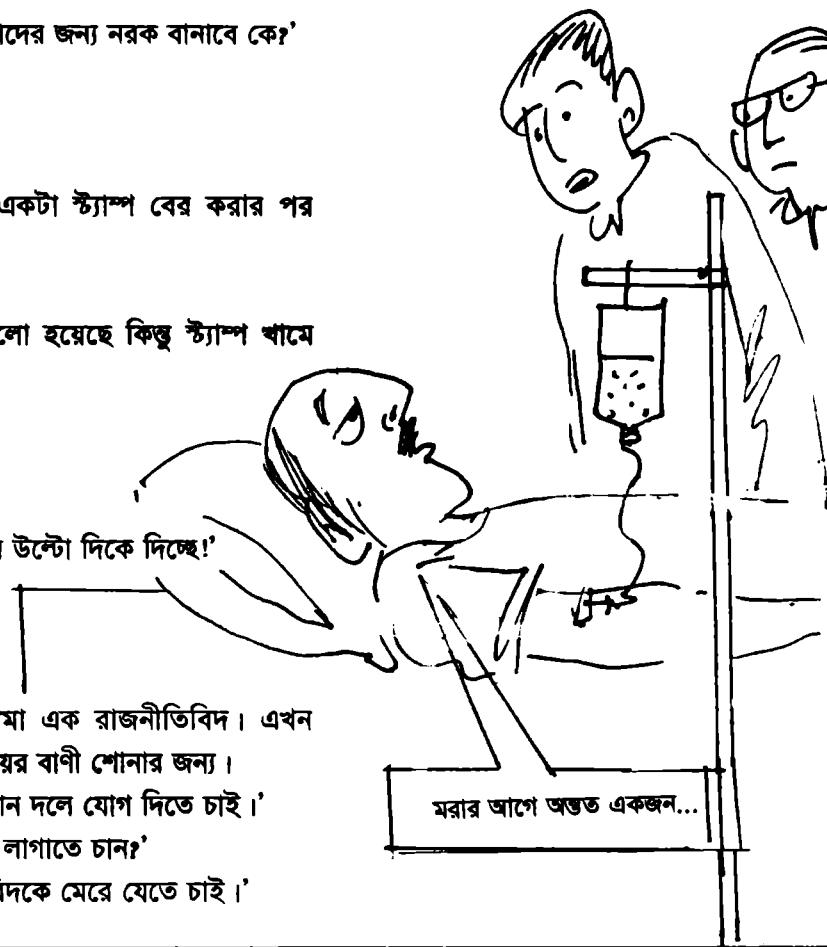
'স্ট্যাম্প তো চলছে না স্যার। সবকিছু ভালো হয়েছে কিন্তু স্ট্যাম্প খামে
লাগছে না।'

'নিচয়ই আঠায় ভেজাল।'

'না স্যার, আঠা এক নম্বর।'

'তাহলে সমস্যা কোথায়?'

'লোকজন স্ট্যাম্পে ধূতু আঠার দিকে না দিয়ে উল্টো দিকে দিলেই!'



আজীবন বাম রাজনীতি করেছেন খ্যাতনামা এক রাজনীতিবিদ। এখন
মৃত্যুশয্যায়। তত্ত্বার্থীরা ঘিরে আছে শেষ সময়ের বাণী শোনার জন্য।

রাজনীতিবিদ বললেন, 'মরার আগে আমি ডান দলে যোগ দিতে চাই।'

'কেন? এই শেষ বেলায় কেন কপালে কলঙ্ক লাগাতে চান?'

'মরার আগে অন্তত একজন ডান রাজনীতিবিদকে মেরে যেতে চাই।'

● সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনো ভেঙে টুকরো-টুকরো হয় নি। মক্কোর এক তরপ চিত্রপরিচালক ঠিক করলেন অ্যাডলফ হিটলারের জীবনী নিয়ে একটা ছবি তৈরি করবেন।

ব্যবর শুনে তাঁর এক বক্ষু বলল, 'তুমি কি পাগল হয়েছ?'

'কেন?'

'জান না ওই লোকটা আমাদের কৃত মানুষকে হত্যা করেছে, আমাদের কৃত ক্ষতি করেছে! আর তুমি কিনা চাইছ ওই অত্যাচারী লোকটাকে নিয়ে ছবি করতে!'

'তা হিটলার যদি অত বড় অন্যায় করে থাকে, তা হলে আমিও কি সামান্য একটা অন্যায় করতে পারি না!'



● পাশাপাশি দুটি রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চলার পর এক রাজ্যের রাজা সঙ্কি-প্রস্তাব পাঠালেন অন্য রাজ্যের রাজার কাছে। সঙ্কি-প্রস্তাব নিয়ে বললো হলো অঞ্চলবয়সী এক দৃত। সঙ্কি-প্রস্তাবিত রাজার হাতে দিতেই তিনি বললেন, 'তোমাদের দেশে কি পুরুষমানুষের এত অভাব যে, এমন একজনকে দৃত সাজিয়ে পাঠানো হয়েছে যার এখনো দাঢ়িই গজায় নি।'

দৃতটি বলল, 'আমাদের মহারাজ যদি জানতেন যে, দাঢ়িকেই আপনি পৌরুষের একমাত্র লক্ষণ বলে ভাবেন, তবে তিনি অবশ্যই আমাকে না পাঠিয়ে একটা প্রমাণ সাইজের রামছাগল পাঠাতেন।'

● একটু একটা সমাধিতে...
করা আছে-'এখানে সমাহিত আছেন একজন দেশপ্রেমিক এবং একজন সংরাজনীতিবিদ।'

লোকটি সেখাটা পড়ে ফিসফিস করে বলল, 'এতটুকু একটা সমাধিতে দুঁজনের স্থান হলো কীভাবে?'

● একজন সার্জন, একজন আর্কিটেক্ট এবং একজন রাজনীতিবিদ তর্ক করছেন-কার পেশা সবচেয়ে প্রাচীন এই বিষয়ে।

সার্জন বললেন, 'বিবি হাওয়াকে বাবা আদমের পাঁজরের হাড় থেকে তৈরি করা হয়েছে এবং সেটা একটা সার্জিক্যাল অপারেশন।'

আর্কিটেক্ট বললেন, 'হতে পারে। কিন্তু তার আগে বিশ্বাল অবস্থা থেকে একটা নির্ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, আর সেটা অবশ্যই একটা আর্কিটেকচারাল কাজ।'

রাজনীতিক বললেন, 'কিন্তু বিশ্বালাটা করল কারা?'

● 'বল তো, একজন রাজনীতিবিদ আর একজন ডাকাতের মধ্যে পার্থক্য কী?'
'পারছি না, তুই বল।'

'ডাকাত ডাকাতি করে জেলে যায় আর রাজনীতিবিদ জেল থেকে বের হয়ে এসে ডাকাতি শুরু করে।'



● এক অদ্বোকেক তার বিপরীত প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ভোটে দাঁড়ালেন।
অদ্বোকটি ভোটে হারার পর তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, 'আচ্ছা দাদা, আপনি
কত ভোট পেয়েছেন?

লোকটি উত্তর দিল, 'তিনশো এক।'

'তা আপনি তো জানতেন যে কিছুতেই ওমার বিপরীতে জিততে পারবেন
না, তাহলে দাঁড়ালেন কেন?'

লোকটি শাস্তি গলায় উত্তর দিলেন, 'আমি ভোটে জিতবার জন্য তো দাঁড়াই
নি, আমি শুধু দেখতে চেয়েছিলাম এই শহরে কত বোকা লোক আছে তার
একটা হিসাব!'

● 'বিশ্বাসঘাতক কাকে বলে স্যার?'

'জান না! আমাদের দল ছেড়ে যারা অন্য দলে যোগ দেয়, তারা
বিশ্বাসঘাতক।

'আর যারা অন্য দল ছেড়ে দিয়ে আমাদের দলে যোগ দেয়?'

'তারা দেশপ্রেমিক।'

আপনি কত ভোট পেয়েছেন?



আমার একটা চারিত্রিক
সার্টিফিকেট দরকার...

● এক লোক প্রতিদিন বারে যায় মদ খেতে। তবে খাওয়া শুরু করার আগে
সামনে দেশের কুখ্যাত এক রাজনীতিবিদের ছবি সামনে রেখে পেগের পর
পেগ খেতে থাকে।

তো একদিন বারের ওয়েটার কৌতৃহলী হয়ে জানতে চাইল, 'স্যার, প্রতিদিন
ঐ লোকটাৰ ছবি সামনে রেখে পান কৰেন কেন?'

'যখন ঐ বাজে লোকটাকে ফেরেন্টা মনে হতে থাকে তখনই বুঝে যাই
আমার নেশা হয়েছে, আর খাওয়া ঠিক না!'

● 'কমিশনার সাহেবে বাসায় আছেন?'

'কেন?'

'আমার একটা চারিত্রিক সার্টিফিকেট দরকার।'

'তিন মাস পরে আসুন। উনি নারীঘটিত একটা কেসে কেঁসে গিয়ে ছয়
মাসের জন্য ছেলে আছেন।'

● 'তোমার একটা ছেলে নাকি বখে গেছে?'

'(দীর্ঘস্থায়) ঠিকই শুনেছ।'

'তা করেছেটা কী? লুটপাট, চুরি, ছিনতাই?'

'তার চেয়েও খারাপ।'

'মানে?'

'রাজনীতিতে চুকেছে।'

ইলেকশনের সিজন-

'কী তোমার বাবা কোন আসনে দাঁড়ালেন এবার?'

'দাঁড়ান নি শুশানে শুয়ে পড়েছেন।'



● আপেল গাছের দুই আপেল কথা বলছে।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখ, কী অশাস্তি! মানুষগুলো পরস্পর ঝগড়া করছে। একে অপরকে ঠকাচ্ছে, মারছে, ঝুটপাট করছে। মনে হচ্ছে মানুষগুলো আর একসঙ্গে থাকতে চাইছে না। এই করতে করতেই একদিন ওরা শেষ হয়ে যাবে। তখন শুধু আমরাই থাকব, আর পৃথিবী শাসন করব।'

'আমাদের মধ্যে কারা? কাঁচারা না পাকারা?'

বৈরানেইতো মরছিরে ভাই...

● বেহেশ্ত আর দোজখের মাঝের দেয়ালটি প্রায়ই ভেঙে যায় নানা কারণে। দু'দলের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো দু'পক্ষই পর্যায়ক্রমে দেয়ালটি মেরামত করবে।

প্রথমবার বেহেশ্তবাসীরাই দেয়ালটি মেরামত করল। দ্বিতীয়বার ভাঙার পর দোজখবাসীরা দেখল যতদিন মেরামত না হবে ততদিনই বেহেশ্তের হাওয়া উপভোগ করা যাবে। তাই আজ নয় কাল বলে গড়িমসি শুরু করল।

একদিন বেহেশ্তের দৃত কড়া নির্দেশ নিয়ে এল, আজকের মধ্যেই এই দেয়াল মেরামত করে দিতে হবে।

দোজখবাসীরা বলল, 'আমাদের নেতার সাথে পরামর্শ করে নেই, তারপর/ মেরামত করব।'

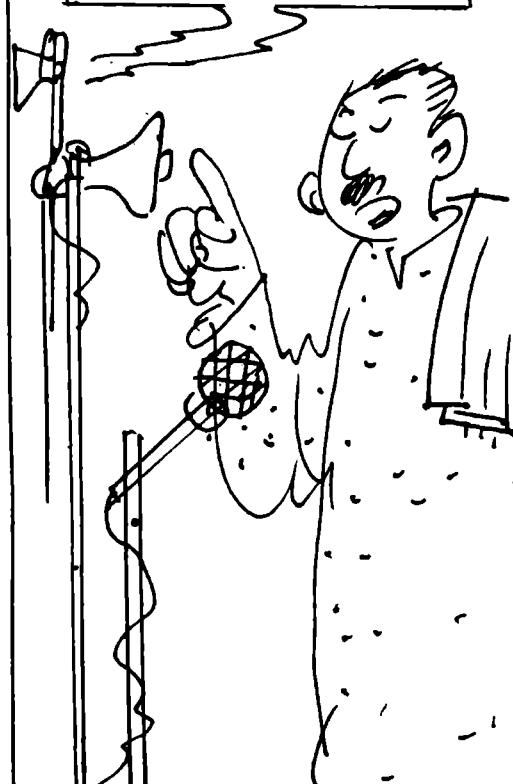
বেহেশ্তের দৃত বলল, 'ওখানটাতেই তো মরেছি ভাই, রাজনৈতিক নেতা তো আমাদের একটিও নেই।'

কখনো চোখ বুজে বক্তৃতা করবে না

● রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু : কখনোই চোখ বুজে বক্তৃতা করবে না।

শিষ্য : কেন?

রাজনৈতিক শুরু : চোখ খুললেই দেখবে সামনে একজন দর্শকও নেই।'



● হোয়াইট হাউসের একটা দরজা ভেঙে গেলে দরজা লাগানোর জন্য এক ঝুশ, এক জার্মান, আর এক বাঙালি শ্রমিককে আনা হলো। হোয়াইট হাউসের এক গার্ড ওদেরকে নিয়ে গেল দরজাটা দেখাতে। দরজা দেখিয়ে নতুন দরজা লাগাতে কে কত নেবে জানতে চাইল।

ঝুশ ছুতোর গজ-ফিতা দিয়ে ভাঙা দরজাটা মেপে হিসেব করে বলল, 'চ'শো ডলার লাগবে।'

জার্মান ছুতোরও গজ-ফিতা দিয়ে ভাঙা দরজাটা মেপে ঝোলা থেকে একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার বের করে টপাটপ বোতাম টিপে বলল, 'আটশো ডলার লাগবে।'

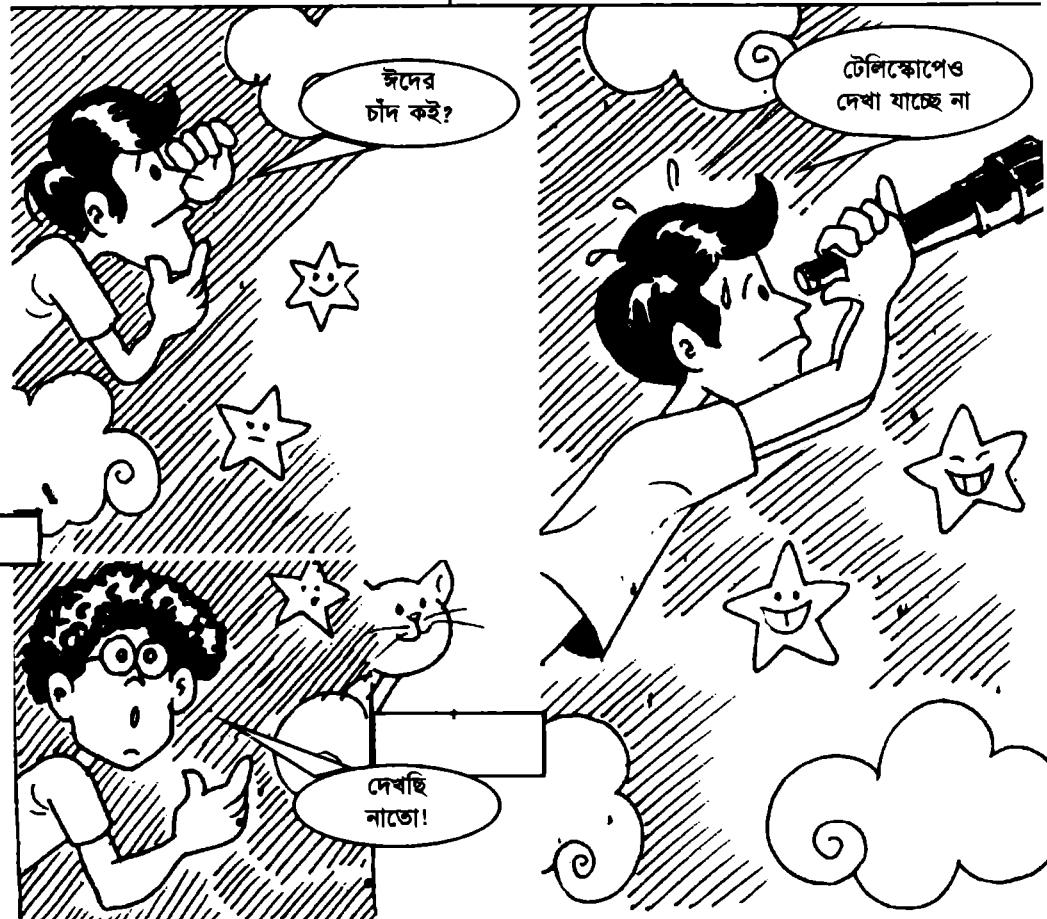
সবশেষে বাঙালি ছুতোর। সে কোনো মাপজোখ না করে একনজর দরজার দিকে তাকিয়েই বলল, 'ছ'বিশশো ডলার লাগবে?'

হোয়াইট হাউসের গার্ড অবাক হয়ে বলল, কোনো মাপজোখ না করেই এক লাফে এত টাকা চাইলে কীভাবে?'

বাঙালি ছুতোর মুচকি হেসে বলল, 'তুমি এক হাজার ডলার নেবে। আমি নেব এক হাজার, তারপর ওই ঝুশ ছুতোরটাকে কাজটা দিয়ে দেব।'

ঈদের চাঁদ
দেখতে গিয়ে
একদিন!

কার্টুন- শিখা



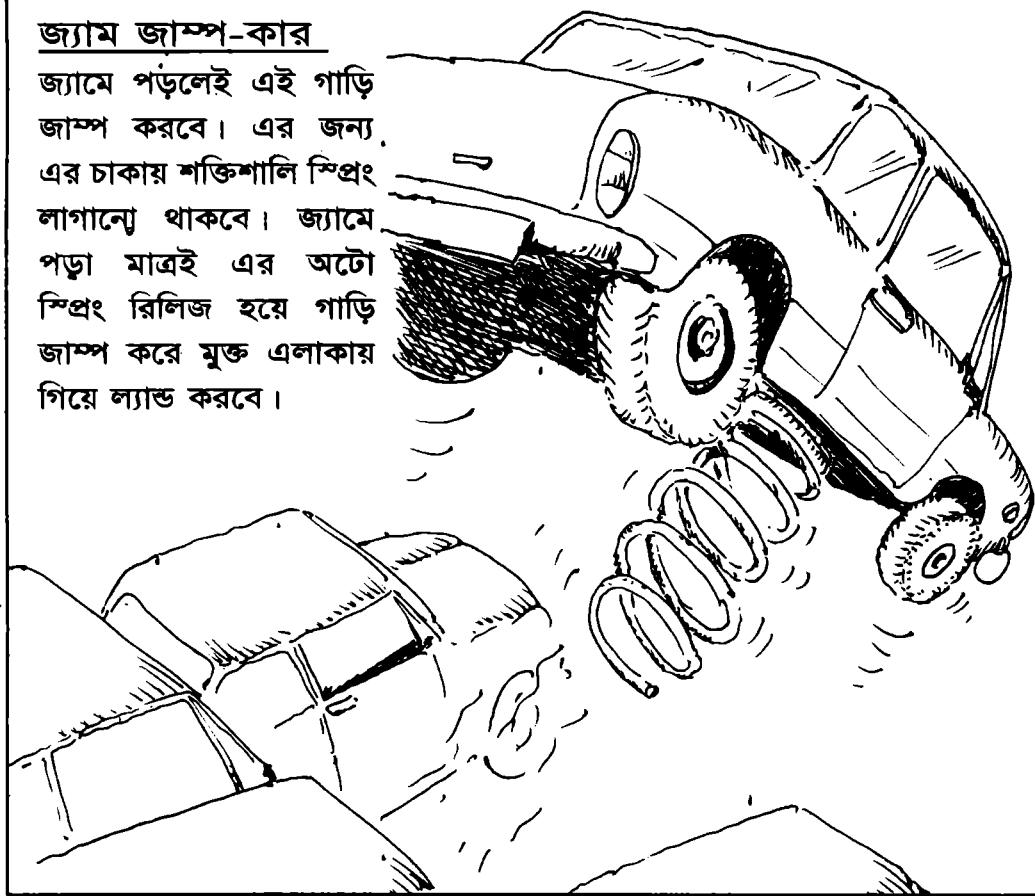
জ্যামের মূল কারণ গাড়ি। তাই উন্নাদ গবেষনা সেল বলু
গবেষনা করে বের করেছে কিছু জ্যাম ফ্রি গাড়ি মানে যে গাড়ি
ব্যবহার করলে আপনি জ্যামে পড়বেন না।' এ নিয়ে আমাদের
নিজস্ব কার ল্যাবে এখনো গবেষনা চলছে...চলবে..

জ্যাম ফ্রি গাড়ি জ্যাম ফ্রি গাড়ি

কাটুন- শাহরীয়ার শরীফ

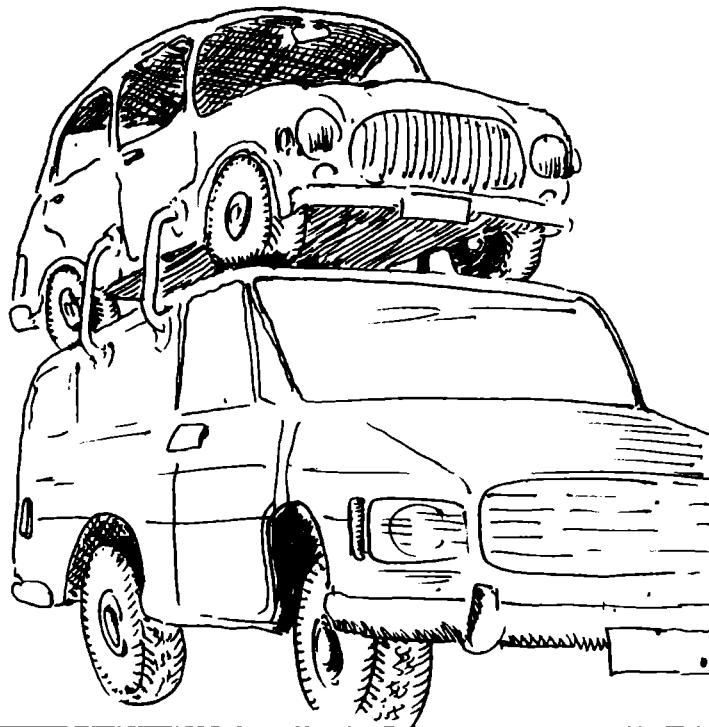
জ্যাম জাম্প-কার

জ্যামে পড়লেই এই গাড়ি
জাম্প করবে। এর জন্য,
এর চাকায় শক্তিশালি স্প্রিং
লাগান্তে থাকবে। জ্যামে
পড়া মাঝই এর অটো
স্প্রিং রিলিজ হয়ে গাড়ি
জাম্প করে মুক্ত এলাকায়
গিয়ে ল্যান্ড করবে।



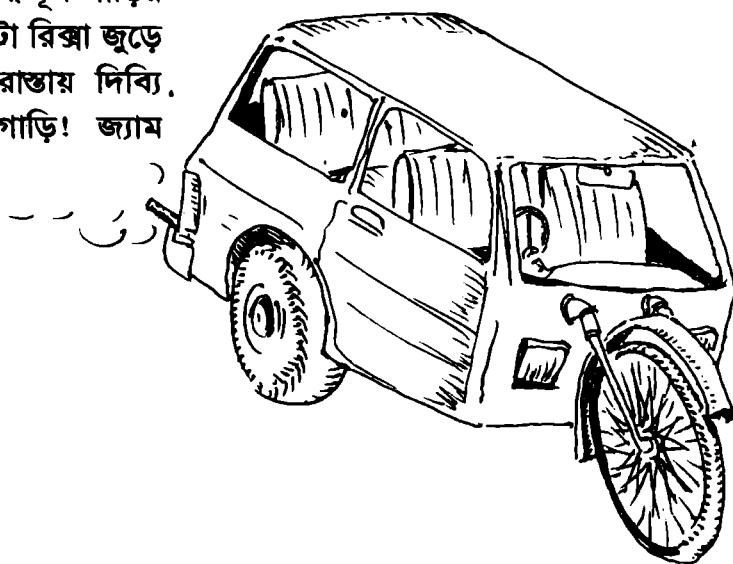
জয়েন্ট-কার

যাদের একাধিক গাড়ি
আছে তাদের বড় গাড়ির
উপর ছোট গাড়িটা আলাই
করে জয়েন্ট করে দিতে
হবে তাই এটা জয়েন্ট কার
হিসেবে বিবেচ্য। এতে
করে এক গাড়ির তেলে দুই
গাড়ি চলবে! এবং দুই
গাড়ির জায়গা এক গাড়ি
নিবে তাতে করে জ্যাম
কিছু কমবে!



অটো রিল্যান্স-কার

অটো রিল্যান্স গতির কারণে
ভয়ে এর ধারে কাছে কেউ
থাকে না, ফলে মূল গাড়ির
সাথে এই অটো রিল্যান্স জুড়ে
দিলে ফাকা রাস্তায় দিব্য,
চলবে এই গাড়ি! জ্যাম
ছারাই...।



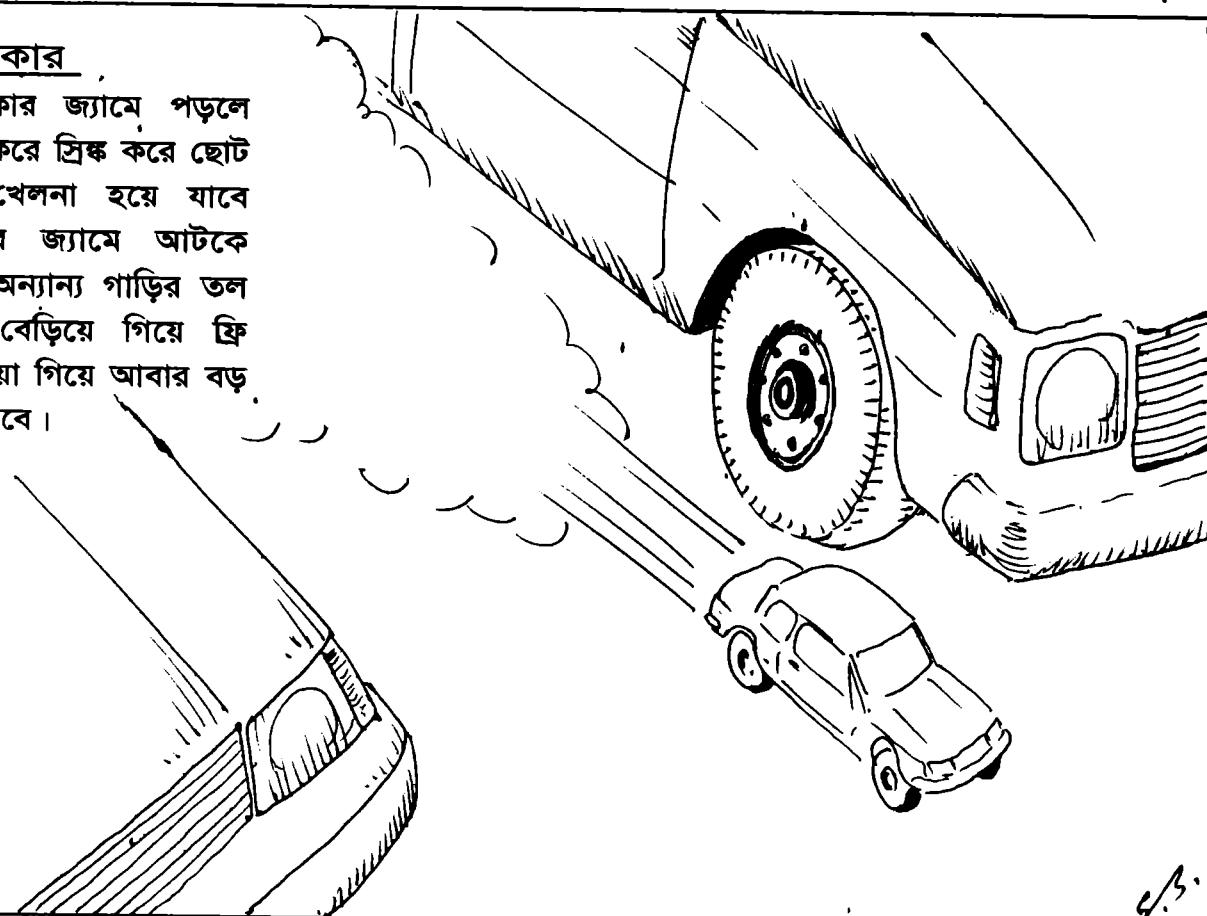
ক্রেন-কার

এই কারের উপরে একটা
মিনি ক্রেন থাকবে। জ্যামে
পড়লে সামনে গাড়িগুলো
ক্রেনের চুম্বক দিয়ে (ছবির
মত করে) সড়িয়ে সড়িয়ে
এগিয়ে যাবে।



স্রিঙ্ক-কার

এই কার জ্যামে পড়লে
হঠাতে করে স্রিঙ্ক করে ছোট
হয়ে খেলনা হয়ে যাবে
তারপর জ্যামে আটকে
থাকা অন্যান্য গাড়ির তল
দিয়ে বেড়িয়ে গিয়ে ফ্রি
জায়গায় গিয়ে আবার বড়
হয়ে যাবে।



‘আগে-এখন’ উন্নাদের সবচেয়ে চৰিত চৰ্বন ডাৰল
ফ্ৰেম ফিচাৰ! তাৱপৱত্তি সময়েৰ বিবৰণে এই ফিচাৰ বাব
বাব আসে নতুন আঙ্কিকে নতুনভাৱে...

আগে এখন

কাৰ্টুন- নাসিফ আহমেদ

আগে...

আগে পৰিচিত কাৱো সঙ্গে দেখা হলে বলতো...



এখন...

এখন পৰিচিত কাৱো সঙ্গে দেখা হলে বলে...



আগে ফলমূল খেয়ে শাশা ভাল কৰত...



এখন ফলমূল খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়...



আগে...

আগে বাঙালী ডাইল খেত...মানে বাঙালী ছিল ডাল-ভাত
যাজের চিরস্তন সেই ধোশত বাঙালী...



এখন...

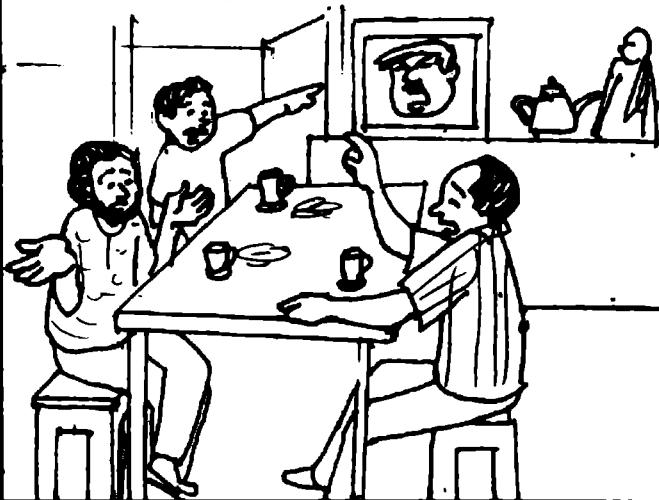
এখনো বাঙালী ডাইল থায়... কিন্তু সাথে গাইলও থায়!



আগে রাজনীতিবিদগাই রাজনীতি করত...



এখন রাজনীতিবিদ ছারা বাকি সবাই রাজনীতি করে...



আগে মুষ বলতে ছিল ক্রেতের লাউটা মূলাটা...

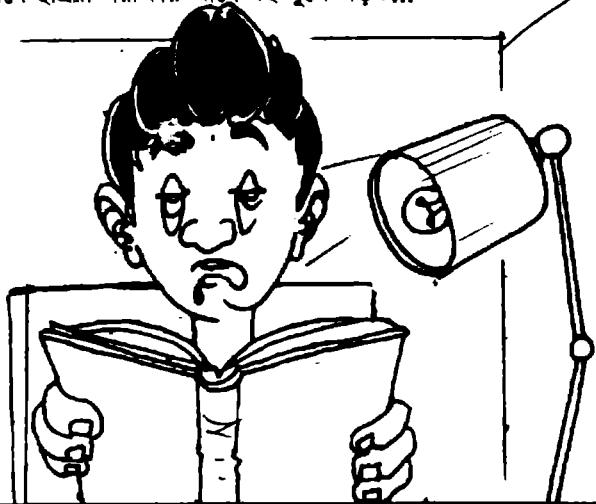


এখন লাউ-মূলা মুষ দিলে মুষ খেতে হয়...



আগে...

আগে ছাত্রো পরীক্ষার আগে বই খুলে পড়ত...



এখন...

এখন ফেসবুক খুলে (আউট হওয়া প্রশ্ন) দেখে...



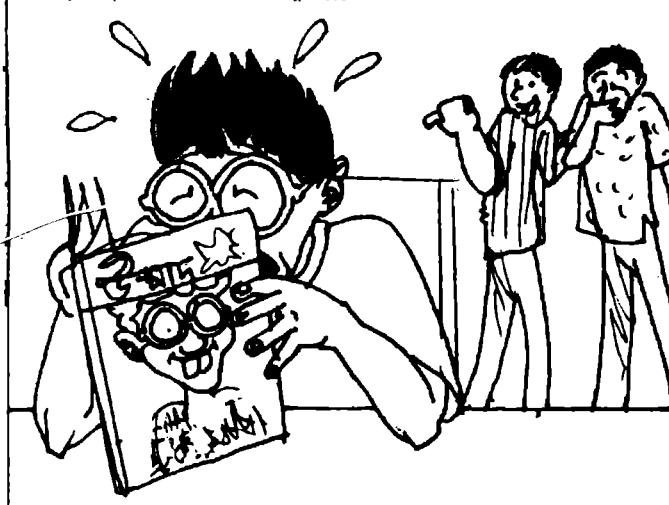
আগে জাল দিয়ে মাছ ধরত...



এখন নেটে মাছ কেন সব কিছুই ধরে...



আগে ছিল মাত্র একজন উন্নাদ...



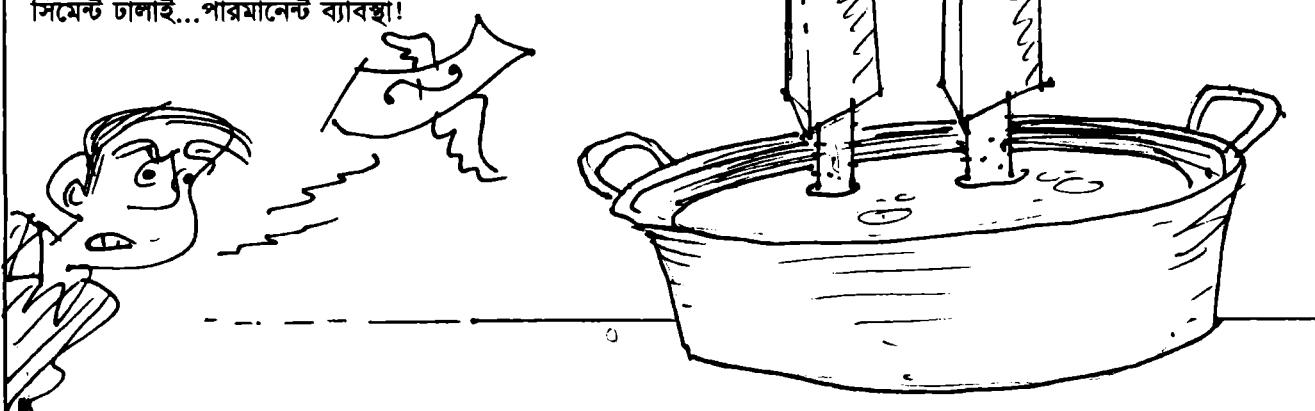
এখন সবাই উন্নাদ...



ঈদের শেলামীর হাত থেকে বাচাই কিছু কুট কৌশল!

কুট কৌশল- ১

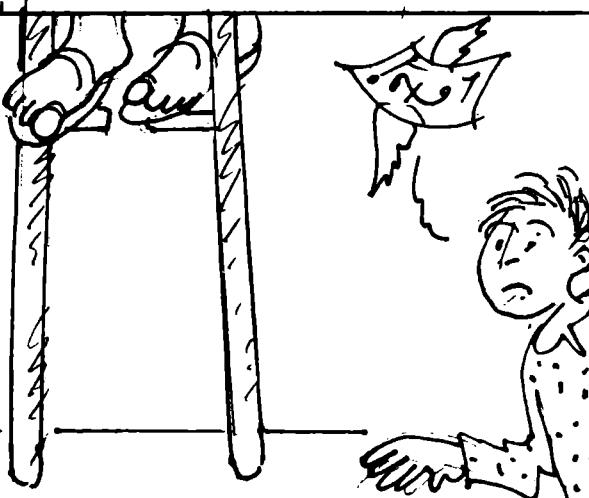
ইতালীর মাফিয়া স্টাইল হতে পারে। ঈদের আগের রাতে
সিমেন্ট ঢালাই... পারমানেট ব্যাবহা!



কুট কৌশল- ২

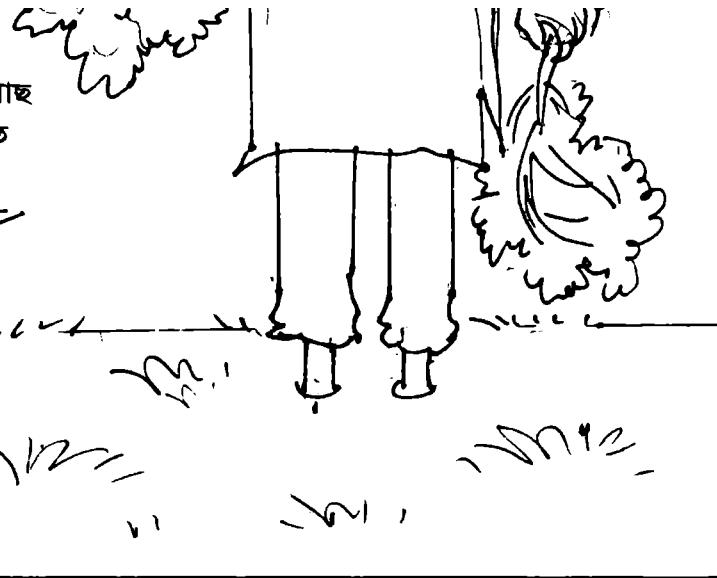
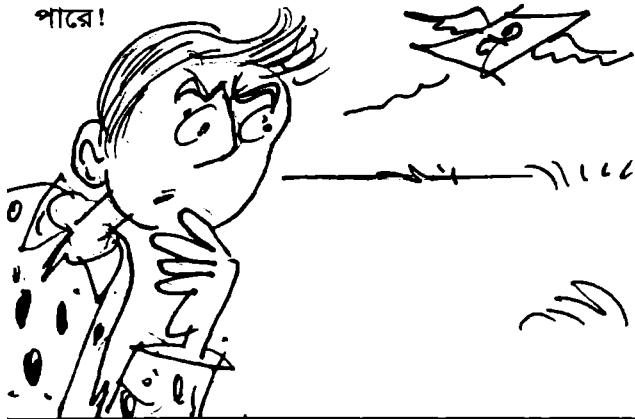
হতে পারে দেশীয় রণ-পা স্টাইল। ঈদের আগের রাতে
সংগ্রহ করতে হবে... তারপর ঈদের সারাদিন... ওটা দিয়েই হাঁটা-চলা!

1/67- ↗



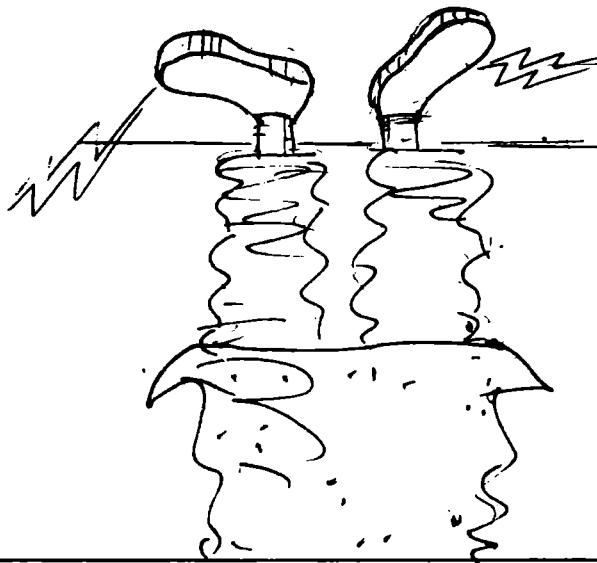
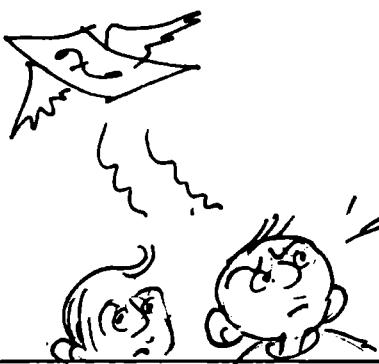
কুট কৌশল- ৩

বাড়ির পিছনের বাগানে গোড়ালি পর্যন্ত গেছে গাছ
হয়ে যান। হাতে দুএকটা গাছের ডালও থাকতে
পারে!



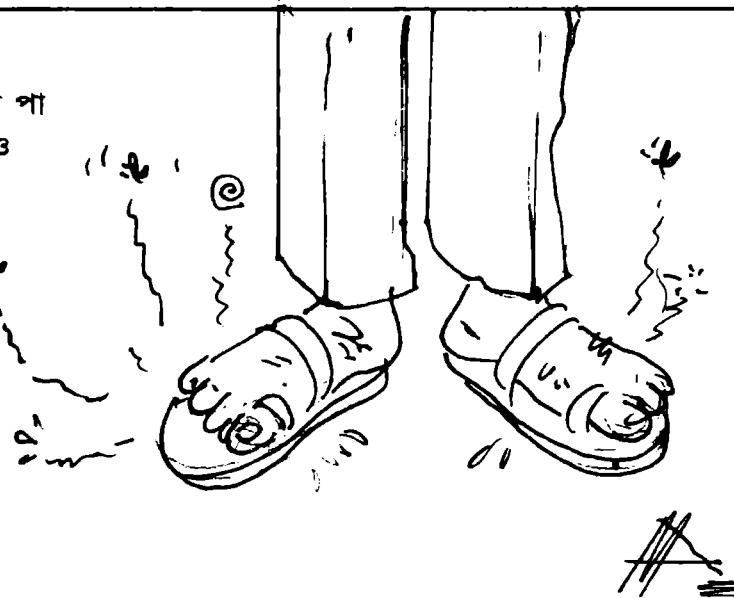
কুট কৌশল- ৪

পায়ে চুম্বক সু পরে ছাদে অবস্থান নিন।
সিলিংয়ের আড়ালে সোহার থিডে চুম্বক ধরে
থাকবে।



কুট কৌশল- ৫

ঈদের আগের রাতে উন্নাদ অফিসের পাপোষে পা
মুছে বাসায় গেলেই হবে। দুর্গক্ষে ধারে কাছেও
কেউ ভিড়বে না।

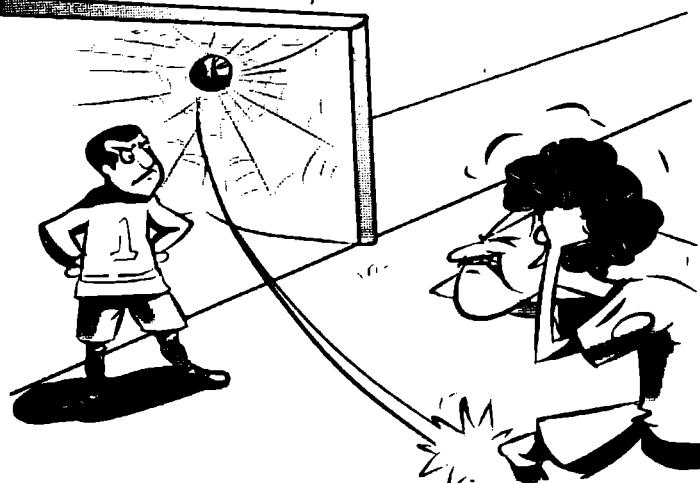


ই তি হা সে র পা তা খে কে...

ফুটবল ফান ফুটবল ফান

কার্টুন- রাজীব

ব্রাজিলের পিনেইরো এক মৌসুমে গোল করেন দশটি। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে সব গুলোই আত্মঘাতি গোল। পরের মৌসুমে তাকে নামানো হল স্ট্রাইকার হিসেবে। নেমেই তিনি গোল করে বসেন। কিন্তু এবারও আত্মঘাতি গোল। ক'দিন পর ই ছিল তার প'চিশতম জন্মদিন। জন্মদিনে তার প্লেয়ার বস্তুরা তাকে একটি কম্পাস উপহার দিল। আর সাথে বেশ বড় একটি কেক। কেকের উপর ক্রিম দিয়ে লেখা... ‘মনে রেখ বিপক্ষ দল এর গোল পোষ্ট কিন্তু অপর ছান্টে!’



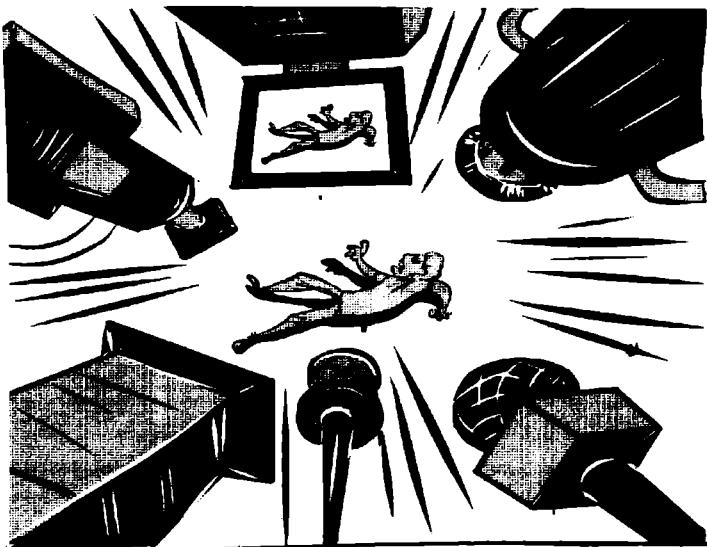
হাঙ্গেরির বিখ্যাত ফুটবলার পুসকার অসাধারণ ড্রিবলিং এর জন্য পৃথিবী বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে তার সব জানু যানু ছিল বা পায়ে। ডান পায়ে তিনি কিছুই করতে পারতেন না। তো একবার এক ত্যাড়া সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করে বসে- ‘তাহলে আপনার ডান পায়ের কাজটা কি?’ সঙ্গে সঙ্গে পুসকাসের উত্তর ‘যাতে আমি দাঢ়িয়ে থাকতে পারি ...এই কাজে লাগে!’



জার্মানির বিখ্যাত রেফারি রুডলফ ক্রিটলিন ছিলেন খুবই
সিরিয়াস টাইপের একজন রেফারী! তিনি সব সময় মাঠে
নামতেন একটা মাপ-জোক করার লম্বা ফিতে নিয়ে। বাঁশিতো
থাকতোই মুখে। তিনি মাঠে নেমেই প্রথম যে কাজটা করতেন
সেটা হচ্ছে... নেমেই মাঠের দুপাশের দুই গোল পোস্টের দৈর্ঘ্য
প্রস্থ উচ্চতা আগে মেপে নিতেন। তবে বলতেই বাহুল্য
অনেকেই জানতেন না তিনি রেফারী জীবন শুরু করার আগে
জীবন শুরু করেছিলেন একজন দর্জি হিসেবে।



ফুটবল খেলায় প্রেয়ারই যে সব সময় স্টার হয়ে উঠেন তা
কিন্তু ঠিক নয় কখনো কখনো দর্শকরাও স্টার হয়ে যান। কোন
এক বিশ্বকাপে রাবার্তে পাওলিনি নামে ইতালির এক দর্শকও
প্রেয়ারদের মতই সেলিব্রেটি হয়ে উঠেছিলেন। ঘটনাটা শোনা
যাক। প্রিয় দলের গোল করার উদ্দেশ্যনায় তিনি এমন এক
লাফ দিয়েছিলেন যে স্টেডিয়ামের উপর থেকে একদম নিচে
পড়ে দুই পাই ভেঙে যায় তার। তখন খেলা বাদ দিয়ে তাকে
নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। মৃহূর্তে সব ক্যামেরা ঘুরে গেল
তার দিকে। দ্রুত, তাকে এ্যামবুলেন্স করে নেওয়া হল
হাসপাতালে। জরুরী ভিত্তিতে অপারেশন হবে। এনেন্ট্রেটে
চলে এল অজ্ঞান করার জন্য। তবে তাকে অজ্ঞান করতে হল
না তখনই খবর এল তার দল একটা গোল খেয়েছে... শুনেই
তিনি এনেছেটিস্ট ছারাই সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।



ব্রাজিলের আরেক বিখ্যাত রেফারি এউজেনিও দা সিলভারের
খুব প্রিয় একটা ময়না পাখি ছিল। তিনি রেফারিং করতে গেলে
পাখিটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। একদিন তিনি একটা খেলা
পরিচালনা করতে গেলে ময়নাটিও খাচা থেকে বেড়িয়ে মাঠে
চলে আসে যা তিনি বুঝতে পারেন নি। খেলা শুরুর পর সেটা
তার সঙ্গে সঙ্গে উড়তে উড়তে উল্টাপাটা শীর দিতে থাকে।
প্রেয়াররা রেফারির বাঁশির ফু মনে করে খেলা পড় হওয়ার
উপক্রম হয়। বিরক্ত রেফারি এউজেনিও দা সিলভার তার প্রিয়
ময়নাকে শান্তি হিসেবে খাওয়া দাওয়া এক খেলা বন্ধ রাখেন
বলে শোনা যায়!



তুমি-আমি পদ্য !

লেখা-ফয়সাল সোহান

■
একটা পলক দেখেই তাকে
যাচ্ছে না যে ভোলা
পাশের বাড়ির জানালা থাক
সকাল-বিকেল খোলা!
আসবে কখন প্রিয়া সেখান
সময়টাতো জানা
ঐ জানালার পর্দাটা থাক
একপাশেতে টানা ।



■
সব ব্যাপারেই সজাগ তুমি
শুনতে যে পাও সব
এক ব্যাপারেই 'বয়রা' ভীষণ
'মনের কলরব'!
পারতে যদি শুনতে
এই কাঁধেতেই মাথা শুঁজে
রাত্রিতারা শুনতে।

■
বুদ্ধিবিদ ঐ আত্মীয় সব
তোমার কানে ভরতো যে রব
কই আজ তারা? নেই তো!
আমিই আছি, এই তো!
কি লাভ খানিক দুরে যাওয়ায়
ঘাঢ় ঘূড়িয়ে পেছন চাওয়ায়?
আসলে ফিরে সেইতো!
ছিলাম আমি, এইতো!

■
যাচ্ছা হয়ে দিনে দিনে
বেদের মেয়ে জোছনা
দিচ্ছা ফাঁকি অনুভূতি
ডাকও মনের বোঝো না!
তাই নিজেকে বড় লাগে
কাথন ইলিয়াস
মুখ টিপে হেসো নাকো
আই এম সিরিয়াস!

■
আমার থেকে রইবে দূরে
থাকো!
মোবাইলটাও অফ রেখেছো
রাখো!
ভাবলে আমায় রাগবে আবার
রাগো!
রাত্রিজুড়ে কেন গো তবে
জাগো?

■
'ভালোবাসা' বললে বোবে
চার দেয়ালের বাড়ি
প্রেমের কথা এতেই খতম
এইখানেতেই 'দাঢ়ি'!
এরপরেও অনেক কথাই
এই বুকেতে জমা
দাঢ়ি, কমার বাঁধ মানে না
হৃদয় প্রিয়তমা!

■
চূষক আমার এই কলিজার
তোমার প্রতি টান
গভীর কতো জানে তোমার
হলের দারোয়ান!
তার কাছেতেই নাও যে জেনে
এবার পেতে কান
সাক্ষ্য দেবেন প্রমান সমেত
বৃন্দ চাচাজান।

■
চুপচি থেকেই
চোখ চোখেতেই
সকল কথা বোঝা
লোক সমাগম
ভিড়ের মাঝেই
একটু আড়াল খৌঁজা!
কখন এমন লাগে?
তোমার আগমনের বাদে
বিদায় নেবার আগে!

■
থাকবে না হয় হাতটা 'তাহার'
অন্য কারোর হাতে
কি আসে যায় তাতে?
যোর নিশিতে হৃদয় কাঁপন
দুরত্বেই কেউ যে আপন
স্মৃতিই গাঢ়, সুক
ওটাই আসল, মুখ্য!

■
আজকে, না থাক, কালকে বলি
এমন করেই দেরি
কেমন করে মাসগুলো পার
পেলাম না তো টেরই!
মুখ ছিলো চুপ, চোখ তো ছিলো
ঐখানেতেই খুঁজলে না,
নাক বরাবর চশমা তোমার
এইটুকুনই বুঝলে না!



উন্নাদ কার্য্যালয়ে একদিন

(ঈদ সংখ্যা প্রস্তুতি লগ্নে...)

ক্যারিকেচার- মেহেদী হক

বস আমার কমিকসতো
রেডি ছাপবেন না?

আহসান ভাই কাটুন
আনতে পারি
নাই গোল্ড ফিস নিয়ে
আসছি...

বস ডাইল পুরি খান...(অনিক ভাইয়ের সাথে
স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্য খাচ্ছিলাম বাইচা গেছে)

চা চাইল ক্যাভা?

আরে গত বছরের ঈদ সংখ্যাটা
কাট পেস্ট করে দাও...কেউ
বুঝবে না, উন্নাদ পড়ে কেউ?

এবার কার উপর রাগ
করব বুঝতে পারছি না।

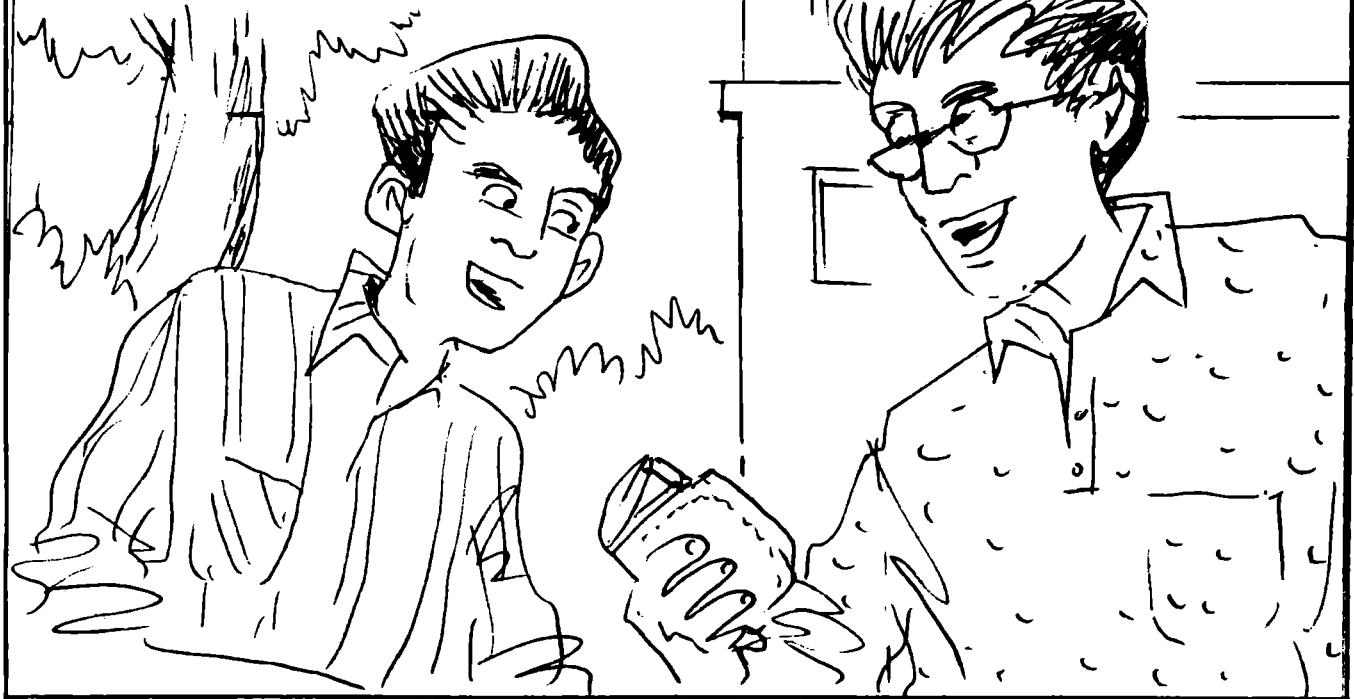
এত আইড্যা নিয়ে আসলাম কেউ
শনতেই চাচ্ছে না। আইড্যাপিট পদ থেকে
রিজাইন দিব আজই...

প্রতিবারই যা হয় উন্নাদ অফিসে কাগজ নাই
প্রেটেই আকি বরং... ক্ষ্যান করে নিবে... পরে...

আমি কে বলেনতো...??



মানিব্যাগের টাকা দর্শন সাজ্জাদ কবীর



টাকা দর্শন সব মানিব্যাগের কি হয়? এমনও তো মানিব্যাগ আছে যেটা কারখানায় প্রস্তুত হয়েছে, দোকানে এসেছে, কিন্তু কেন খরিদ্দার সেটা ক্রয় করেনি। সেগুলোর তাকে থাকতে থাকতে এক সময় সেটার রঙ, বেরঙ হয়ে যায়। ডিজাইন হয়ে যায় পুরানো। তারপর সেটাকে একদিন খাস্তা মাসের সাথে ফেরিওয়ালার কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়। তার কপালে আর টাকা দর্শন হয় না।

যদিও সৌমের ব্যাগটার টাকা দর্শন হয়ে ছিল। প্রথম কিছুদিন কেবলই খুচরো পয়সা জুটলেও শেষে তার টাকা দর্শন হয়ে যায়। হোক না সে অল্প টাকার নোট। সৌম আমাকে তার ঐতিহ্যবাহী মানিব্যাগের বর্ণনা হঠাতে করে কেন দিল বুঝতে পেরেছি। আমি তার ব্যাগ দেখে নাক সিটকে বলেছিলাম- ‘কোন আমলের এটা?’

একটু আহত হলো মনে হয়। তারপর বলে ‘এটার ইতিহাস আছে।’ একটু চুপ থেকে বলে ‘চল।’

আমিও তার পিছু পিছু ছুটতে থাকি। ছোটাই বলবো, তার বগের মত সবুজ পা ফেলাকে আর কি বলা যায়!

‘মানিব্যাগটা আমি এক রকম কুড়িয়েই পেয়েছিলাম।’ কথাটা

বলে একটু দম নেয় সৌম। এই না যে সে অনেক কথা বলেছে। আসলে হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে কথাটা বলা তো তাই। আমি তার সাথে তাল মেলাতে মেলাতে বলি ‘পেলে কোথায়? রাস্তায়? না পার্কে?’

সৌম আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড় কিন্তু কী করে যেন তার সাথে সম্পর্ক হয়ে গেছে। সামান্য একটু দূরত্ব থকালেও এক ধরণের বন্ধুই বলা চলে তাকে।

আমার কথা শনে সে একটু ধমকায়। তবে হাঁটা থামায় না। আমার দিকে একটু তেরচা চোখে তাকিয়ে একই গতিতে হাঁটতে হাঁটতে বলে, ‘আরে না সেরকম কুড়ানো না।’

‘মানে এই বললে কুড়িয়ে পেয়েছে। আবার বলছো- না, মানে কি এসব কথারা?’

‘সে বলতে গেলে তো এক বিশাল কাহিনি।’

আমি দাঁড়িয়ে পড়ি, ‘আরে বলো কি, বিশাল কাহিনি তুমি এবুকম জগিং করতে করতে শোনাবে নাকি?’

‘জগিং কোথায়! এতো হাঁটা।’

‘ঐ হলো, কিন্তু কাহিনি বলতে হলে তোমাকে থামতে হবে।’

‘আরে বাবা হাঁটছি কি আর এমনি। একটা চায়ের দোকান

খুঁজছি, সেখানে বসেই তোমাকে ঘটনাটা বলতে পারতাম।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এর মধ্যে তো কত গুলো চায়ের দোকান গেল।'

'উহ, গুলো না, একটু নিরিবিলি দরকার। তা না হলে তুমি তনে মজা পাবে না।'

অবশ্যে একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল। চুক্তে পড়লাম দুজনেই। একটা কোন বেছে বসে পড়ি সামনা সামনি। ভাগিস গরম কাল না, তা না হলে এরকম মুপচি জায়গায় একেবারে সিঙ্গ হয়ে যেতে হতো। প্রথমে দোকানের কেউ আমাদের খেয়ালই করলো না। যদিও পুরো রেন্টেরেন্টে আমরা দুজন ছাড়া আর গোটি তিনেক লোক ছিল। সৌম এবার সুযোগ বুঝে গল্প শুরু করে দেয়, 'মানিব্যাগটা বোধ জয় কেউ আমাদের বাড়ির কাউকে গিফ্ট করেছিল। বিদেশ থেকে কেউ নিয়ে এসেছে এ কথা বলা যাচ্ছে না। এর ডিজাইন দেখে মনে হয় দেশেই বানানো। কিন্তু এত কাষণ্ডা কানুন ওয়ালা ব্যাগ আমাদের বাজারেও দেখি না। তার থেকে ধারণা হলো এমন কেউ এটা দিয়েছে যাঁর চামড়ার জিনিস তৈরির ব্যবসা আছে। উপহার দেয়ের জন্য স্পেশাল ভাবে তৈরি করিয়েছে। কিন্তু বাসায় আসার পর ওটা বেওয়ারিশ হয়ে যায়। এই সেলফের মাথায়, ঐ আলমারির তাকে এটাকে পড়ে থাকতে দেখা যেত। আধুনিক ডিজাইন না বলে কেউ ওটা বোধ হয় ব্যবহার করতে রাজি ছিল না। আমার একটু মিতব্যায়ী বলে খ্যাতি আছে। যদিও লোকজন বাড়িয়ে কিপ্টে বলে। তা বলুক আমি যথেষ্টচার একেবারেই পছন্দ করি না। যাই হোক বিনা পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে এমন জিনিস আমি ছেড়ে দেব এমন কথা চেনাশোনার মধ্যে কেউ শোনেনি।

অর্থাৎ সেই থেকে মানিব্যাগটা আমার হয়ে গেল। এদিকে মানিব্যাগ তো হলো, কিন্তু পরের উপায়! আগে তো মাথা ছিল না, মাথা ব্যাথাও ছিল না। টাকার ব্যাগ তো হলো কিন্তু টাকার ব্যবস্থা কী করে হবে? তখন আমাদের পকেটে এক আনা, দুই আনা উর্ধে আট আনা থাকতো। এখন এই পয়সার জন্য মানি ব্যাগের কোন দরকার থাকার কথা না। তবে আমাদের বয়েসের দুই এক জনের যে সেই সময়ই চার পাঁচ টাকা পকেটে থাকতো না তা বলা যাবে না। কিন্তু সে হাতে গোনা ছেলেদের সাথে আমাদের তো মেলে না। আট আনা পয়সা মানিব্যাগ থেকে বের করলে মানুষ একটু ট্যারা চোখে তাকায়। কেউ কেউ ঠাঁটের মীচে মুচকি হাসিও দেয়।

তারপর বেশ কিছুদিন গেছে। আমি তখন কলেজে পড়ি। কিন্তু তাতে যে আমার বার্ষিক বাজেট বুব একটা এদিক সেদিক হয়েছে তা না। সময় অনুযায়ী যে রকম হয় আর কি। আগের

আট আনার জায়গায় চার পাঁচ টাকা উর্ধে দশ টাকা। কিন্তু আমি তো সেই দশ টাকা দিয়ে অস্তত চারদিন চালিয়ে দিতাম। তো যাই হোক তিন চার টাকার জন্যও তো আর মানিব্যাগ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমার যেহেতু সেটা আগে থেকেই আছে আমি পকেটে নিয়েই সুরতাম। মানুষ এখনও আমার দুর্বল বাহুর মানিব্যাগের দিকে ঢোরা চোখে তাকায়। আর আমি তাবি এর একটা সমাধান করতেই হবে। সমাধান কী হতে পারে এ নিয়ে আমি বেশ চিন্তিত হিলাম। আর চিন্তা করতে করতে চলে পেলাম এক বহুর বাসায়। আমার চিন্তিত সুব দেখে বহু এক প্লাস পানি এলিয়ে দিতে দিতে বলে, 'সমস্যা কী?'

তার দিকে একটু তাকিয়ে চিন্তা করলাম কথাটা কী তাৰে বলা যাব বা আসো বলা যাব কিনা? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বহু বলে, 'আৱে কী হলো, বোৰা হয়ে পেলি নাকি?' 'আৱে না বোৰা হইনি।'

'তাহলে?'

'এমন এক সমস্যা বৈ, কী তাৰে বলা যাব তাই ভাৰহিলাম।'

'ভাৰিস পৰে আগে বল।'

'সমস্যা আমার মানিব্যাগ নিয়ে।'

প্রথমেই আমার বহু একটা ধূকা খেল। তারপর তাৰ কথায় আমি। আমার দিকে আৱ অবিশ্বাসের দিকে তাকাতে তাকাতে বলে, 'তোৱ আৰাব মানি ব্যাগ! আচৰ্ব বিবৰ।'

তাৰ তাৰ দেখে মনে হচ্ছে হেন সকল আচৰ্ব কিন্তু দেখছে। এবাবে ধূকা খেলাম আমি। তারপরও মনে সাহস এনে বললাম 'কেন আমার মানি ব্যাগ থাকতে নেই নাকি?'

'তা না হয় থাকলো।'

'তাহলে, সমস্যাটা কোথায়?'

'সমস্যা আলে হচ্ছে, মানিব্যাগ দিয়ে অস্তত তুই কী কৰবি বলতো?'

'কী কৰবো মানে, টাকা বাধবো!'

'তোৱ আৰাব টাকা।'

আমাকে মালতেই হলো যে আমার পকেটে যা থাকে তাৰ জন্য মানিব্যাগের কেন দরকার নেই। কিন্তু মানিব্যাগ বৰ্বল একটা জুটো পেছে, তখন একটা কিন্তু তো গতি কৰতেই হয়। বহু বুঝি দিল, 'এক কাজ কৰ, টাকার মাপে খবমের কাপড় কেটে ব্যাগে চুকিয়ে বাখ।'

'তাতে কী হবে।'

'উহ তুই যে পৰেট, তোকে খুলে না বললে বুবতে চাস না।'

'তাহলে খুলেই বল।'

'ওতে কৰে মানিব্যাগটাকে বেশ সীশালো মনে হবে। মানুষ তাৰে টাকায় ভর্তি।'

আমি তো মহা খুশি, এরকম একটা বৃক্ষি পেয়ে। তবে খুশি আমার শিশ্রীই ঘূচে পেল। সেদিন কলেজে চোকার আপে সিগারেটের সোকানে দাঢ়ালাম। একটা সিগারেট নিয়ে কারণ করে মানিব্যাগটা বের করে পরস্তা দিলাম। ঠিক সেই সময় হপন হাজির, সাথে তার বাক্সী। কলেজে ঘোর পর অনেকেই বাক্সী ছুটছে। আমিও চেষ্টা চালিয়ে যাই কিন্তু কাজ হচ্ছে না। ইপন কাছে এসে বলে ‘বাপরে তোর মানিব্যাগটা তো হেতি।’

আমি মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করলাম। মুচকি একটা হাসি দিয়ে সেটা পকেটে করলাম। তবে তার পকের কথায় বুকলাম ‘হেতি’ কথাটা উজ্জ্বল অর্থেই বলা হয়েছে। সে আমার সদ্য চোকানো ব্যাগটার দিকে ইঙ্গিত করে বলে, ‘সব কি বড় নোট, না হোট নোটে উটোর পেট সোটা করেছিস?’

এবাবে তার বাক্সী আইনিল কথা বলে, ‘বাই বল সৌম যদি উটাতে হোট নোটও ভরে তবুও আমাদের চা খাওয়াতে সমস্যা হওয়ার কথা না।’

এরকম একটা উর্ধেড়ো হঠাত আছড়ে পড়তে পারে আমি চিন্তাই করিনি। এমনকি আমাকে কিন্তু বলারও সুযোগ দিল না। আমার ভ্যাবাচ্যাক চেহারার উপরই হপন বলে, ‘সৌম কি তোমাকে বলেছে নাকি, তব অসুবিধা হবে? দে সৌম ঐ সামনের রেইন্টেই ওকে চা খাইয়ে দে ত?’

আমি কিন্তু বলার আপেই কোরবাপি হয়ে পেলাম। মনে মনে হপনকে একটা গাল দিলাম। কিন্তু একটা মেঝের সামনে তো নিজেকে নিজেই অপহান করা যায় না। তাই মুখে বললাম, ‘চল না, আইনিল চা থেতে চেরেছে এটা কোন ব্যাপার হলো।’ আসলে তো সেটা ব্যাপারই। আমার মানিব্যাগ আছে কিন্তু তাতে কোন মানি নেই। সিগারেট খাওয়ার পর তাতে আছে যাই হাট পরস্ত। যার পঁচিশ পরস্তা আমার বাস তাড়া, আর বাকিটা আমার বিকালের নাতা। রেইন্টেই চুকে হপনরা মোগলাই পরাটার অর্ডার দিয়ে দিল। আমি কি তাবে কি করবো ভাবছি। কোনমতই আমার মানিব্যাগের রহস্য ফাঁস করা যাবে না। মোগলাইয়ের পর যখন চা চলে তখন আমি আতে আতে উঠে ম্যানেজারের কাছে পেলাম। কাঁচমাচু হয়ে বললাম, ‘আমার একটু সমস্যা হয়েছে। মানে টাকা কেলে এসেছি।’

ম্যানেজার আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে পেয়ে, ‘তাইলে বিল দিবেন ক্যামডে?’

আমি ধাবড়ে পেলাম তার গলার আওয়াজ মনে, ‘আসলে সেটাই তো ভাবছি।’

‘তাবলে কাম হইবো না, মাল ছাড়েন।’

‘মাল তো নাই।’

‘নাই কইলে হইবো ক্যামডে?’

‘না দেখেন আমি তো আপনার এখানে অতিদিনই থাই, বিল নিয়ে কোন ঘাপলা করতে দেশেছেন।’

ম্যানেজার এবাবে একটু নরম হয়, ‘কল কী করতে চান?’

‘আমার হাত ঘড়িটা রেখে যাই টাক দিয়ে কেবল নিয়ে যাব।’

‘আজ্ঞ দেন দেহি ক্যামুন মাল।’

ঘড়িটা দেখে ম্যানেজার মোটাশুটি সমৃষ্টই হলো। আমি কিন্তু পিয়ে উদের সাথে চা শেষ করলাম। তারপর উদের বিদায় দিয়ে মনের দৃশ্যে হেঁটে বাসার দিকে রওনা দিলাম। অবশ্য হাঁটা ছাড়া গতি নাই। এমন করে অন্তত মাসখানেক হেঁটে যাতায়াত করে টাকা জমিয়ে ঘড়িটা ছাড়াতে হবে।

সেই থেকে আমার শিক্ষা হয়ে পেল। আমি মানিব্যাগ থেকে সব খবরের কাপড় কাটা বের করে কেললাম। ব্যাগটা আবার আপের মত পাতলা হয়ে যাব। অবশ্য তখন ওতে করটা শুচরো পরস্তা থাকতো। এখন তো যা হোক সোটা চার পাঁচ টাকা থাকে। তবে টাকা উলো আমি ব্যাগের বিভিন্ন পকেটে চোকানো থাকতো। পিছনের কোন একটা পকেটে দুই টাকা। আড়াআড়ি ভান পাশের একটা পকেট আছে তাতে এক টাকা। আড়াআড়ি বাম পাশেরটার আট আলা। একেবাবে সামনের হেঁটি ঢাকলা দেয়া পকেটে ত্রিশ পরস্তা। এরকম নানা পকেটে পরস্তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো। এতে সুবিধা হচ্ছে কেউ যদি বেমুক থরে বলে চা খাওয়াতে হবে তাহলে একটা কম পরস্তাৰ পকেট দেখিয়ে দিসেই হলো। চা খাওয়াৰ বালো তার সেখানেই থেমে যাবে।

তাতে অবশ্য কিন্তু উপকার হলেও বিপদও কম হিল না। একবাবে আমি কলেজে এসেছি রিক্সার। রিক্সায় আসতে হয়েছে বিশেষ কারণে। সামনে পরীক্ষা আমাদের প্রাইভেলি খাতা সই করাতে হবে। বাসা থেকে বোটানি, জুওলজি, পদাৰ্থবিজ্ঞান দুই পার্ট, আৱ ক্যামিন্টি দুই পার্ট। অনেকগুলো খাতা নিয়ে বাসে যাওয়া মূল্যক্ষিণ। রিক্সায় করে নিয়ে বেতে হবে আবার কিমিয়ে আনতেও রিক্সা। তাই বাসার বলে করে দশটা টাকা খাট করিয়েছি। কলেজে পৌছে তাড়া দেওয়াৰ অন্য মানিব্যাগটা বের করেছি। ব্যাগের পেটের তিভরে হাত দিয়ে দেখি টাকা নেই। অন্য একটা পকেট শুচলাম, নাহু হাদিশ নেই। এরপর একে একে মানিব্যাগের সব পকেটে চিরনি তলাপি চালালাম কিন্তু কোন লাভ হলো না। সব পকেট একেবাবে কুকু। রিক্সা ওয়ালা গামছা দিয়ে আম মুছতে মুছতে আড় চোখে আমার দিকে দেখছে। আমি হঠাত চোখে তার দিকে তাকাতেই সে চোখ কিরিয়ে অন্য দিকে তাকাব। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে পাওয়া যাব কিমা দেখিছি। এখন সময় সুবনকে দেখি এদিকেই আসছে। কাছে আসতেই

পাকড়াও কল্লাম। বললাম, ‘দেখ না কেমন হেসে পেছি।
রিঙ্গা ভাড়া দিতে পারছি না।’

‘রিঙ্গা ভাড়া দিতে পারছিস না তা রিঙ্গার আসলি কেন?’

‘আরে রিঙ্গা ভাড়া দিতে পারছি না মানে এই মুহূর্তে আমার
কাছে টাকা নেই।’

‘টাকা নেই এখন তখন বাসে আসলি না কেন?’

‘আরে (গাধাটা- মনে করে বললাম) আমার হাতে এত খাতা
বে রিঙ্গা হাড়া আসার উপরই হিল না।’

‘তা না হয় বুকলাম, তাহলে বাড়ি থেকে ভাড়া নিয়ে তারপর
বের হবি।’

‘ওরে বাবা তাই তো বের হচ্ছিলাম, কিন্তু বের হওয়ার মুখে
টাকাটা নিতে ভুলে পেলাম।’

‘ও এই কথা। তা আমি কী করবো?’

‘রিঙ্গা ভাড়াটা একটু দিয়ে দে, পরে তোকে দিয়ে দেব।’

‘ভাড়া কত?’

‘তিন টাকা।’

‘বলিস কি! তোর বাসা থেকে কলেজ পর্যন্ত ভাড়া তিন টাকা
হয় কি ভাবে?’

‘আরে তিন টার্কাই ভাড়া।’

‘ভুই বললেই হবে নাকি?’

‘আরে আমি বলিনি রিঙ্গা ওয়ালা বলেছে।’

‘রিঙ্গাওয়ালা বা চাবে তাই দিয়ে দিবি নাকি?’

মহা মুহূর্তে পড়া শেল। ভাড়ার টাকা আমার, কত দিলাম না
দিলাম তাতে তোর কি আসে যাই? কিন্তু সে কথা তো আর
কথা বাবু না, বিশেষ ঘেতে পাবে। বললাম, ‘যাই হোক তুল
হয়ে পেছে এখন ভুই টাকাটা দিয়ে দে।’

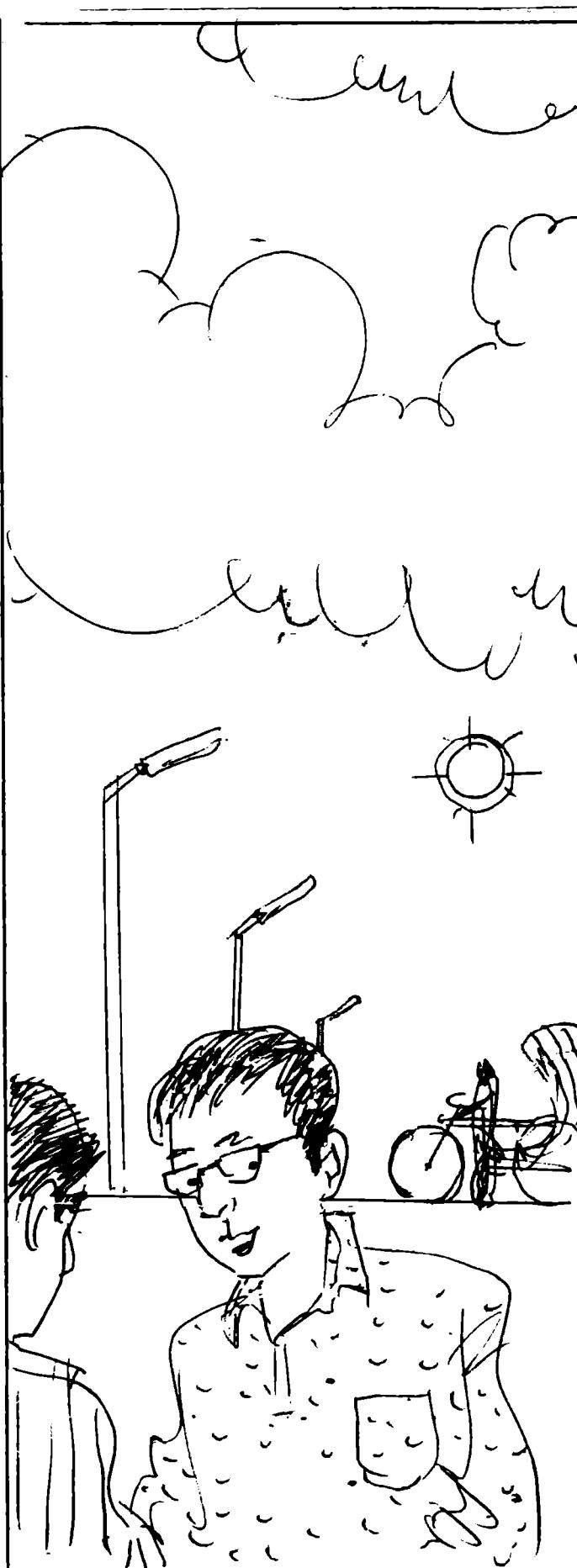
‘ভাহলেই হয়েছে।’

‘কেন, আমি কি তোর টাকা মেরে দেব নাকি?’

‘আরে সে অন্ধেই আসে না। আমার কাছে তো আছেই
বাবোআনা।’

গাধাটাকে কী বলতে হয়! তোর কাছে টাকা নেই তো এসব
বিরক্তিকর কথা বলার দরকার কী হিল। সে চলে ঘেতেই
এলাহুল হাজির। তাকে আবার সব কথা খুলে বললাম। সে
ভাড়াভাড়ি পকেট থেকে ডিনটে টাকা বের করা দিয়ে দিল।
আমি তাকে আধাস দিলাম পরের দিনই তার টাকাটা ফেরে
দেব। যাওয়ার সময় সে বললো- টাকাটা পকেটে রাখিস,
মানিব্যাপে রাখিস না, সেখা শেল কেবল দেওয়ার সময় খুজে
পাইস না। এ কথা থেকেই বোবা বাবে আমার মানিব্যাপটা
ইতোমধ্যে মোটামুটি কেমাস হয়ে উঠেছে।

মানিব্যাপের ক্যারিকেচার সেদিনের শত শেব হওয়ারই কথা,
কিন্তু হলো না। দুটো ক্লাস হওয়ার পর আমাদের আর কোন



ক্লাস ছিল না। একটু লাইব্রেরিতে চুকলাম একটা বইয়ের জন্য। সেটা নিতে গিয়ে ঢোকে পড়লো আরেকটা বইয়ের উপর। একটু বসলাম টেবিলে। বইটা উচ্চেস্টারে দেখে রেখে দিলাম। তারপর হঠাতে কি মনে হতে মানিব্যাগটা রেব করে এ খোপ ও খোপ ঝুঁজছিলাম। কি আন্তর্য ভিতরের দিকে একটা ছোট খোপে দেখি সেই দশ টাকার নোটটা। এদিক শুধু তাকিয়ে দেখলাম এনামূল আছে কিনা। এখন ওকে তো বলা যাবে না টাকা আছে। ভাললে আবার কী ভাবতে কী ভাববে। বরং এই ভাবেই বাসায় চলে যাব তারপর কাল এসে টাকাট কেবল দিলেই হলো।

লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে এলাম। বাসায় যাব বলে ভাবছি। হঠাতে দেখি মাঠের মাঝখান দিয়ে ছেঁটে যাচ্ছে কুমা। পাচালিয়ে তার সামনে দেলাম। আমাকে দেখে একটু মুচকি হাসি দিল। আমি সুযোগ বুবে কথা তক্ত করলাম, ‘কোথায় চললো?’ হাঁটতে হাঁটতে সে উভয় দেয়, ‘বাড়িতে যাব ভাবছি।’ এবারে সাহস করে বলেই ফেললাম, ‘আমি বাসায় যাব। তার আগে চল না একটু চা খাই।’ কি আন্তর্য যা কোনদিন ভাবিনি তাই হলো। কুমা রাজি হয়ে গেল।

প্রথম দেখা চায়ের সাথে তাই দুটো মোগলাই পরাটা অর্ডার দিলাম। খেতে খেতে বতটা পারা যাব তার উন্মান করে পেলাম। যা করতে হয় আরকি। সেও সেগুলো বেশ মন দিয়ে উল্লেখ। আমি মোটামুটি নিশ্চিত আমার একটা হিটে হয়ে গেল। তারপর দুজনেই উঠলাম। কাটারে বিল দেয়ার সময় মানিব্যাগটা বের করি। নিশ্চিত খোপে আঘুল ঢোকালাম দশ টাকার নোটটার জন্য। সেটা বের করে এসিয়ে দিতেই কাঁধের উপর হাত পড়লো কার ফেন। তাকিয়ে দেখি এনামূল। আমার দিকে কটমট করে ঢেরে বলে, ‘আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে তৃষ্ণি বাকবী নিয়ে রেটুর্নেক্টে খাবা তা তো হবে না।’ আমি তাকে বত বোকাতে যাই ততই সে কেপে যায়, ‘আমার সাথে বাটপানি করলি কেল আগে বলা।’

আমি তাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করতে গিয়ে বলি, ‘আসলে আমার ব্যাপের খোপ দেখিয়ে তৃষ্ণি আর যাকেই পাটাও আমাকে পারবে না।’

মহা মুশকিলে পড়া গেল। ভাঙ্গাতাঙ্গি তাকে তার তিন টাকা শোধ করে বললাম আগাতত তোর টাকাটা নে পয়ে কথা হবে। কারণ আমাদের কথার কাঁকে কুমা হনহন করে রেটুর্নেক্ট থেকে বের হয়ে গেছে। আমি তার পিছু ধাওয়া করলাম কিন্তু শাত হলো না। তার আগেই সে একটা রিকশার উঠে চলে গেল।

আমার প্রথম অজেট এভাবে কেল করলো। আমি পরদিন আবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতে কোন শাত হলো না। কুমা ঝুঁজতেই আমার সবকে এমন একটা ধারণা পেয়েছে যাতে আর কোন মতেই এগুনো বাসলি।

সৌম থামতেই আমি বলি, ‘এর পরও তুমি সেই মানিব্যাগ সাথে রেখেছ?’

সে বলে, ‘আরে কি বল, এটা আমার “শাকি” ব্যাগ।’

‘কেমন?’

‘আরে কুমার সাথে কাটাকাটি হওয়ার না এমন একটা বিয়ে করতে পেরেছি।’

‘কি রকম?’

‘বাইরে বের হয়ে কখনো শাকি কেলার বাসলা করলে এ খোপ ও খোপ দেখিয়ে বলি- দেখ কোন টাকা নেই, আগামী মাসে কিনে দেব। কোন খোপে টাকা আছে সেটা তো আমার জানা। সেটা বাদ দিয়ে সব উল্লেখ দেখাই।’

‘বাহু ভাবিকে একটা শাকি কিনে দিতে অসুবিধা কোথায়?’

‘অসুবিধা কিন্তু না, আগের সঙ্গাহেই একটা কিনেছে। খামাকা আবার কেলার দরকার কী? তা ছাড়া আমার ঐ টাকাটা বিশেষ কাজের জন্য রাখা।’

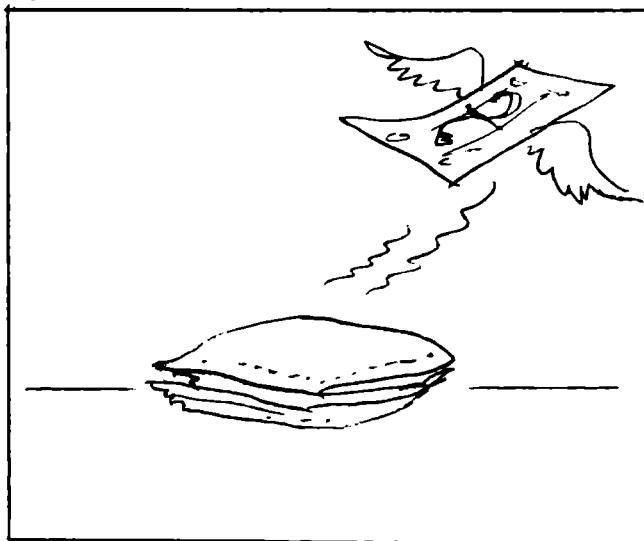
‘ভাললে ব্যাগটা তোমাকে বিশেষ মূহূর্তে বাঁচিয়েও দেয়।’

‘সেই জন্যই তো এটাকে কেলি না।’

এর মধ্যেই আমরা করেক দক্ষা চা খেয়ে ফেলেছি। বললাম, ‘চল উঠি।’

সেও উঠতে উঠতে বলে ‘পাঁচাও বিল আমি দেব।’

এরপর কাটারের কাছে গিয়ে সে এ খোপ ও খোপ হাতড়াতে থাকে। ঝুঁজতে ঝুঁজতে বিড়বিড় করে- কোথার বে রাখলাম। আমি একটু দেখে পকেট থেকে টাকা বের করে বিলটা দিয়ে দেই। তাকে হাত ধরে বাইরে এনে বলি তৃষ্ণি টাকা ঝুঁজতে ঝুঁজতে এবারে বাড়ি যাও।



টিভিতে দুই দর্শকের দুইরংকম প্রতিক্রিয়া কেন? কি দেখছে তারা...?

দেখছে বিখ্যাত সিরিয়াল 'গেম অফ থ্রনস' প্রথমজনের কোন প্রতিক্রিয়া
নাই কারণ বইটা তার পড়া। আর দ্বিতীয়জনের পড়া নেই...!!



দেখছে মজার একটা এ্যাড। প্রথমজন এ্যাডটা তৈরী করেছে।
দ্বিতীয়জন এই প্রথম এ্যাডটা দেখছে...



টিভিতে দুই দর্শকের দুইরকম প্রতিক্রিয়া কেন? কি দেখছে তারা...?

দেখছে সিরিয়াস ভূতের কোন ছবি দ্বিতীয়জন ভয়ে অস্থির!
প্রথমজন এর কোন প্রতিক্রিয়া নেই...সে নিজেই যেহেতু...!!?



দেখছে উন্মাদের কোন শো। প্রথমজন হাসবেই...।
দ্বিতীয়জন এর হাসার কোন কারণ আছে কি?

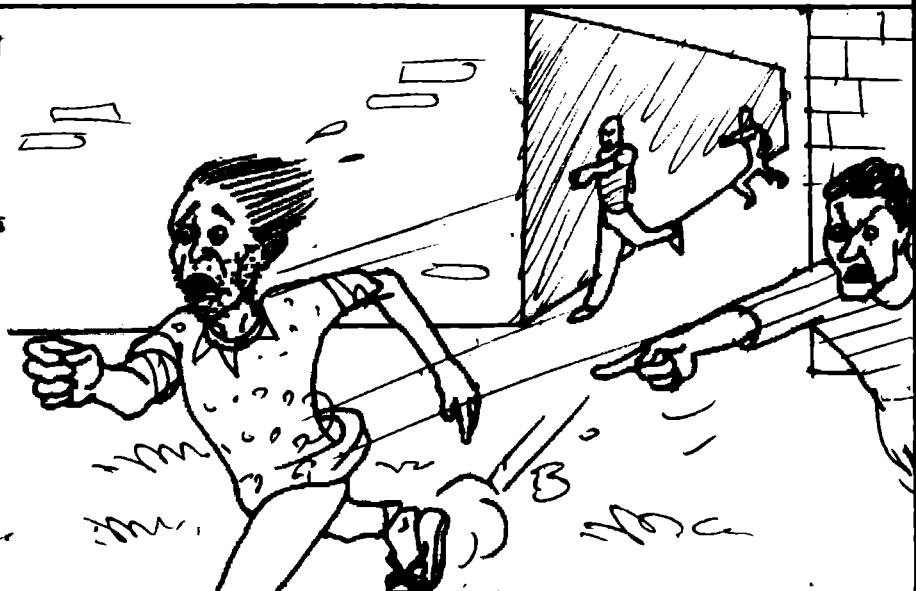


আমাদের পোষাক আমাক বা আচার আচরনে সাবধানী হওয়া
জরুরী। কারণ আপনি যে পোষাক পরে নিজেকে শ্মার্ট ভাবছেন বা যে
আচরণ করছেন অন্যদের কাছে তা সম্ভোষজনক নাও লাগতে পারে।
সেই বিষয়ে সচেতন করতে এই ফিচারে কিছু টিপস দেয়া হলু...

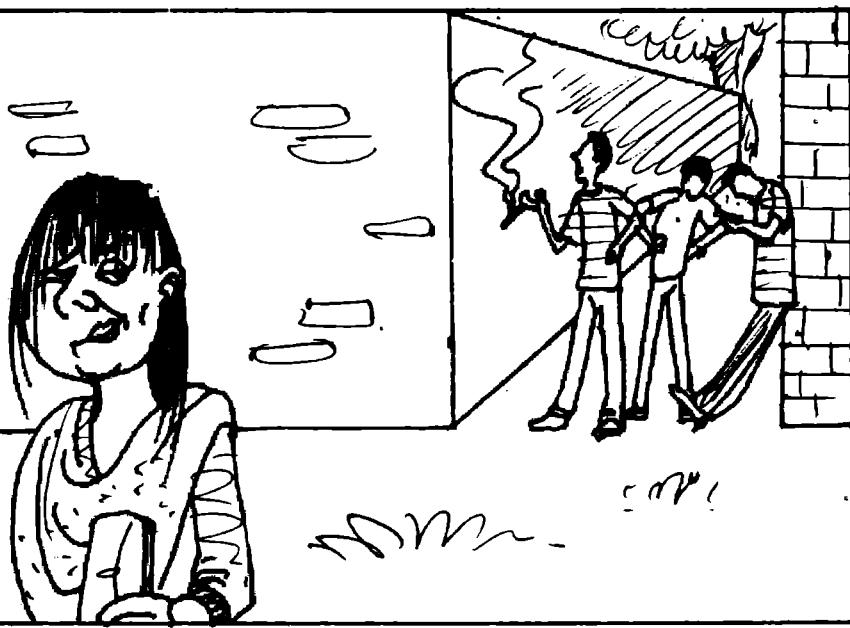
আমলে আপনি...

কার্টুন- নাসিফ আহমেদ/ লেখা- কামরুল ইসলাম রনি

চিপা পলি দিয়ে পার্টকাট মারতে শিয়ে
যদি দেখেন হঠাতে করে 'শালারে ধর
ধর...' বলে শাঠি শোটা নিয়ে
লোকজন তুটে আবহে, তাহলে
বুঝতে হবে আপনার চেহারায় ছিকে
ছিলভাই, কারীর ভাবভঙ্গি পুরোপুরি
ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। এখনি
সাবধান হোল।



যদি পাড়া থেকে বের হয়ে কোথাও
যাওয়ার স্বয়ং পাড়ার ছেলেরা কেন
আওয়াজ দিচ্ছে না তাহলে বুঝতে
হবে আপনি সম্প্রতি যে পার্সারে
সাজ-সজ্জা নিচ্ছেন তা বিশেষ
সুবিধার না। অতি সন্তুর পার্সার
বদলাতে হবে!



বাসে যদি কভাটির আপনার কাছে
ভাড়া না চায় তাহলে বুঝতে হবে
আপনার পোষাক আঘাতে এবং
চেহারায় 'বিদ্রোহী কবির' হে
দারিদ্র তৃষ্ণ মরে করেছ মহান...
কাব্যের প্রতিফলন ঘটেছে।



দোকানে কিছু কিনতে গেছেন কিন্তু
কাস্টমাররা এসে আপনাকেই
জিনিষপত্রের দাম জিজেস করছে
তাহলে বুঝতে হবে আপনার পোষাক
আঘাত চেহারা বা আচরণে মৃদি
দোকানদার সুলভ ভাষ-ভঙ্গির
প্রতিফলন ঘটেছে...



ফুটপাথ দিয়ে হাটা সময় যদি
আশগাশ থেকে লোকজন আপনাকে
পথ ছেড়ে দেয় মানে সাইড দিয়ে
সরে দাঢ়ায় তাহলে বুঝতে হবে
আপনার পোষাক আঘাতে বা
আচরণে পাগল সুলভ আচরণের
প্রতিফলন ঘটেছে
(মতান্তরে 'উন্নাদীয় আচরণ
পুরকৃষ্টও বলা যায়!)



বিশ্বকাপ ফুটবল শেষ হয়ে গেলে পরে দেশের ফুটবল
সাপোর্টাররা তাদের বাড়ি ঘর দোকান আর গাড়িতে যে সব
বিদেশী ঝাগ লাগিয়েছিলেন সেই ঝাগগুলোর কি হবে? বা
কি হতে পারে তাই নিয়ে এই ফিচার...

বিশ্বকাপের পথে...

কার্টুন- রাজীব

লেখা- কামরূপ ইসলাম রনি

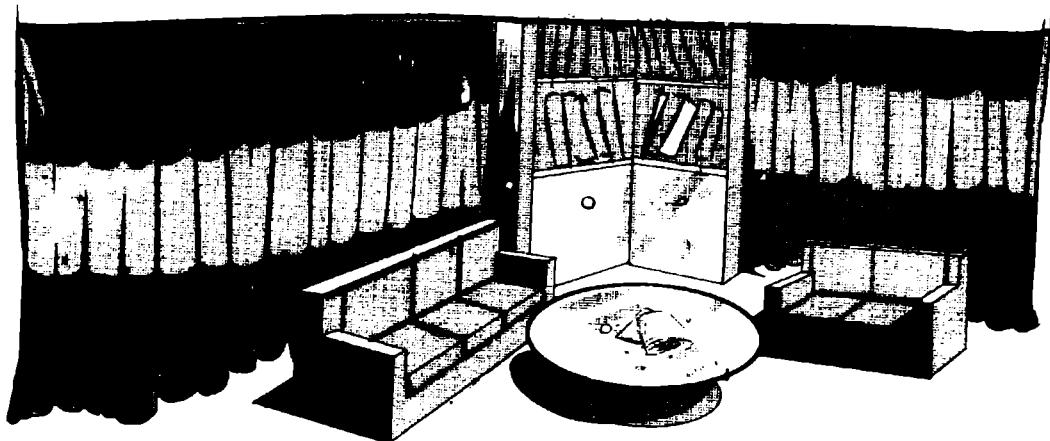
আজেন্টনার ঝাগ দিয়ে বিয়ের সাময়িকা হতে পারে...



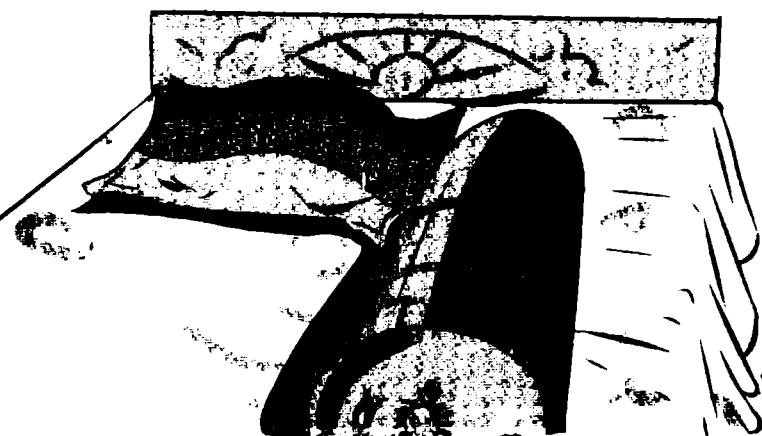
ব্রাজিলের ঝাগ দিয়ে বেড রুমের বেড সীট হতে পারে...



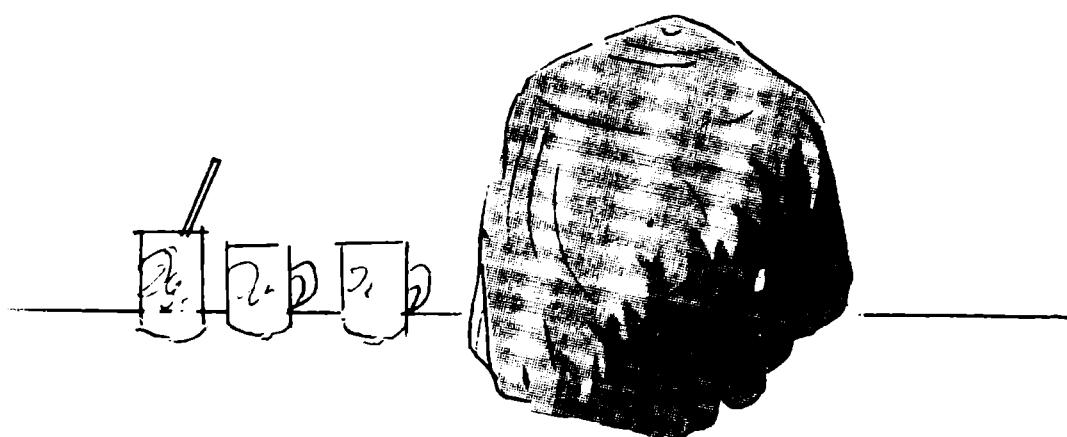
জামনীর ফ্লাগ দিয়ে ড্রইংরমের' পর্দা হতে পারে...



ইতালীর ফ্লাগ দিয়ে বালিশের ওয়্যার...



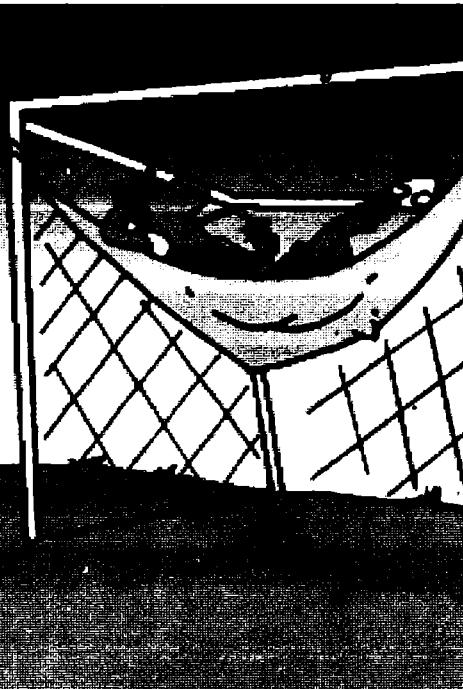
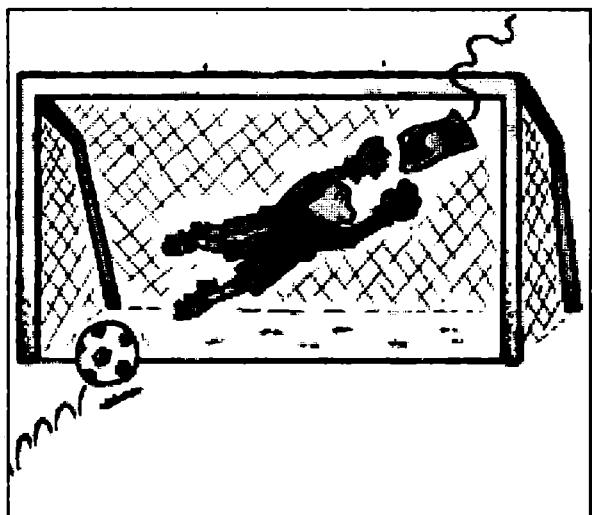
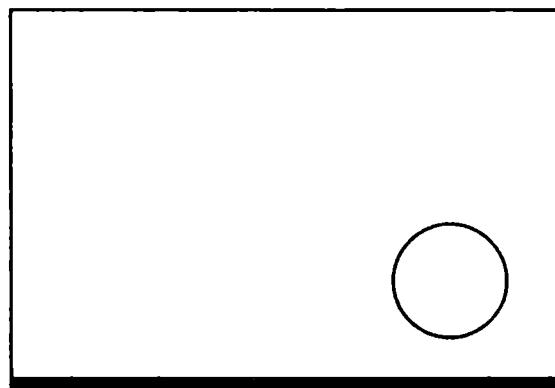
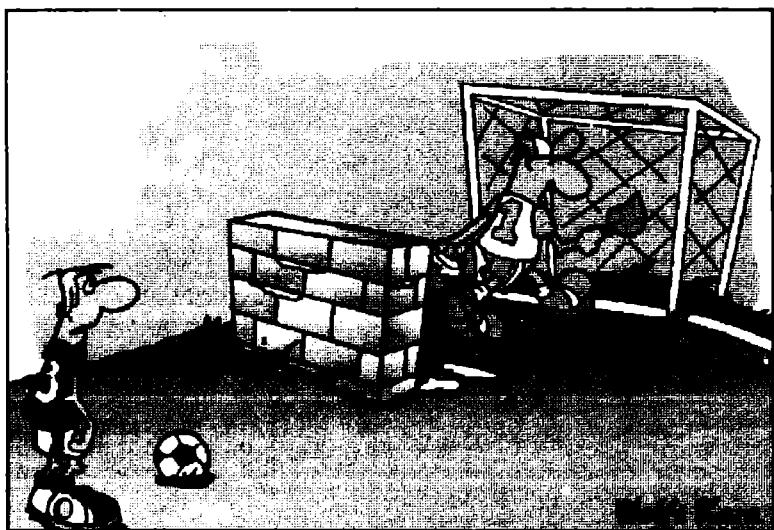
স্পনের ফ্লাগ দিয়ে টিপডের ঢাকনী

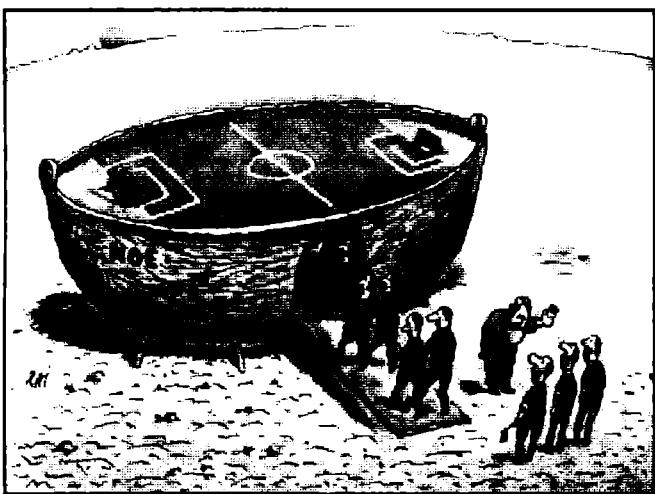
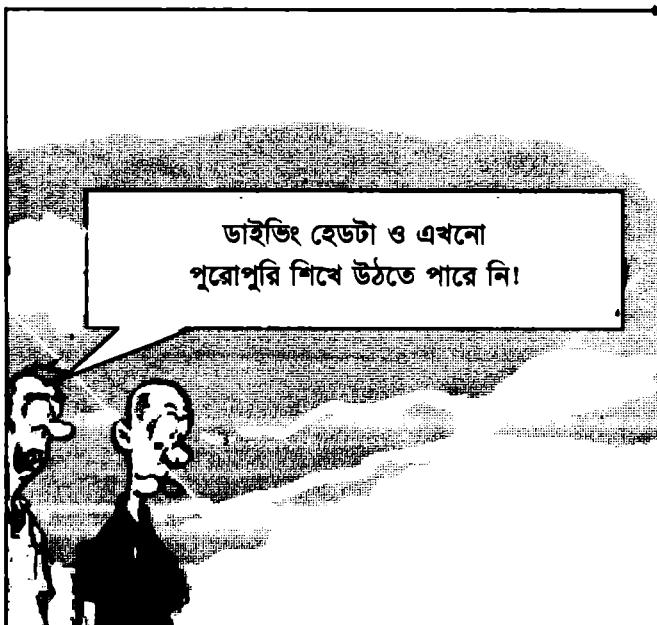
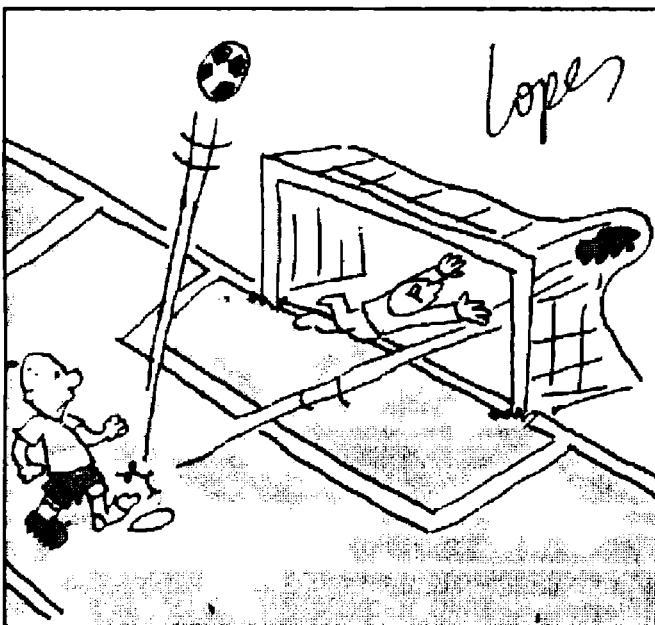


৪
গুণ

বিদেশী কাটুন

ফুটবল



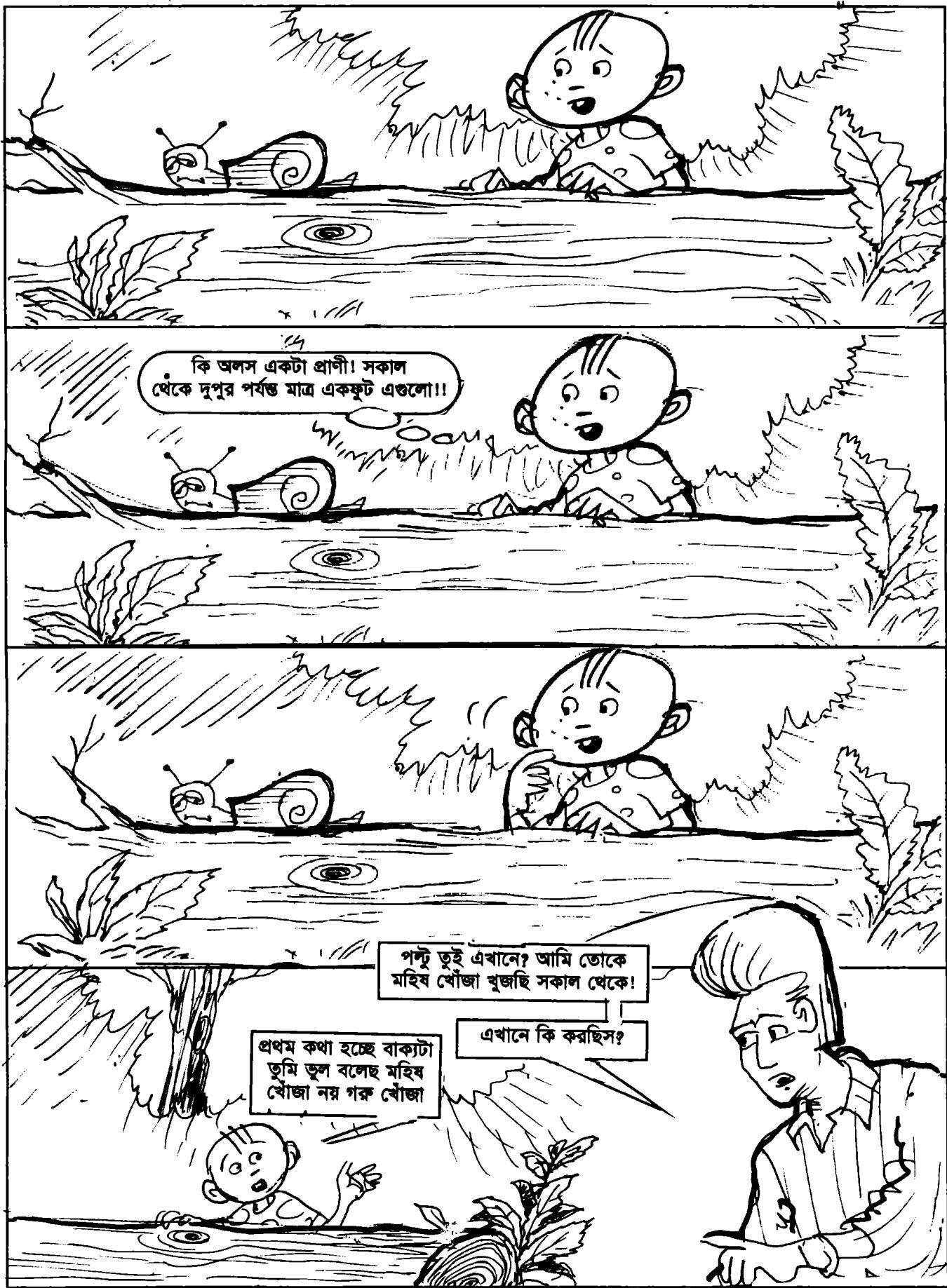


জিদ স্পেশাল পূর্ণাঙ্গ

কমিকসঃ পল্টু-বিল্টু



আহসান হাবীব



শব্দটা আমি বলিয়াহিস খৌজা কারণ
চাকা শহরে গুরু মাংস কিনতে গেলে
মাহিমের মাংস ধরিয়ে দেয় তার মানে কি
দাঢ়াল চাকার সব গুরু আসলে মহিম।

আজ্ঞা বাদ দে তুই বলতো এই
জঙ্গলের মধ্যে কি করছিস?

এই শামুকটাকে দেখ কি অন্তস একটা
পানী আমি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত
বসে দেকলাম মাত্র এক ফুট এগুলো!



আর তুই কি? তুই কি কম অলস? সকাল থেকে দুপুর
পর্যন্ত বসে আহিস গাধা একটা! চল আমার সাথে...

কোথায়?

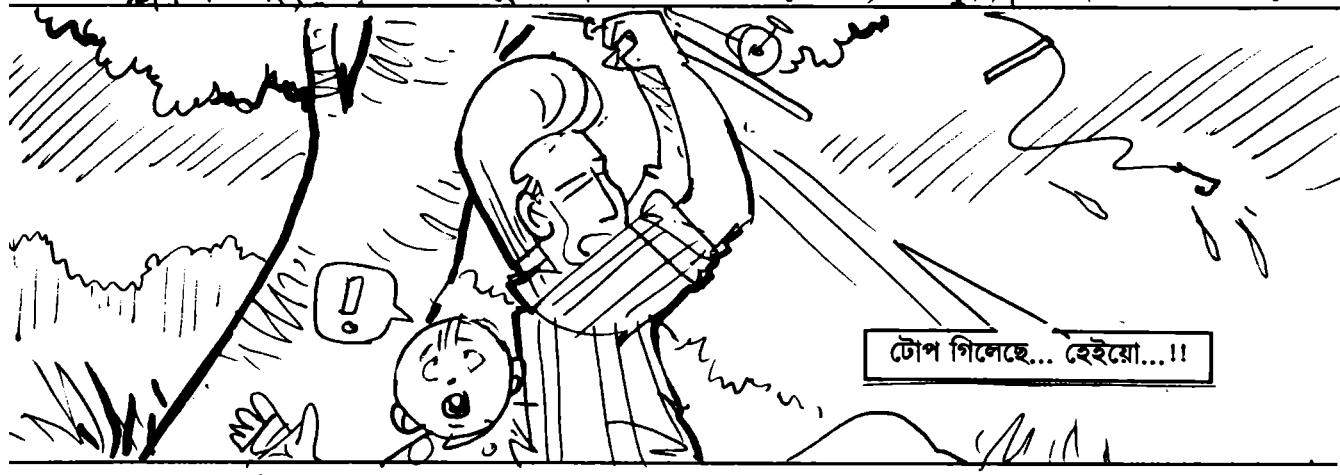


ভুলে গেছিস? আজ মাছ ধরার কথা, চল চল...

পুকুর পারে...



টোপ গিলেছে... হেইয়ো...!!























গুড়... লোকটা সিগারেট খেতে
টয়লেটে যায় তখন চাবিটা উঠিয়ে নিয়ে
কাজ সারতে হবে।

ওদিকে শুম ঘড়ের ভিতরে...

মর্জিনা সত্যিই কি
আমাকে উক্তার করতে আসবে?

একটু পর...

বাচ্চাম...

ওহ আপনি? সত্যিই আমাকে
বাচ্চাতে এসেছেন?

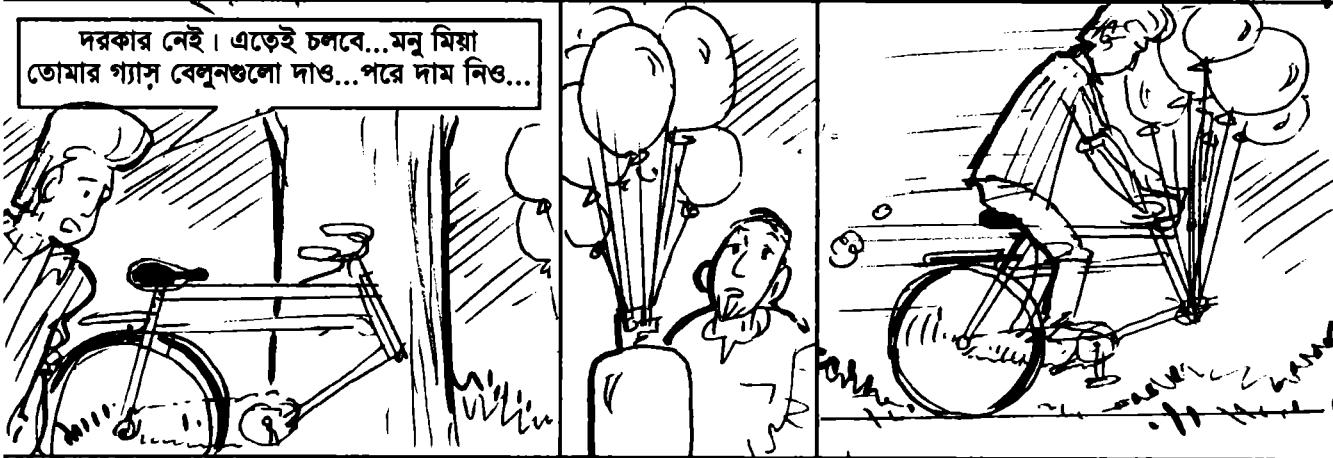
শুনুন আপনি এখনি বের হয়ে যান যাওয়ার সময় বাইরে থেকে এই চাবি দিয়ে
তালাস মেরে যাবেন। আর চাবিটা চেয়ারের কাছে ফেলে যাবেন। জলদি করুন...
লোকটা টয়লেটে গেছে এই চাপ। তান দিকে শিরে দেয়াল টপকে চলে যাবেন...

আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না
জলদি যান। একদম সময় নেই।

মর্জিনা যেমন যেমন বলল তাই
করল বিলু। চাবি চেয়ারের কাছে
ফেলে দেয়াল টপকালো!

হায় হায় চাবি
কই? পকেটে ছিল!

এতো চেয়ারের কাছে! বোধ
হয় পরে গেছিল পকেট থেকে।











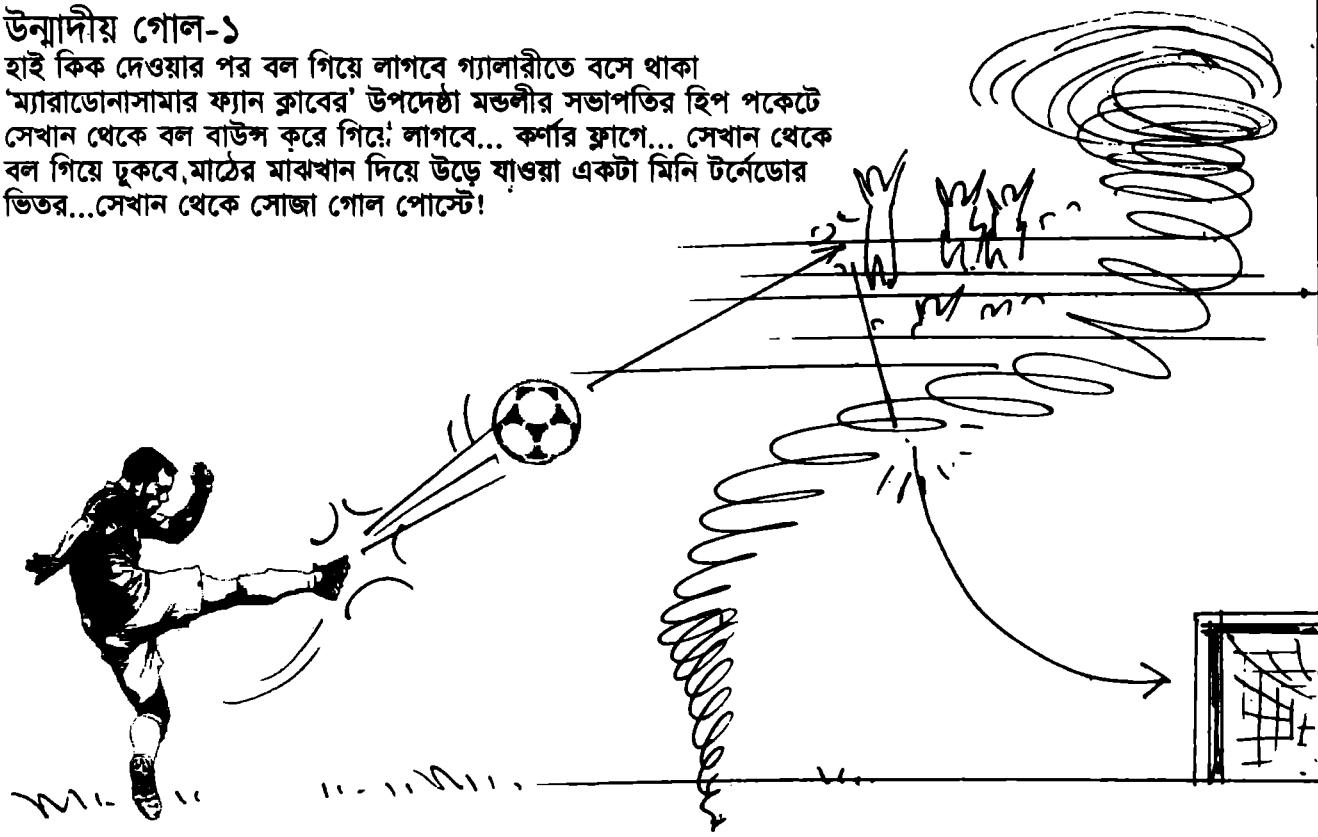


কতিপয় উন্নাদীয় গোল যা বিশ্বকাপে হতে পারত কিন্তু হয় নি!



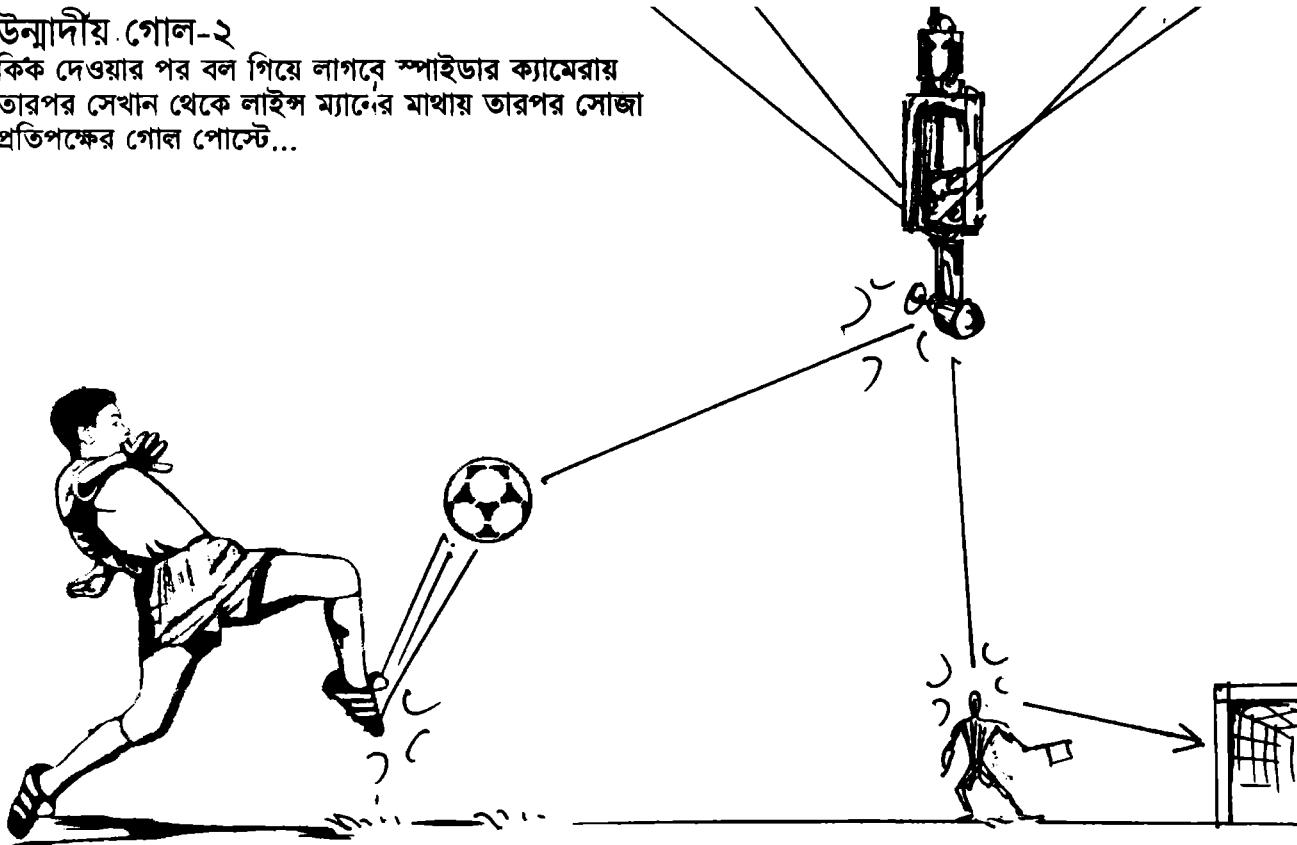
উন্নাদীয় গোল-১

হাই কিক দেওয়ার পর বল গিয়ে লাগবে গ্যালারীতে বসে থাকা
‘ম্যারাডোনাসামার ফ্যান ক্লাবের’ উপদেষ্টা মন্ডলীর সভাপতির হিপ পকেটে
সেখান থেকে বল বাউচ করে গিয়ে! লাগবে... কগার ফ্লাগে... সেখান থেকে
বল গিয়ে ঢূকবে, মাঠের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা মিনি টর্নেডোর
ভিতর...সেখান থেকে সোজা গোল পোস্টে!



উন্নাদীয় গোল-২

কিক দেওয়ার পর বল গিয়ে লাগবে স্পাইডার ক্যামেরায়
তারপর সেখান থেকে লাইস ম্যানের মাথায় তারপর সোজা
প্রতিপক্ষের গোল পোস্টে...



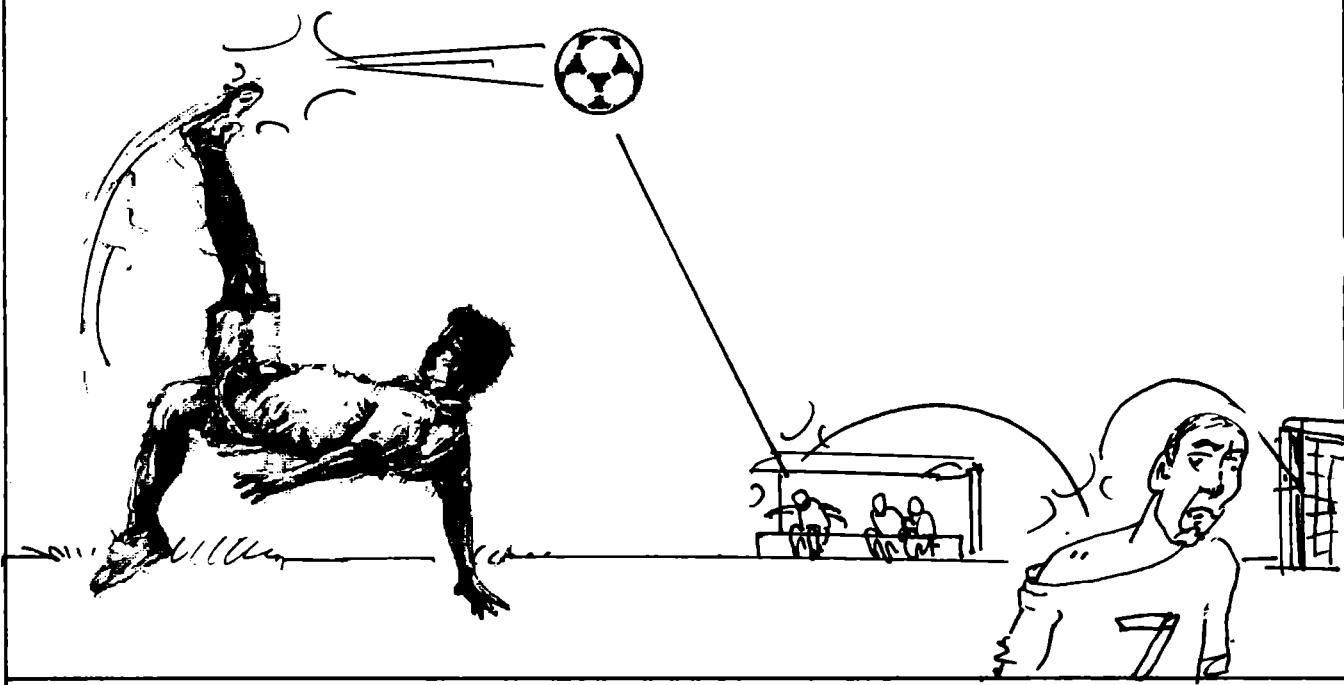
উন্নাদীয় গোল-৩

হাই কিক দেওয়ার পর বল গিয়ে লাগবে উড়ত জ্যাপলিনে তারপর
সোজা নিজের গোলপোস্টের বারে...সেখান থেকে রেফারির মাথা হয়ে
সোজা প্রতিপক্ষের গোল পোস্টে...



উন্মাদীয় গোল-৪

ব্যাক ভলি দেওয়ার পর বল গিয়ে লাগবে প্যাডেলিয়নের বসে থাকা
কোচের মাথায় সেখান থেকে লাল কার্ড পেয়ে ফিরে আসা ক্ষুদ্র
প্রেয়ারের কামড় খাওয়া কাধে সেখান থেকে সোজা গোল পোস্টে...



উন্মাদীয় গোল-৫

হাই কিক দেওয়ার পর বল গিয়ে লাগবে গ্যালারীতে বসে থাকা ক্রিড়া
সাংবাদিকের 'সাহিত্যপূর্ণ ঘগজে' সেখান থেকে... মাঠের ভিতর দিয়ে শর্টকাট
মারা কাউয়ার পুছ দেশে সেখান থেকে সোজা গোল পোস্টে...



বৃক্ষ দাদুরা প্রায়ই বলে ‘আমাদের সময়...’ ইত্যাদী
ইত্যাদী গল্প চলতেই থাকে। তাদের কখনো চ্যালেঞ্জ করা
হয় নি। এ যুগের নাতী যদি চ্যালেঞ্জ করে তাহলে দাদু কি
উত্তর দিবে? দেখা যাক না পরের পৃষ্ঠায়...

দাদুকে চ্যালেঞ্জ!

কার্টুন- তন্মুখ

তোরা কি খাস? আমাদের
সময় হাতি খেয়ে হজম করেছি...

তখন বাথরুম করতে
কোথায় দাদু?



তোরা কিভাবে স্কুলে যাস আমরা
স্কুলে যেতাম পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে

স্কুলে পৌছাতে কখন দাদু?



বৃক্ষ দাদুরা প্রায়ই বলে ‘আমাদের সময়... ইত্যাদী
ইত্যাদী গল্ল চলতেই থাকে। তাদের কখনো চ্যালেঞ্জ করা
হয় নি। এ যুগের নাতী যদি চ্যালেঞ্জ করে তাহলে দাদু কি
উত্তর দিবে? উত্তর এই পৃষ্ঠায়’...

দাদুকে চ্যালেঞ্জ!

কার্টুন- তন্ময়

আমাদের সময় কি আর পাকা টয়লেট ছিল? বন জঙ্গলে গিয়ে
কাজ সারতাম কত জঙ্গল নষ্ট করেছি তার কোন হিসাব নেই...



শেষ পিরিয়ডে গিয়ে হাজির হতাম... তারপর
বাকি ক্লাশ কানে ধরে দাঢ়িয়ে থাকতাম...







গুড ব্যাড এন্ড পাগলী!

গ্রাহনা- হাসান খুরশীদ রহমী

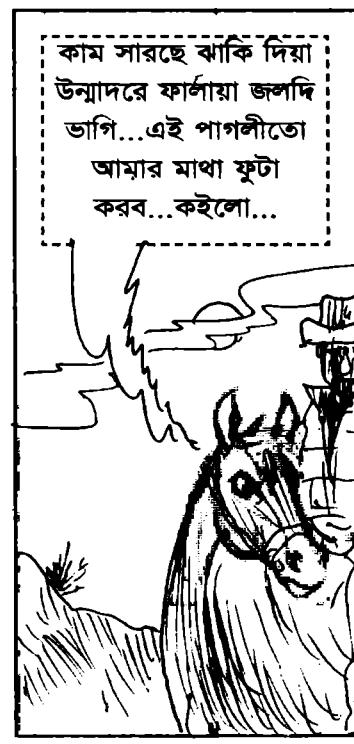


খবরদার আর এক'পা এগুলেই শুলি
করে মাথার খুলি ফুটো করে দিব?

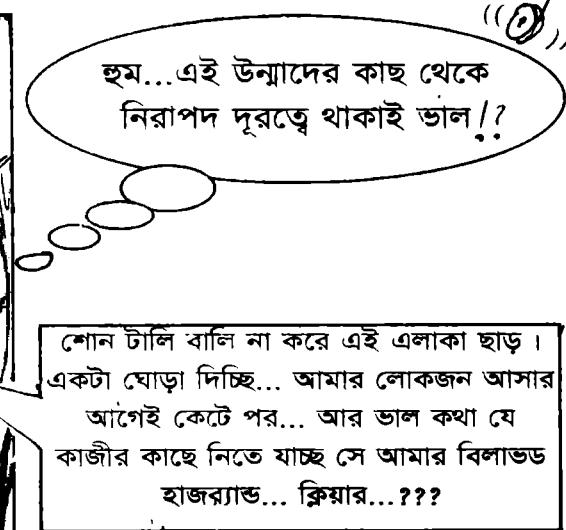
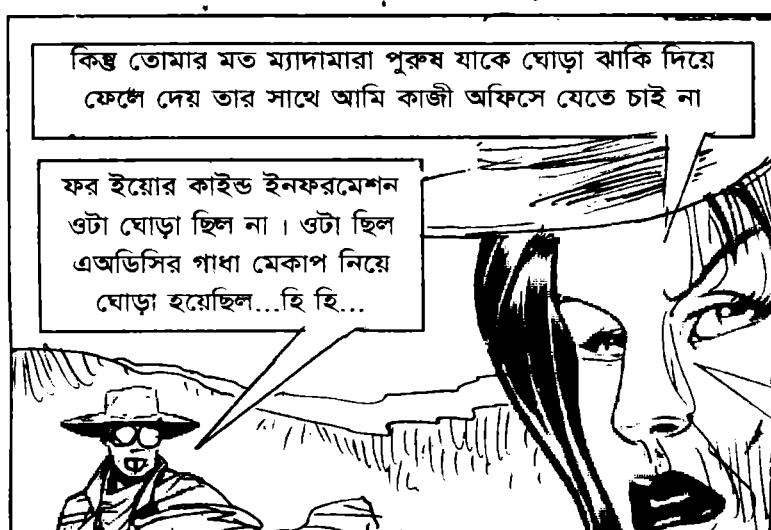
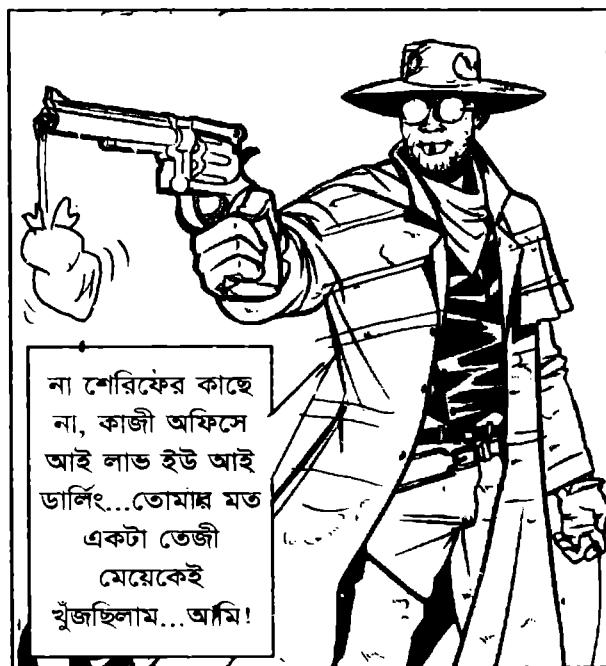
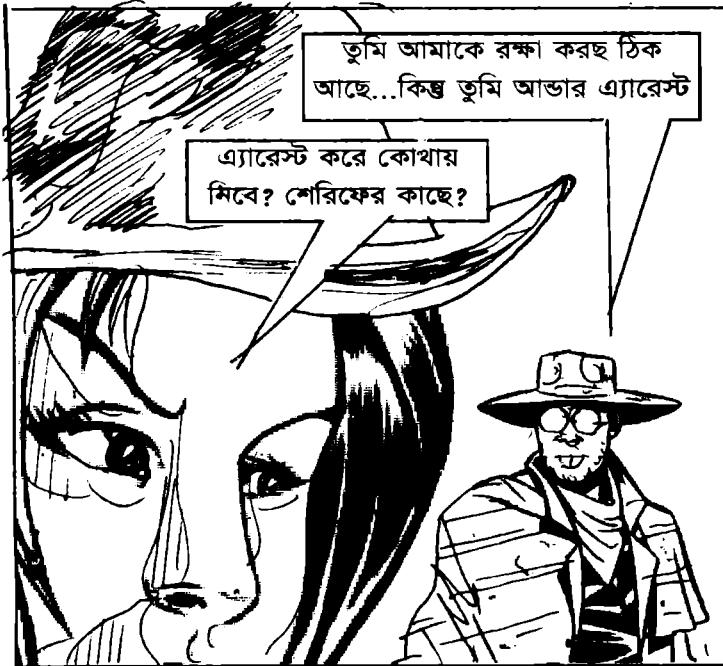
কার মাথার খুলি ফুটো করবে
আমার না আমার ঘোড়ার...?

অবশ্যই তোমার
ঘোড়ার। তোমারটা
ফুটো করলেতো বের
হবে গোবর! গোবরের
গন্ধ আবার আমার
সহ্য হয় না...!

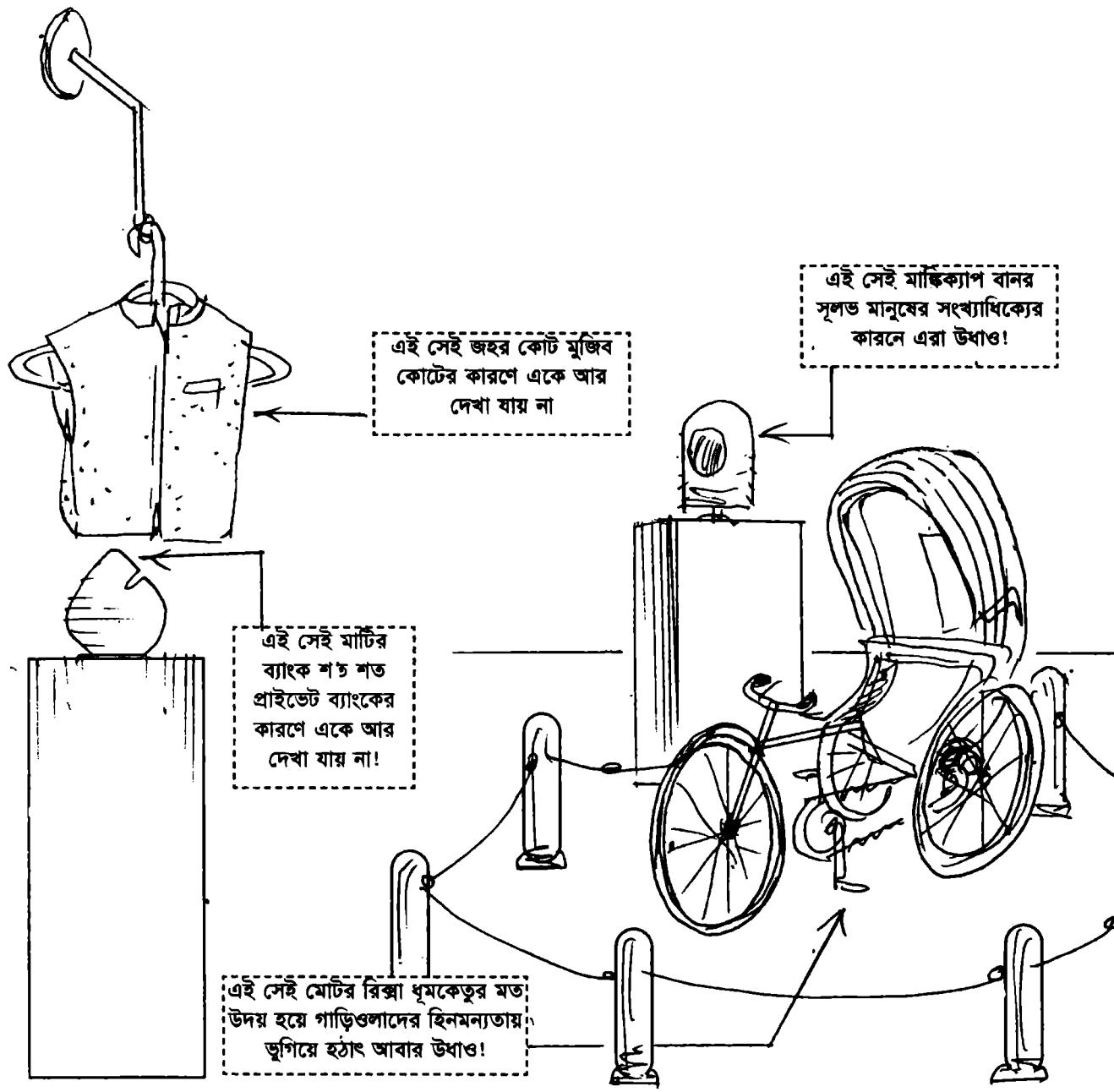
কাম সারছে ঝাকি দিয়া
উন্মাদরে ফার্ণায়া জলদি
ভাগি... এই পাগলীতো
আমার মাথা ফুটা
করব... কইলো...







উন্নাদীয় মিউজিয়াম...!



হাত দেয়া নিষেধ

(তবে ধরা না পরার শর্তে চুরি করা যাবে)

এই সেই সর্বশেষ সাদা কালো বারো
ইঞ্জিং টিভি। আর তার মালিকের সাদা
কালো ডিজিটিং কার্ড।

এই সেই নাক কেটে পাওয়া
নমন। যা আধুনিক মেইল কাটার
আর পার্সারের পেডিকিউরের
কারণে দেখা যায় না।
(গ্লাসের বলে সুরক্ষিত)

আপাতত শূন্য কাসকেট।
দারিদ্র্য ও অবসর এর জন্য
নির্ধারিত।

এই সেই গারবেজ, ঢাকার মানুষ
যা আদৌ আর ব্যবহার করে না।
(রাস্তাঘাট দেখলেই বোঝা যায়)

‘স্মৃতিবিজরিত সেকশন’ হাত দেয়া নিষেধ

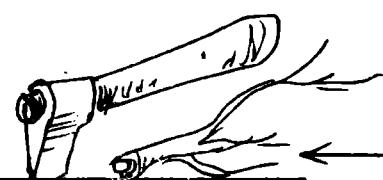
(তবে ধরা না পরার শর্তে চুরি করা যাবে)



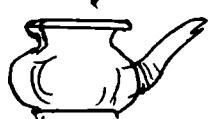
এই সেই গাঁজার স্মৃতিবিজরিত
ছাগলের পোত্তে, বাংলাদেশের কোন এক
জেলার লোকজন খেয়ে ফেলে!

এই সেই উন্নাদের স্মৃতিবিজরিত নকল
'ইয়ে' যা অফিস থেকে চুরি যাওয়ার পর
আর পাওয়া যায় নাই।
(তবে এই মিউজিয়ামে সসন্ধানে বিরাজমান)

এই সেই স্মৃতি বিজরিত গ্রাম
বাংলার পিতলের বদনা। যার
ওজনের কারণে পানি ভরা আছে
মনে করে টয়লেটে গিয়ে
বেইজ্জতি হয়েছেন অনেকেই!



একটি গাছ কাটিলে চারটি গাছ লাগাতে
হবে এই নিয়ম ইত্যার আগে সর্বশেষ
যে গাছটি কাটা হয় সেই স্মৃতিবিজরিত
গাছের একটি মরা ডাল ও কুড়ালটি !



ରୋମେନ ରାଯହାନେର ଛଡ଼ିଡ଼ା...

ଇଲାସେଟ୍ରେଶନ - ତନ୍ମାୟ

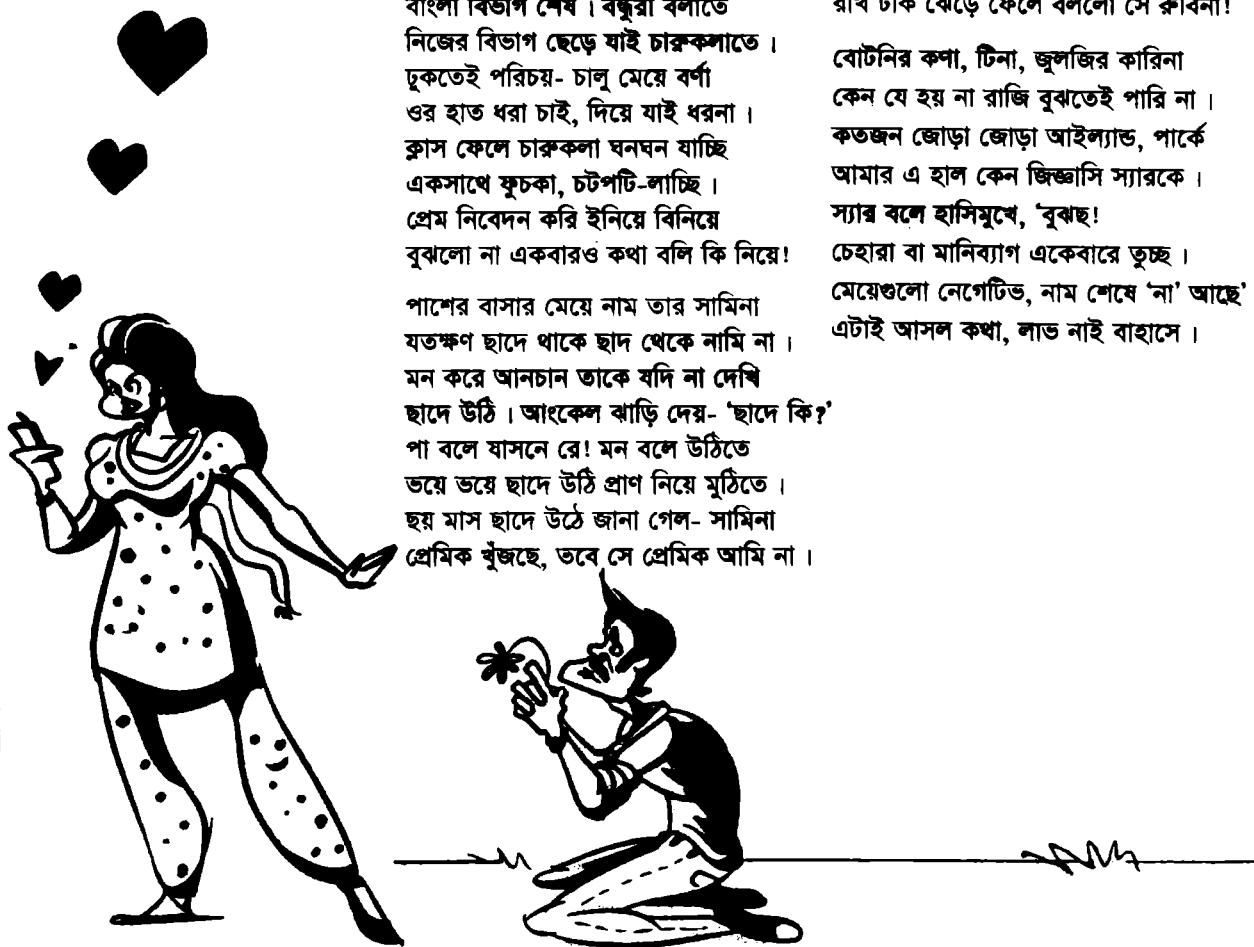


ନେଗେଟିଭ

ଆୟି ଭାଇ ଗୋବେଚାରା, ନଇ କୁଇ-କାତଳା
ଚେହାରଟା ଭାଙ୍ଗଚୋରା, ମାନିବ୍ୟାଗ ପାତଳା ।
ଅନାର୍ସ ଧାଉଇୟାର- ବାଂଲାର ଛାତ
ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରେମେ ପଡ଼ା ମେରେ ଦେଖାଯାଏ ।
ପ୍ରେମହିନୀ ଜୀବନଟା ଏକେବାରେ ମିଥ୍ୟେ
ଟୋପ ଫେଲା କୁଇ ହଳ ବାଂଲାସାହିତ୍ୟେ ।
ଗିଫ୍ଟ ନିଯେ ବେଯେ ଦେଇରେ କରେ ଟାଲବାହାନା
ପ୍ରୋପୋଜ କରେଇ ଛାଁକା । ରାଜି ନଯ ଶାହନା
ଏକେ ଏକେ 'ନା' ବଲଲୋ ବାରନା, ସଖିନା
ତାରପରଓ ଏ ହଦୟେ ହାଓଯା ବସ ଦଖିନା ।

ବାଂଲା ବିଭାଗ ଶେଷ । ବକ୍ରରା ବଲାତେ
ନିଜେର ବିଭାଗ ହେବେ ଯାଇ ଚାରୁକଲାତେ ।
ଚୁକତେଇ ପରିଚ୍ୟ- ଚାଲୁ ମେରେ ବର୍ଣ୍ଣ
ଓର ହାତ ଧରା ଚାଇ, ଦିରେ ଯାଇ ଧରନା ।
କ୍ଲାସ ଫେଲେ ଚାରୁକଲା ସନଘନ ଯାଚିଛ
ଏକସାଥେ ଫୁଚକା, ଚଟ୍ଟପଟି-ଲାଚି ।
ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ଇନିମେ ବିନିଯେ
ବୁଝଲୋ ନା ଏକବାରଓ କଥା ବଲି କି ନିଯେ !

ପାଶେର ବାସାର ମେଯେ ନାମ ତାର ସାମିନା
ଯତକ୍ଷଣ ଛାଦେ ଥାକେ ଛାଦ ଥେକେ ନାମି ନା ।
ମନ କରେ ଆନଚାନ ତାକେ ସଦି ନା ଦେଖି
ଛାଦେ ଉଠି । ଆଂକେଳ ଝାଡ଼ି ଦେଇ- 'ଛାଦେ କି?'
ପା ବଲେ ଯାସନେ ରେ! ମନ ବଲେ ଉଠିତେ
ଭୟେ ଭୟେ ଛାଦେ ଉଠି ପ୍ରାଣ ନିଯେ ଯୁଠିତେ ।
ହୟ ମାସ ଛାଦେ ଉଠି ଜାନା ଗେଲ- ସାମିନା
ପ୍ରେମିକ ବୁଝଛେ, ତବେ ମେ ପ୍ରେମିକ ଆମି ନା ।



କିଛିଦିନ ଭେତେ ପଡ଼ି । ତାଇ ବଲେ ବୁଝ ଶୀ
ତାକିଯେ ହାସଲ ନାକି ଭୁଗୋଲେର ଲୁବନା!
ଉଦ୍‌ସାହେ ପିଛୁ ପିଛୁ ହାଟିତେ ହାଟିତେ...
ସବ ବୃଥା । ଲୁବନାର ଚୋଥ ନିଚୁ, ମାଟିତେ!

ତାର୍ସିଟି ବାସେ ଫିରି, ବାସ ସହ୍ୟାତ୍ରୀ-
ବସକଟ ରୁବିନା, ଗଣିତେର ଛାତୀ ।
ଆଗେ ଆଗେ ବାସେ ଉଠି, ସିଟ ରାଖି ଆଗଲେ
ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟମୟ ପଥେ ଜ୍ୟାମ ଲାଗଲେ...
'ପ୍ରେମେର ସାଗରେ ଆୟି ଡୁବି ନା'
ରାଖ ଢାକ ବେଡ଼େ ଫେଲେ ବଲଲୋ ମେ ରୁବିନା!

ବୋଟନିର କବା, ଟିନା, ଜୁଲାଜିର କାରିନା
କେନ ଯେ ହୟ ନା ରାଜି ବୁଝାତେଇ ପାରି ନା ।
କତଜନ ଜୋଡ଼ା ଜୋଡ଼ା ଆଇଲ୍ୟାନ୍ଡ, ପାର୍କେ
ଆୟାର ଏ ହାଲ କେନ ଜିଙ୍ଗାସ ସ୍ୟାରକେ ।
ସ୍ୟାର ବଲେ ହାସିଯୁଥେ, 'ବୁଝା!
ଚେହାରା ବା ମାନିବ୍ୟାଗ ଏକେବାରେ ତୁଛ ।
ମେଯେଗୁଲୋ ନେଗେଟିଭ, ନାମ ଶେଷେ 'ନା' ଆଛେ'
ଏଟାଇ ଆସଲ କଥା, ଲାଭ ନାଇ ବାହାସେ ।

টাক প্রকাশ

সাহিদ হোসেন



উর্বর মাথায় পাতা ঝরা হেমন্তের আগমন ঘটেছিল ছাত্র জীবনের শেষ দিকে। ঝর্তু বদলের নিয়ম ভেঙ্গে হেমন্ত অব্যাহত রইলো। ছাত্রত্বের শেষ আর চাকরির শুরুর মাঝের বেকার সময়টুকুতে কেশ পতনের গতি বৃদ্ধি পেলো। মরুকরণ প্রক্রিয়া জোরদার হলো। বঙ্গ-সংজননা উদ্বিগ্ন, টাক মাথা ছেলের বিয়ে হবে কী করে? অতএব টাকের বিস্তারের সাথে প্রতিযোগিতা করে কনে দেখা চলতে লাগলো।

বেশি দেখতে হলো না। কাঞ্চিত জনের দেখা ছিললো সহজেই। ততদিনে অবশ্য চুলের ঘনত্ব হ্রাস পেয়ে মাথার অবয়ব বয়সের সাথে বেয়ানান একটা ঝুপ নিতে শুরু করেছে। বিয়ের দিন পাগড়ি পরার সুবিধাতো রয়েছেই। কিন্তু বিয়ের আগে-পরের অনুষ্ঠানগুলোতে বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য বক্ষুর পরামর্শে হেয়ার স্টাইল বদলাতে হলো। এক পাশের চুল লম্বা করে মাঝের শৃণ্যস্থানটুকু পূরণ করে দেয়া হলো।

বিয়ে হুয়ে গেলো নির্বিমে। বুকের ভেতর সুখ পায়রার ডানা ঝাপটানি। চোখ মেলে দেখি পুল্প কাননে রঙিন প্রজাপতির ওড়াওড়ি। এর মাঝেও একটা উৎকৃষ্ট রয়েই গেলো। টাক প্রসঙ্গটা কখন আলোচনার এজেন্ডায় চলে আসে। নব পরিনীতা এ ব্যাপারে নির্বিকার। যত তত্ত্ব আমার চপলা, বাকপটু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী শ্যালিকা বিন্দুকে নিয়ে। নামে মাইক্রো পর্যায়ের হলেও চলনে বলনে ম্যাক্রোকেও হার মানায়।

কিছুদিন ছেটোখাটো খুনসুটি ছাড়া তেমন কিছুই ঘটলো না। এদিকে টাকের পরিসর বৃক্ষির কারণে হেয়ার স্টাইলের কার্যকারিতা কমতে শুরু করেছে। কারণ শাক দিয়ে ইলিশ মাছ ঢাকা সৃষ্টি হলেও কৈ মাছ ঢাকা কঠিন। মাসথানেক পর বিন্দুর শাখামৃগ স্বভাব প্রকাশ পেতে শুরু করলো। খাবার টেবিলে বসে একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, দুলাভাই আপনি কি কখনো বেলতলায় গিয়েছেন?

আমার বুদ্ধি-সুন্দি কম। কথার ঘোরপ্যাঁচ বুঝি না। হেসে জবাব দিলাম, না, বেলতলায় কখনো যাওয়া হয়নি।

তাহলে একবার যাবেন। একবারের বেশী নয় কিন্তু- বিন্দুর কথার খৌচাটা এবার বোধগম্য হলো। তৎক্ষনিকভাবে যতটা না বিব্রত হলাম, তার চেয়ে বেশি আতঙ্কিত হলাম ভবিষ্যতের কথা ভেবে। বিন্দু ওর ছেট ভাই পল্টুকে সাথে নিয়ে আমার উপর কটাঙ্গ নিপীড়ন চালিয়ে যেতে লাগলো ক্লান্তিহীন। টাক হয়ে উঠলো শুভ্রায় আতা-ভগ্নীর বিনোদন আর আমার বিড়ম্বনার কারণ। বিন্দুর নির্যাতনে ভাবি, শুভ্র বাড়িতেই যাবোনা। কিন্তু শান্তিগ্রামের আদর আর চমৎকার রান্নার লোভ সামাল দিতে পারিনা বলে সন্তুষ্টান্তে একবার না গিয়ে পারিনা। আর প্রতিবারই বিন্দু তার সৃজনশীল বাঁদরামো দিয়ে আমাকে উত্ত্যক্ত করে। ভাবি, ওর নাম বিন্দু না হয়ে যদি বৃত্ত হতো, তাহলে কী সর্বনাশটাই না হতো!

বিন্দুর নির্যাতনের কয়েকটি নমুনা:

এক,

একদিন শুভ্র বাড়ী গিয়ে দেখি বিন্দু বাসায় নেই। শুষ্ঠির নিঃশ্঵াস ফেলে মনের আনন্দে আয়েশ করে সোফায় বসে পত্রিকা পড়তে লাগলাম। কিন্তু আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। বিন্দু এলো এবং যথারীতি আমার সামনে বসে পড়লো।

আরে দুলাভাই, কেমন আছেন?

ভালো, তুমি ভালো আছো?

ভালো আছি। আর শোনেন, ঘরের ভেতর ভালোই আছেন। বাইরে যাবেন না খবরদার, বাইরে ভীষণ গরম। একেবারে টাক ফাটা রোদ।

দুই,

আমার বাসায় এলো বিন্দু আর পল্টু। ওদের খুশী করার জন্য পিংজা, আইসক্রীমসহ ওজের পছন্দের খাবার নিয়ে এলাম। উত্ত্যক্ত হওয়ার ঝুঁকি যদি তাতে কিছু করে বাওয়ার পর টিভি দেখতে বসলাম। পল্টুর হাতে রিমোট কন্ট্রোল। বিন্দুর পক্ষে বেশীক্ষন চুপ করে থাকা সম্ভব হলোনা। পল্টুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, রিমোটটা দে তো পল্টু। চ্যানেল ডি-তে একটা টাক শো হচ্ছে।

-টাক শো না আপু, টক শো, পল্টু বললো।

- ও আমি ভেবেছিলাম বুঝি . . .

তিনি,

শুভ্র বাড়ীতে খেতে বসেছি। উপাদেয় খাবারের স্বাদ আর সৌরভ উপভোগ করছি। একটু পর বিন্দু খানিকটা কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলো। আমি প্রমাদ শুনলাম। ও এখন কিছু একটা বলবে যা আমার জন্য যথেষ্ট সুখশাব্দ নাও হতে পারে। কঠিন শিক্ষক সুলভ গাস্ট্রী এনে পল্টুকে জিজ্ঞেস করলো, ‘বলতো, টাকশাল ইংরেজি কী?’

টাকশাল বলতে গিয়ে টাক জোরে আর শাল আঞ্চে উচ্চারণ করলো। আমি প্রতিবাদ করলাম। নালিশ করলাম শান্তিগ্রামের কাছে-দেরেছেন আম্মা?

শান্তিগ্রামের বিন্দুর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাবেন তার

আগেই আক্রমণে বিন্দু ।

“আমা কী দেখবেন? আমি তো আপনার টাকের ইংরেজী জিজেস করিনি। জিজেস করেছি টাকশাল ইংরেজী। শোন পন্টু, টাকশাল ইংরেজ হচ্ছে Mint, আর টাকের ইংরেজিও জেনে রাখা দরকার। পরীক্ষায় যদি Essay লিখতে দেয়- Your Brother in Law, তাহলে তো লিখতে হবে। টাক ইংরেজি হচ্ছে Bald

আমাকে Bold Out করে হিন্দী সিরিয়ালের খলনায়িকার মত কটাক্ষ হেনে খটখট পা ফেলে চলে গেলো বিন্দু।

এভাবেই দিন যায়, বছর ঘুরে আসে। টাক বিনোদনের নিত্য নৃতন কৌশল অব্যাহত রাখলো বিন্দু। শিয় পল্টুর মাধ্যমে আমার উপর প্রয়োগ করলো এসব কৌশল।

একটি আদর্শ টাকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ক্ষেত্রফল নির্ণয়, চকচকে টাকের উপর ফোরোসেন্ট আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের কৌণিক অবস্থান, বৈদ্যুতিক তারের উপর বসা নাগরিক কাক প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে কেন উন্মুক্ত টাক ক্ষেত্রকেই বেছে নেয় - এমনই আরো অনেক জটিল সমস্য। সমাধানের গুরু দায়িত্ব পড়লো পল্টুর উপর। বিন্দুকে নিরস্ত করার জন্য আমার নিরীহ স্ত্রী এবং শাশ্বতির সকল প্রয়াস ব্যর্থ হলো।

আমিও একটু একটু করে? এসবে অভ্যন্ত হতে গুরু করলাম।

এমন সময় ঘটলো একটি বিক্ষেপক ঘটনা, যা মেনে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হলো না।

কয়েকদিন যাবত বিন্দু চৃপচাপ। ব্যাপারটিকে আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস বলেই মনে হচ্ছে। একদিন বিকেলে শ্বশুরালয়ে বিন্দুমুক্ত পরিবেশে ড্রয়িংরুমে বসে চা খাচ্ছি। হঠাৎ বন্ধুবাহিনী নিয়ে হৈছে করে চুকে পড়লো বিন্দু। এদের অনেককেই আমি চিনি। তবু বিন্দু সবাইকে এক এক করে পরিচয় করিয়ে দিলো। আমি হাসি হাসি মুখ করে বাড়ি মোকাবেলার উপায় খুঁজতে লাগলাম।

যথারীতি বাক্যবান বর্ণন করতে শুরু করলো বিন্দু।

“শোনেন দুলাভাই, আজ আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।”

“কিন্তু আমাকে যে এখনই যেতে হবে। জবুরী একটা মিটিং আছে,” পলায়নের একটা স্কীপ চেষ্টা করলাম।

“তার চেয়ে জবুরী এখানকার মিটিং। আজ আমরা তথ্য অবমুক্তকরণ এবং সম্পদের সুষম ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করবো।”

“বাহ, বেশ তো!” বিন্দুর সুমতি দেখে পুলকিত হলাম।

“আমিই মূল বক্তব্য রাখবো। অন্যরা পরে কথা বলার সুযোগ পাবেন,” বিন্দু শুরু করলো।

“দুলাভাই আপনি জানেন, দেশে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে। তথ্য জানা জনগনের অধিকার। উপনিবেশিক আমলের গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এর ফলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, দুর্নীতিহাস পাবে এবং দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। আইন অন্যায়ী তথ্য গোপন করা

শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু দুর্বলজনকভাবে আপনি দিনের পর দিন একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আপনার মাথায় উপর অবারিত টাক প্রান্তর আপনি কয়েক গাছ চুল দিয়ে আবৃত করার চেষ্টা করছেন। আমরা, এই আমজনতা (Mango Public) আপনার টাকের প্রকৃত রূপদর্শন তথা একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রাপ্তি থেকে বাস্তিত হচ্ছে।

বিতীয়ত আপনি জানেন, সম্পদের সুষম ব্যবহার টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এই যে আমার বক্সু শেফালী- কেমর ছাড়ানো চুল ওর সম্পদ। রাস্তায় শপিং মলে, পার্টিতে, ক্যাম্পাসে ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ওর চুলের দিকে। দেখে মুঝ হয়। আমার ধারনা আপনিও মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকান। আপনার সম্পদ হচ্ছে আপনার টাক। ওই দৃষ্টিনির্দন টাক ঢেকে রাখার চেষ্টা করে আপনি সম্পদের অপচয় করছেন। টাকের সৌন্দর্য দর্শন থেকে আমাদের বাস্তিত করছেন। অতএব টাক উন্নোচন এখন সময়ের দাবী। কী বলিস তোরা?”

“ঠিক, ঠিক,” কলরং করে উঠলো সবাই।

“ইয়ে বিন্দু, আমার একটু ফ্রেশ বুমে।” পলায়নের দ্বিতীয় চেষ্টা করলাম।

“নো কোথায় যাওয়া চলবে না। এই তোরা দুইজন দুলাভাইয়ের দুই পাশে দাঁড়া। এখন আমাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবো। এই সভা সিদ্ধান্ত নিচে যে অন্তি বিলম্বে দুলাভাইয়ের টাক উন্নোচনের ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে। এ উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এই টাক প্রকাশ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মোড়ক উন্নোচন করবেন খ্যাতিমান মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জনাব বাবুল হায়াত।

অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার।

কোনঠাসা হতে হতে আমি যখন খাদের কিনারে ঠিক তখনি দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার মত আর্বিভূত হলেন আমার শাশ্বতি আমা, আর আমাকে উক্তার করে নিয়ে গেলেন দুর্বল শাখামৃগ বাহিনীর কবল থেকে।

পরিণিষ্ঠ:

সংকট থেকে উন্নয়নের একটা পথ খুঁজে নিয়েছি আমি। সেদিন এক বিদেশী বায়ার-এর সাথে মিটিং করতে গেলাম এক পাঁচতারা হোটেলে। ন্যাড়া মাথা বায়ারকে দেখে আইডিয়াটা মাথায় এলো। হেয়ার স্টাইল আবার চেঙ্গ করে আমি এখন পুরোপুরি কেশমুক্ত। বিন্দুকে আর বাঁদরামোর সুযোগ দেয়া চলবে না। রিক্ষায় বসে খোলা বাতাসে ফুরফুরে মেজাজে আমি এখন যাচ্ছি স্বত্ত্ব বাড়ী। আমি এখন ভারমুক্ত, ভাবনাহীন।

একটু তাবনা তরু রয়ে গেলো। আগেই বলেছি আমার বুদ্ধি কম। বুঝতে পারছি না বিন্দুর সাথে লড়াইয়ে আমি জিতলাম না হেরে গেলাম। হারজিতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। পদ্ধতি ব্যক্তিরা আমাকে চিনামুক্ত রাখার জন্য দুটো বানী রেখে গেছেন।

- ১) যদি আমি জিতে থাকি তাহলে - সত্ত্বের জয় অনিবার্য।
- ২) যদি হেরে গিয়ে থাকি তাহলে - পরাজয়ে ডরে না বীর।

স্বামী স্ত্রীর দৈনন্দিন জীবনে কত কথাই না হয়... কিন্তু
কিছু কিছু কথা খুবই টিপিক্যাল, প্রায়ই হয়ে থাকে। স্ত্রীর
বেলায় স্বামী কিভাবে পিছলে যায় বা স্বামীর বেলাতেই বা
কি ঘটে দেখা যাক না...!

স্বামী বনাম স্ত্রী

কার্টুন- হিরক

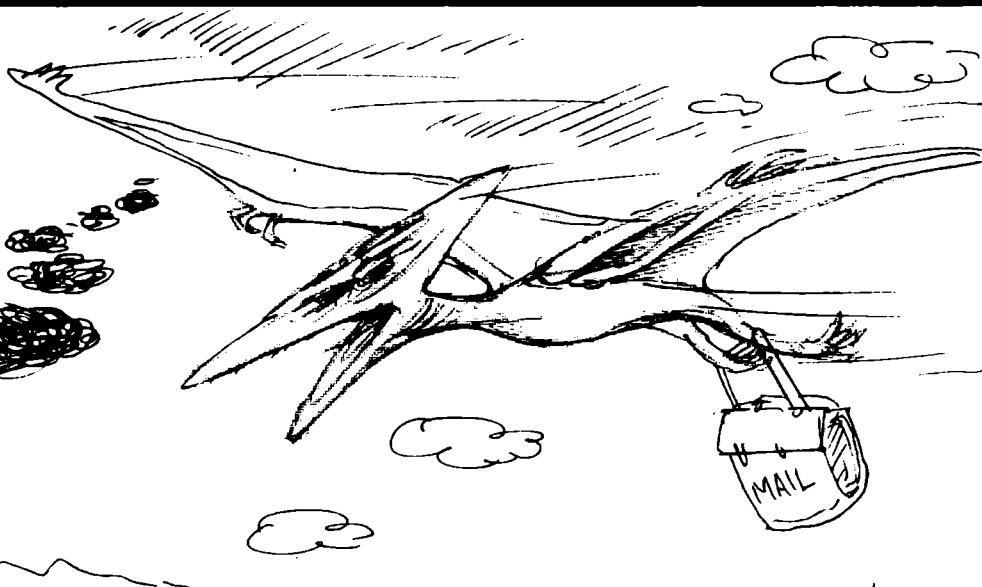




আদীমকালের প্রাণীরা বেঁচে থাকলে... আমরা যা করতে পারতাম...!

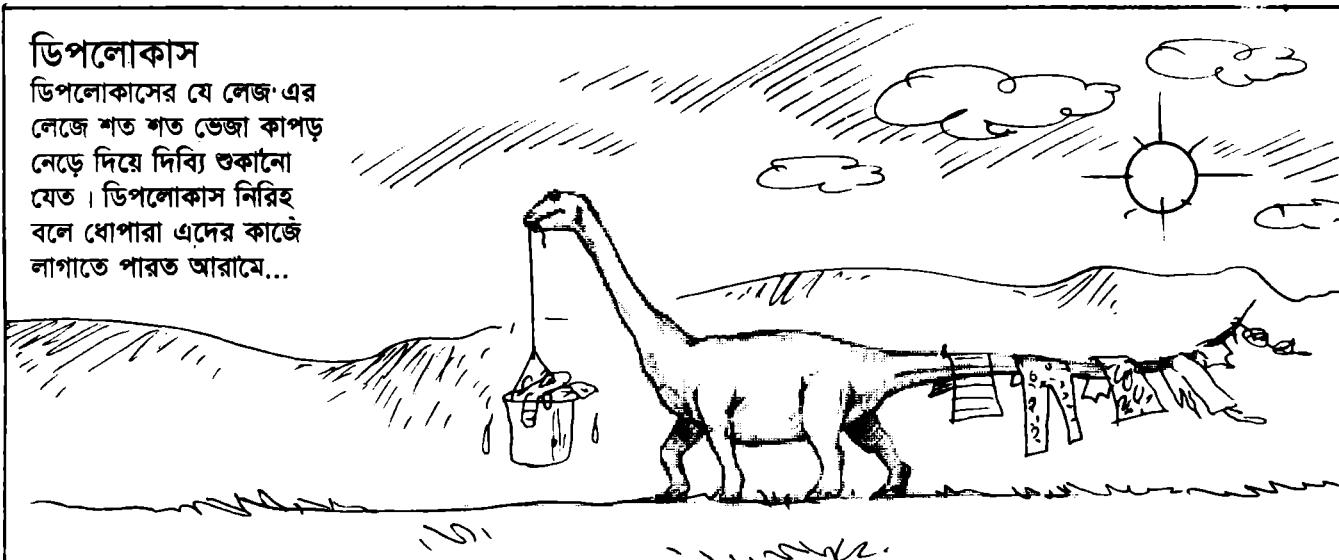
টেরোডাকটাইল

টেরোডাকটাইল বেঁচে
থাকলে মানুষ একে ডাক
বিভাগে কাজে লাগাত । এর
নামের মধ্যেই ডাক আছে
আর এর যে টেরোর চেহারা
ঠিক পত্র নিয়ে উড়ে গেলে
একে কেউ ঘাটাত না !



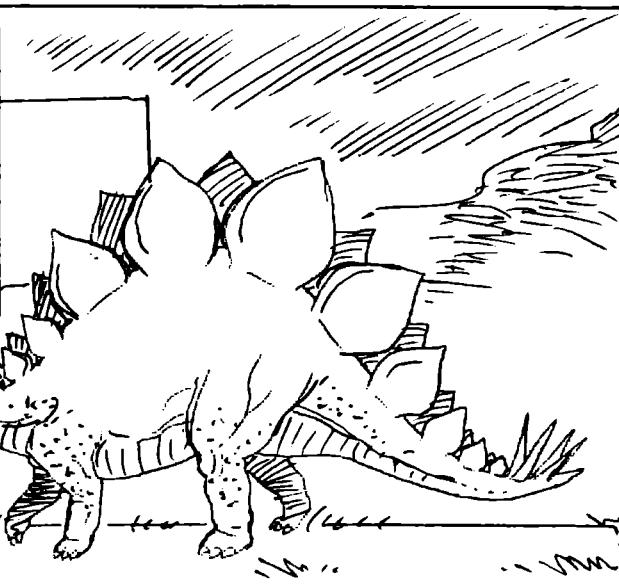
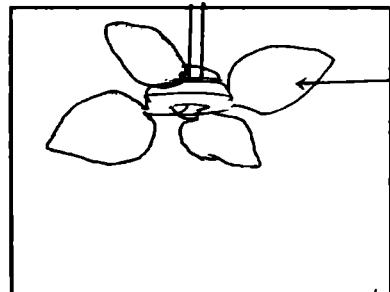
ডিপলোকাস

ডিপলোকাসের যে লেজ এর
লেজে শত শত ভেজা কাপড়
নেড়ে দিয়ে দিব্য শুকানো
যেত । ডিপলোকাস নিরিহ
বলে ধোপারা এদের কাজে
লাগাতে পারত আরামে...



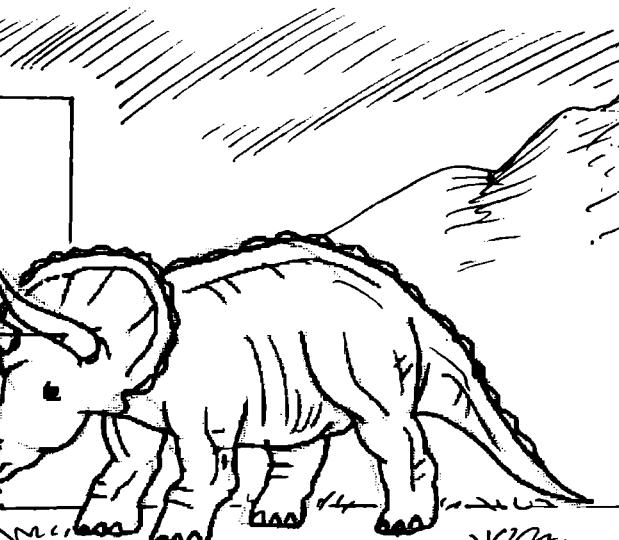
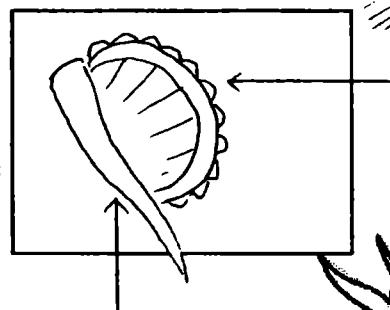
স্টেগোসরাস

স্টেগোসরাসের উপরের
পাখনা দিয়ে দিবি ছাঁট বড়
নানান সাইজের আধুনিক
সিলিং ফ্যান হত আর লেজ
দিয়ে হত দিবি পল্লী বন্ধুর
লাঙ্গল (উল্টে ব্যবহার
করলে)



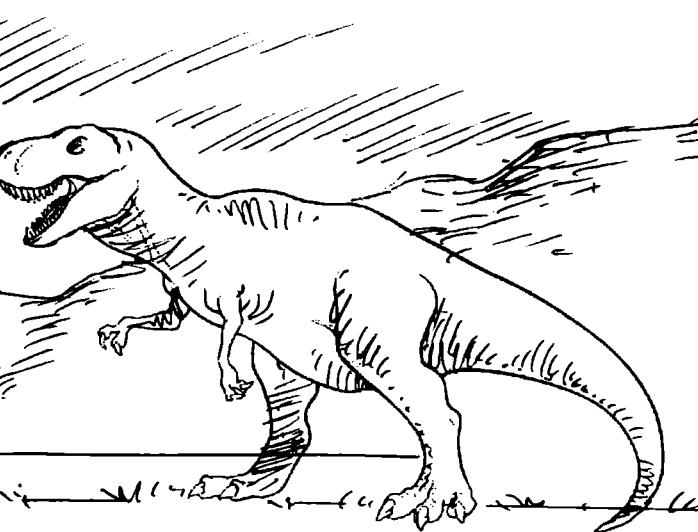
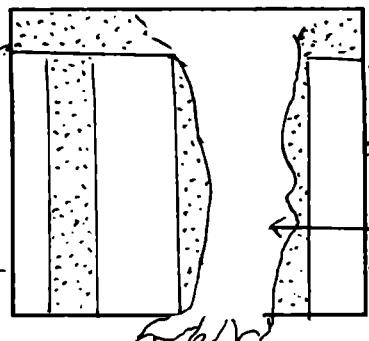
ডাইনোসরাস

ডাইনোসরাসের মাথা দিয়ে
হত রেডিমেট হাত পাখা
আর হাতল হত এর দাঁত।
তবে এক ডাইনোসরাসে এক
পাখা হত। তবে নতুন
মাথার শেও গজালে সেটা
দিয়ে হত আরেকটা পাখা
সাথে দুই দাঁত ফি....!



টি-রেক্স

টি রেক্সের দুই থামের মত
পা দিয়ে হতে পারত যেকোন
বাড়ি ঘরের পিলাই বা বিম।
রাডের খচ কমে যেত। বাড়ি
ঘর উঠত হ হ করে...



ফুটবলঃ কোলাজ কাটন!

এ মিয়া নামেন, আৱ
কতক্ষন জিৱাইবেন আমাৱ
হাতেৰ উপৰ...?

ৱেফাৰী ভাইজান ওৱে
আটকাইছি। জলদি লাল কাৰ্ড
দেখান ওৱে...



দাঢ়াও...বউৱে একটা
এসএমএস কইৱা লই!



আমৱা উট পাখিৰ মত মাথা
লুকাইছি ক্যান?

কিসেৱ উট পাখি? টসেৱ
কয়েনটা বিছৱাইতাছি...!

ধৰছি শালারে...তোমৰা
গোল দাও...!



হার হার... গোলটা
দিয়া লই...!



আল-হএকটা গোল
যেন করতে পারি...

C.RONALDO

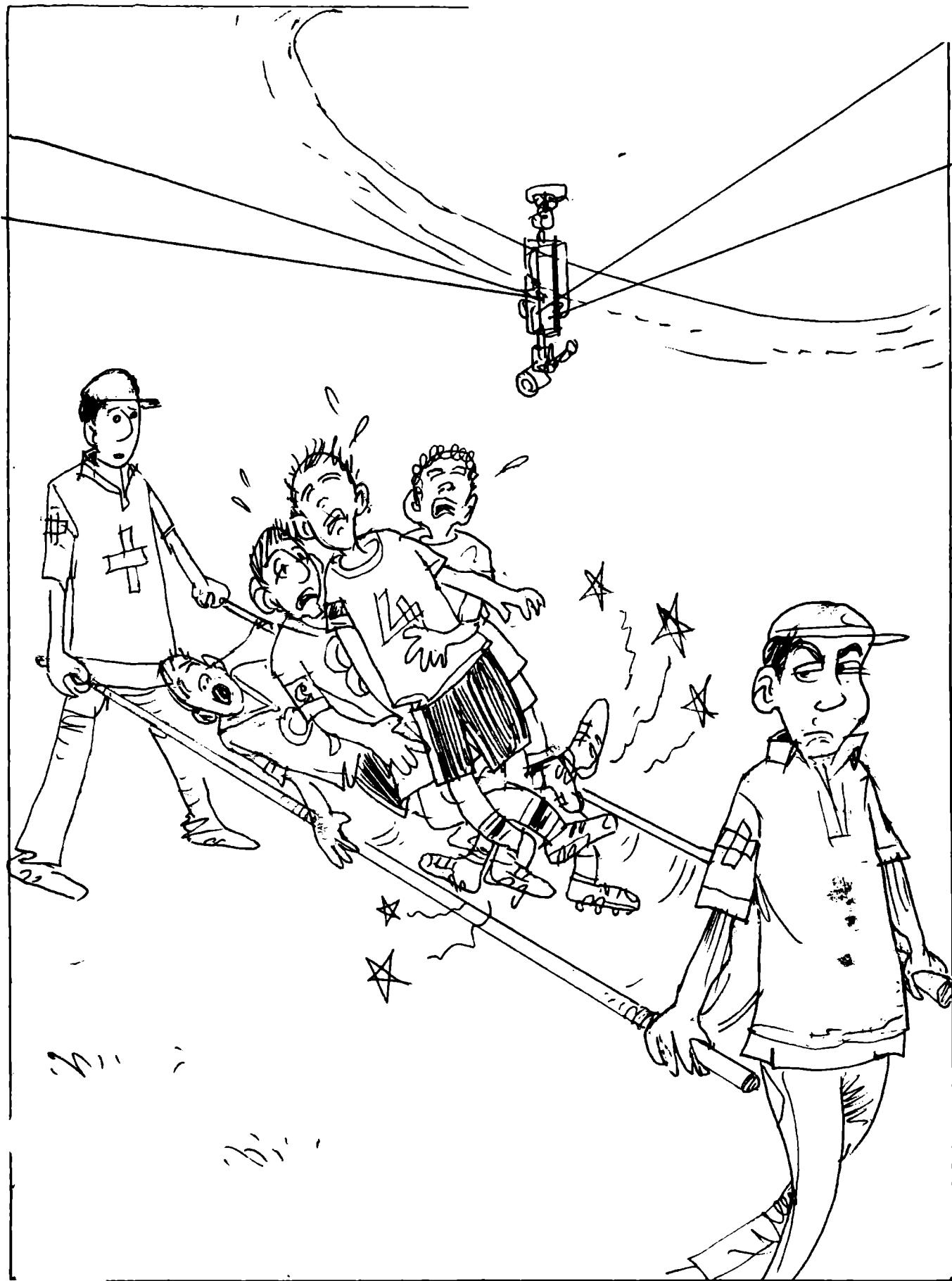
কাম সারছে! মাঠে
এ্যালিয়েন নাইমা গেছে...



ওয়ার্ল্ড কাপে একদিন

আহসান হাবীব





ফলমূলে ফর্মালিন দেয়া এখন একটি কুটির শিল্প হয়ে উঠেছে। জনজীবন
ভয়াবহরকম ভূমকির মুখে। এমতাবস্থায় আমরা যেটা করতে পারি অন্যান্য
জায়গায় ফর্মালিন ছিটিয়ে দিতে পারি যা পরবর্তীতে কাজে লাগবে। সেই অন্যান্য
জায়গা কি হতে পারে তাই নিয়ে এই ফিচাররুরু...

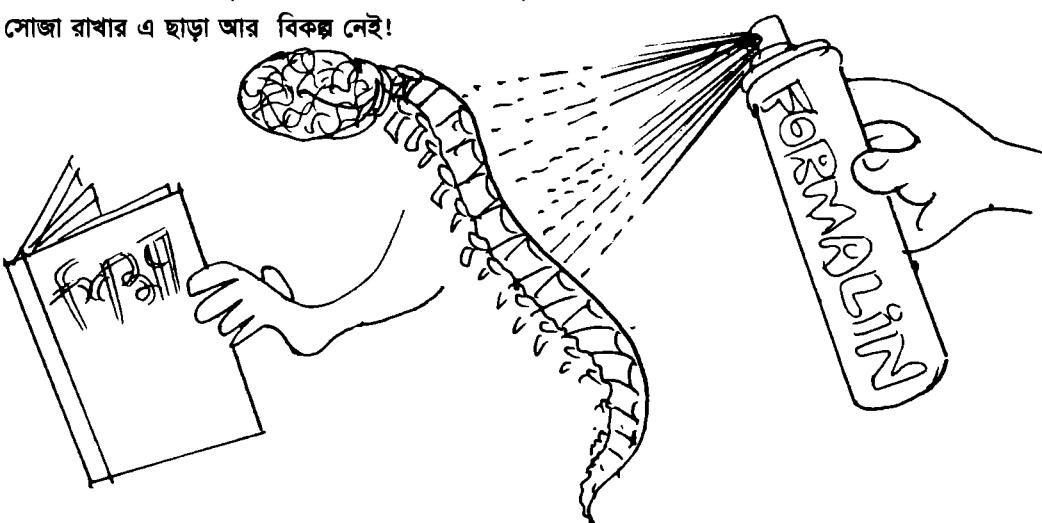
কোথায় ফর্মালিন দেয়া যেতে পারে!

লেখা- তৌফিক রিপন

পুরান ঢাকার সেই সমস্ত বাড়ি ঘরে ফর্মালিন ছিটিয়ে দেয়া যেতে
পারে, যা ভেঙে পড়ার জন্য যেকোন মুহূর্তে প্রস্তুত...



শিক্ষাই জ্ঞানির মেরুদণ্ড! সেই মেরুদণ্ডে ফর্মালিন ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে। যে হারে
প্রশংসন্ত ফাঁশ হচ্ছে মেরুদণ্ড সোজা রাখার এ ছাড়া আর বিকল্প নেই!



যাদের চুল হ হ করে শীতের বারা পাতার মতো বাটে যাচ্ছে বা পেকে যাচ্ছে তারা
চুলের তারন্য ও রং ধরে রাখতে মাথার চুলে ফর্মালিন স্প্রে করতে পারেন।



যারা বার্ধক্যকে বুঢ়ো আঙুলি দেখিয়ে অনস্ত যৌবন ধরে রাখতে চান তারা
পানিতে ফর্মালিন মিশিয়ে গোসল করতে পারেন।



একধিক... মতাঙ্গরে উপর্যপি ছ্যাকা খেয়ে যাদের হৃদয় ফানা ফানা হয়ে গেছে
তারা বুকের বা ধারে ফর্মালিন স্প্রে করতে পারেন।



* (বলাই বাহ্ল্য এসবই কিন্তু স্বেক উন্নাদীয় পদ্ধতি। কেবল মাত্র বিকৃত মণ্ডিকের পাঠকদের জন্য প্রযোজ্য)

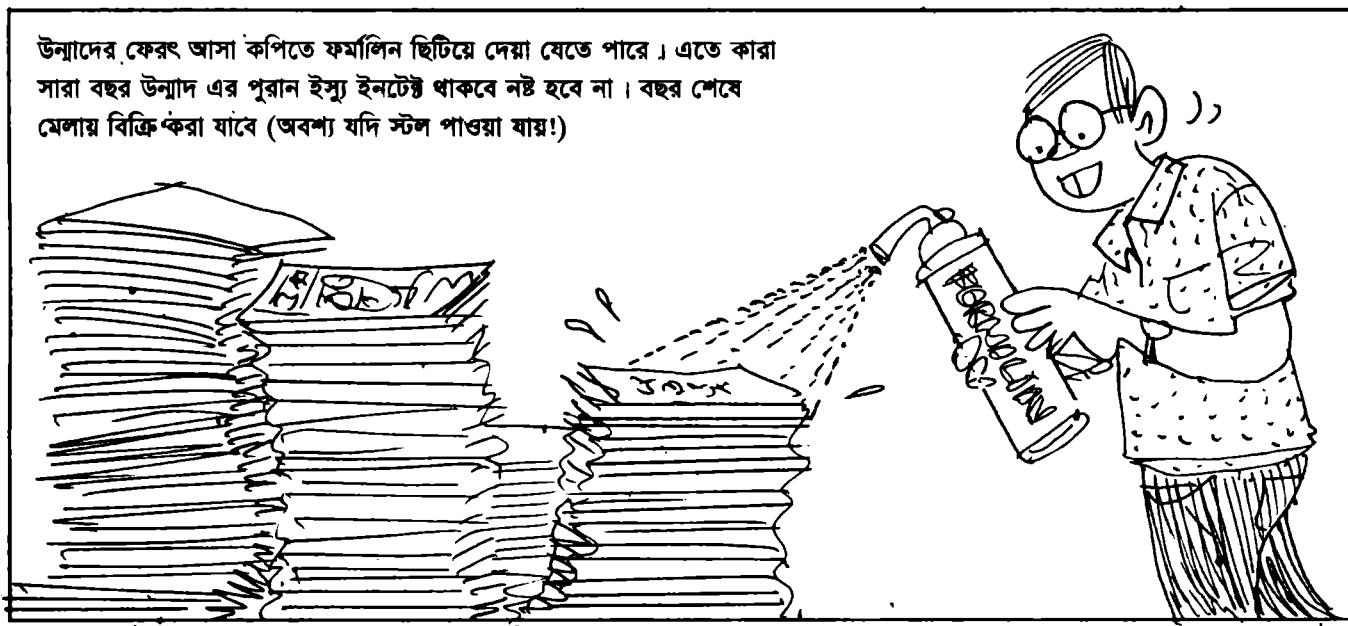
ରାତ୍ରା ତୈରୀ ହେଯାର ପର ତାତେ ଫର୍ମାଲିନ ଛିଟିଯେ ଦେଯା ସେତେ ପାରେ ତାତେ ରାତ୍ରାର
ଆର ଖୋଯା ଉଠିବେ ନା ସାରା ବହର ।



ତକଣଦେର ମନ୍ତିକେ (ବିଶେଷ କରେ ଯାରା ରାଜନୀତି କରିବେ) ଏ ଫର୍ମାଲିନ ଛିଟିଯେ
ଦେଯା ସେତେ ପାରେ ତାତେ କରେ ତାଦେର ମନ୍ତିକ ଠିକ ଥାକବେ ପଞ୍ଚ ଯାବେ ନା । ସୁନ୍ତ୍ଯ
ରାଜନୀତି କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତିତେ...



ଉନ୍ନାଦେର ଫେରଂ ଆସା କପିତେ ଫର୍ମାଲିନ ଛିଟିଯେ ଦେଯା ସେତେ ପାରେ । ଏତେ କାରା
ସାରା ବହର ଉନ୍ନାଦ ଏର ପୁରାନ ଇମ୍ସ୍ୟ ଇନଟେଟ୍ ଥାକବେ ନଟ ହବେ ନା । ବହର ଶେଷେ
ମେଳାଯ ବିକ୍ରି କରା ଯାବେ (ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ସ୍ଟଲ ପାଓଯା ଯାଏ !)



তুই দেখি সব
জানিস !

কার্টুন- পাভেল

বলতো মেয়েরা কোন মাসে কথা কম বলে ?

ফেব্রুয়ারী মাসে ক্তারণ
ঐ মাসে একদিন কম ।



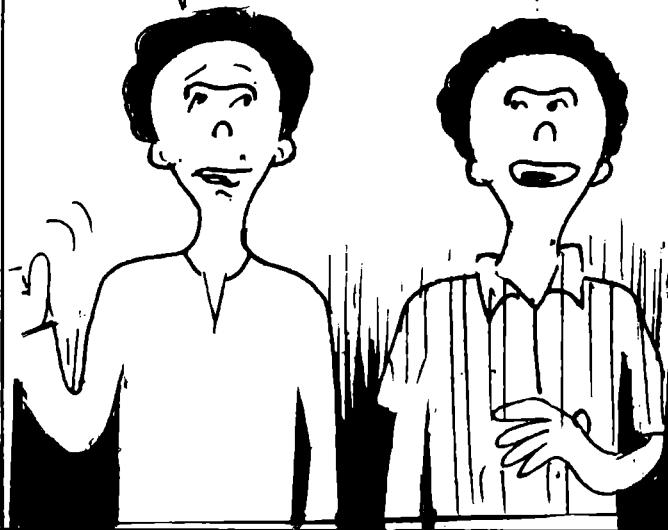
বলতো সাপ কেন টাট্টু করতে চায় না ?

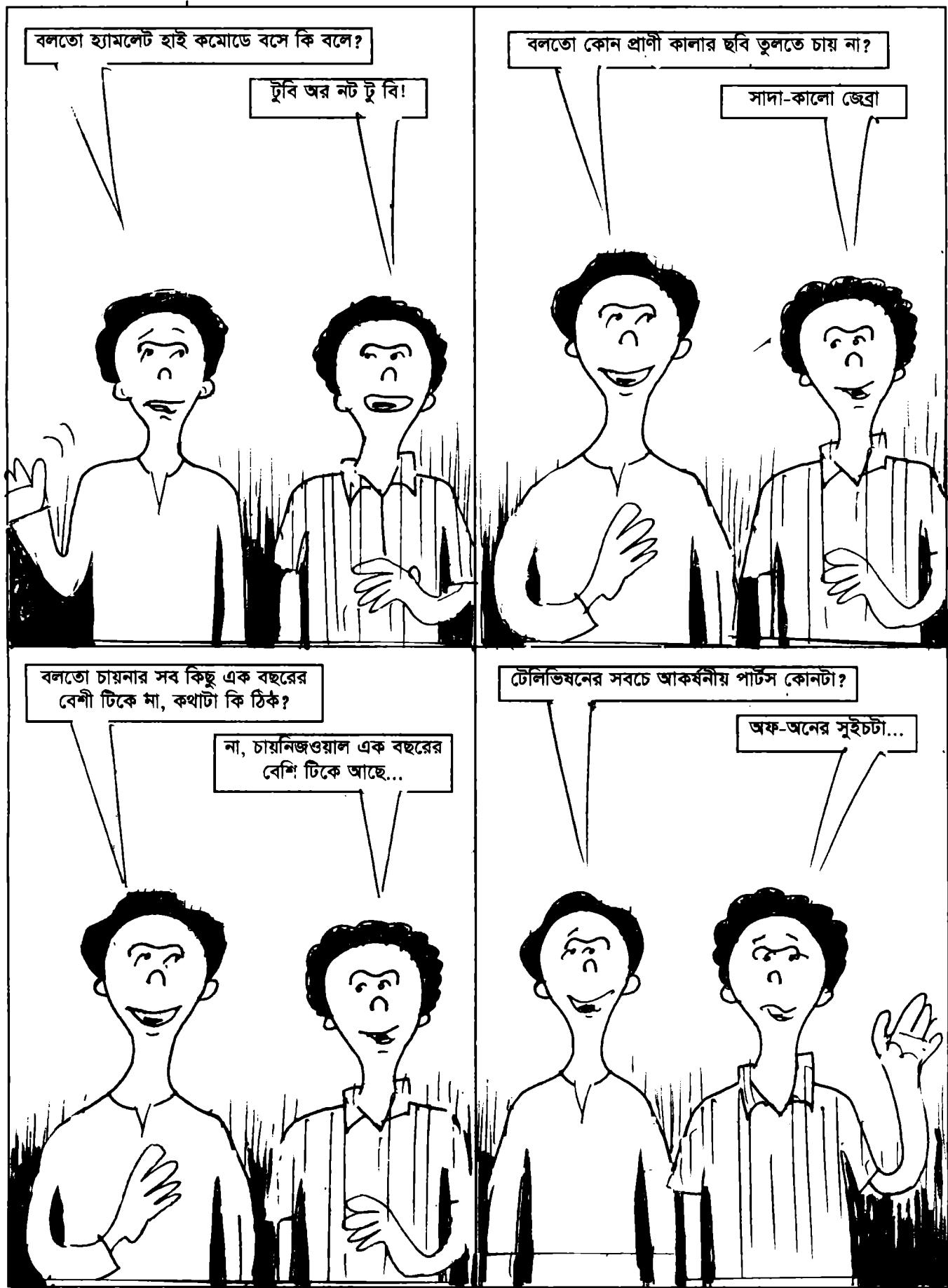
কারণ সাপ সবসময় খোলস পাল্টায়



বলতো বিড়াল কমিউনিস্ট পার্টির মেতা হলে নাম কি হত ?

ম্যাশ সেতুৎ





রিক্সা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এক অনিবার্য বাহন। এর যে চালক সেও আমাদের জীবনের এক অনিবার্য সঙ্গি। কিন্তু তাকে চিনে উঠা সবসময় কঠিন হয়ে উঠে...। তাকে সঠিকভাবে চেনার জন্য এই বিশেষ গবেষনা ধর্মী ফিচারর...!!

রিক্ষাওয়ালাকে চিনুন!

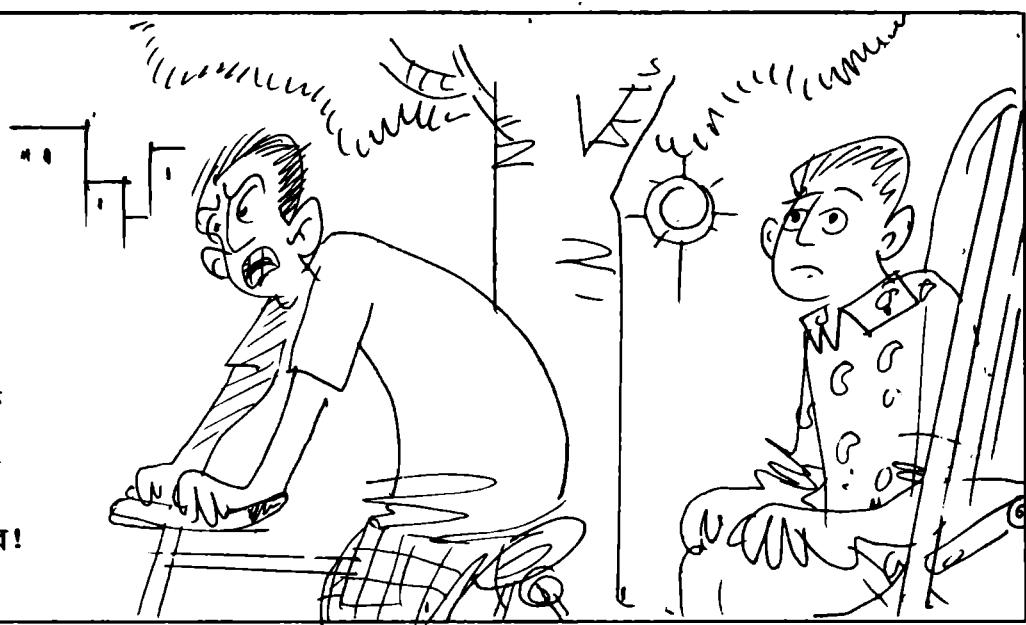
রিক্ষাওয়ালাকে চিনুন!

কাটুন- আহসান হাবীব

রিক্ষাওয়ালা যদি
কোথায় যাবেন.কেন
যাবেন কোন রোডের
কোন গলিতে
নামবেন , গলির মুখে
না গলির লেজে
নামবেন. এরকম
নানান প্রশ্ন শুরু করে
তাহলে বুঝতে হবে
এই রিক্ষাওয়ালার
ভূগোলের উপর
অগাধ জ্ঞান তাকে
দশটাকা বেশি দিতে
হবে আপনাকে...



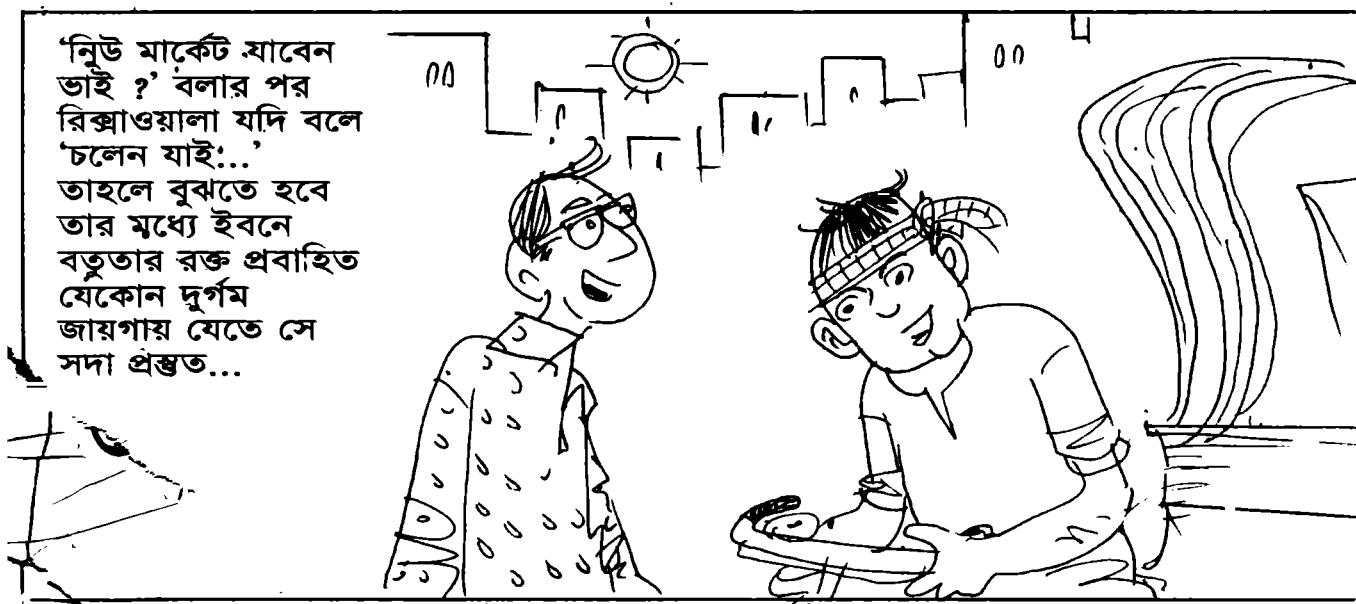
রিক্ষায় উঠার পর
যদি সে সরকারকে
ননস্টপ গালাগাল
শুরু করে তাহলে
বুঝতে হবে সে
একসময় তৎমূল
রাজনীতি করতো
কোন সুবিধা করতে
না পেরে সে এখন
জনতার কাতারে
রিক্সা চালায়...তাকে
নেয় ভাড়া দিয়ে
নেমে যাওয়াই উন্ম
নইলে আপনাকেও
গালাগাল খেতে হবে!



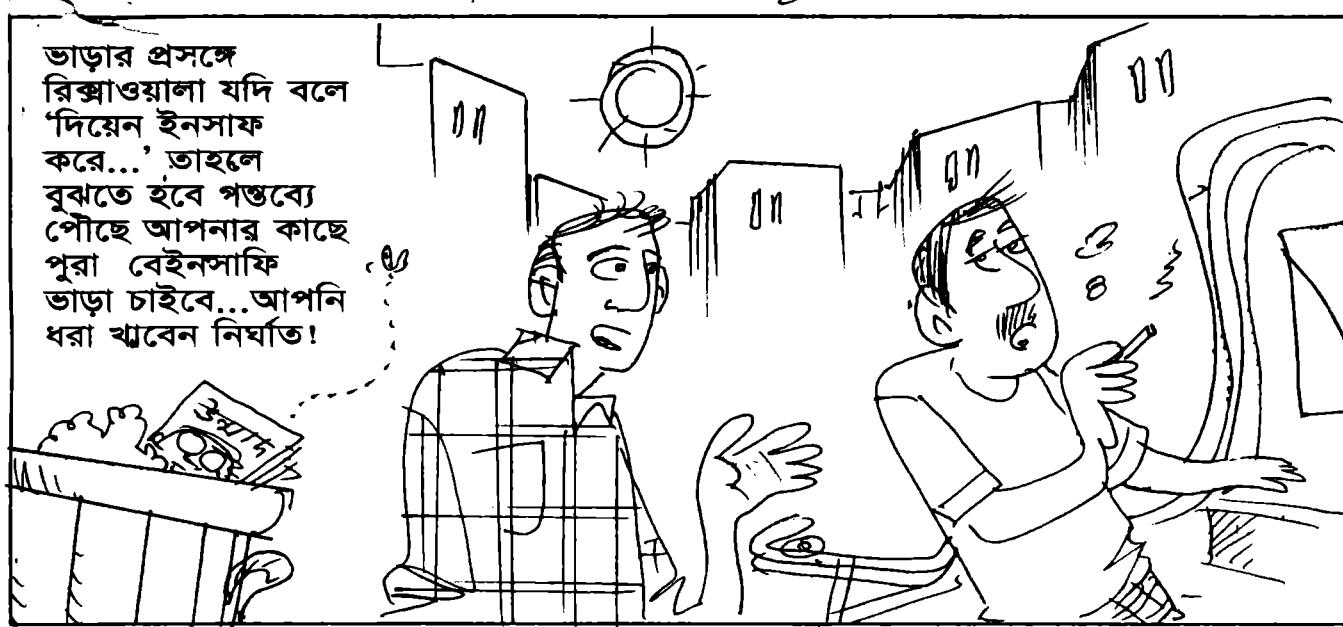
রিআওয়ালা যদি
আপনার দিকে
ফিরেও না তাকায়
তাহলে বুঝতে হবে
সে কোন নবাব
বংশের লোক। তার
ফাদার সাইড বা
মাদার সাইডে কেউ
বাংলা বিহার
উড়িষ্যার নবাব ছিল!



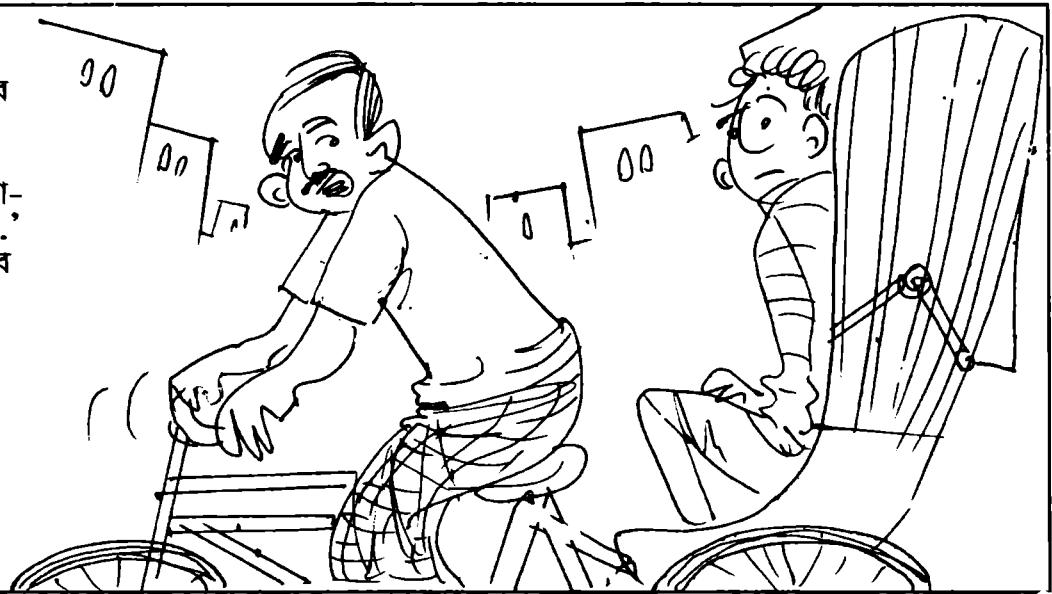
নিউ মার্কেট যাবেন
ভাই? 'বলার পর
রিআওয়ালা যদি বলে
'চলেন যাই...'
তাহলে বুঝতে হবে
তার মধ্যে ইবনে
বতুতার রক্ত প্রবাহিত
যেকোন দুর্গম
জায়গায় যেতে সে
সদা প্রস্তুত...



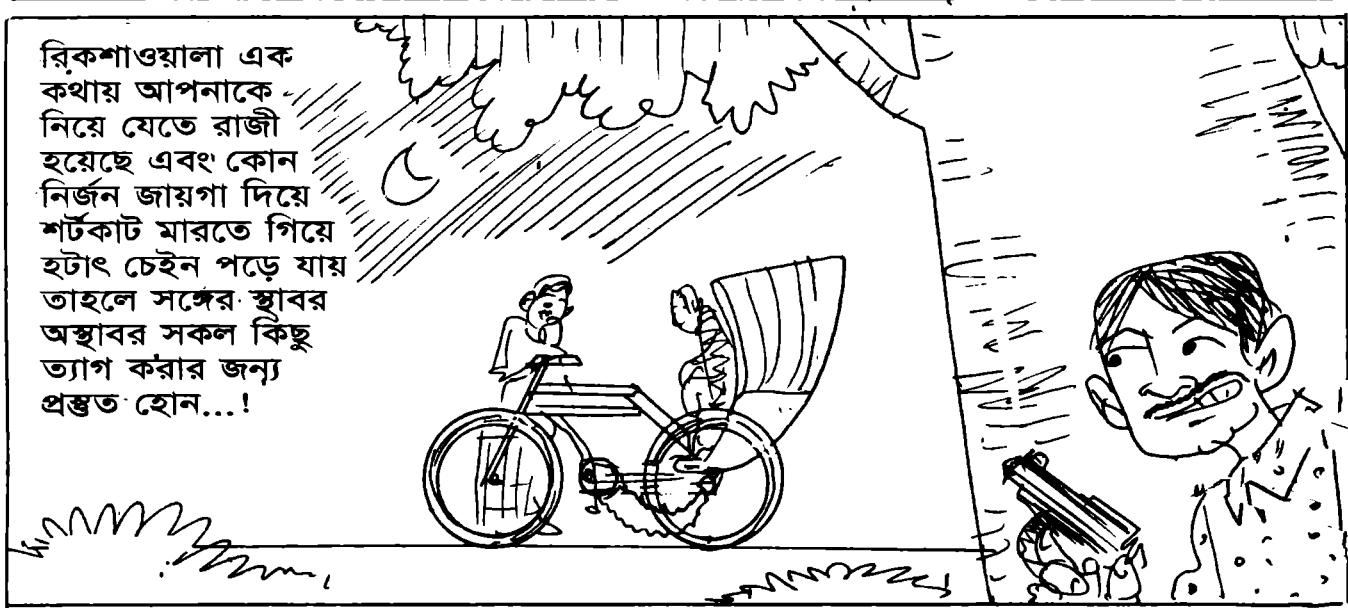
ভাড়ার প্রসঙ্গে
রিআওয়ালা যদি বলে
'দিয়েন ইনসাফ
করে...' তাহলে
বুঝতে হবে পন্থব্যে
পৌছে আপনার কাছে
পুরা বেইনসাফি
ভাড়া চাইবে...আপনি
ধরা যাবেন নির্ঘতি!



রিক্ষাওয়ালা যদি
আপনাকে উঠানোর
পর গল্প শুরু করে
কাল তার মেয়ের
বিয়ে...হাতে পয়সা-
টাকা পয়সা নেই...
তাহলে বুঝতে হবে
আপনি অচিরেই
মানবিক মাইনক্যা
চিপায় পড়তে
যাচ্ছেন...!



রিক্ষাওয়ালা এক
কথায় আপনাকে
নিয়ে যেতে রাজী
হয়েছে এবং কোন
নির্জন জায়গা দিয়ে
শর্টকাট মারতে গিয়ে
হটাং চেইন পড়ে যায়
তাহলে সঙ্গের স্থাবর
অস্থাবর সকল কিছু
ত্যাগ করার জন্য
প্রস্তুত হোন...!



মিরপুরে উন্মাদ
অফিসে যাওয়ার কথা
শুনে রিক্ষাওয়ালা
যদি আকুল হয়ে
কাঁদতে শুরু করে
তাহলে বুঝবেন সে
একসময় উন্মাদের
একনিষ্ঠ পাঠক
ছিল...এবং উন্মাদের
যাবতীয় দর্শন বিশ্বাস
করে আজ সে...



উন্নাদীয় সমস্যা ও সমাধান...

খ্যাত অখ্যাতদের...!

এডলফ হিটলার

আমার সমস্যা হচ্ছে আমার সঙ্গে আছে মেরেলিন মনরো।
ভালই সময় কাটাচ্ছি কিন্তু বুবতে পারছি না আমার সঙ্গে এই
সুন্দরী কেন? পৃথিবীতে এত ইচ্ছী মেরে আমারতো থাকার
কথা নরকে...

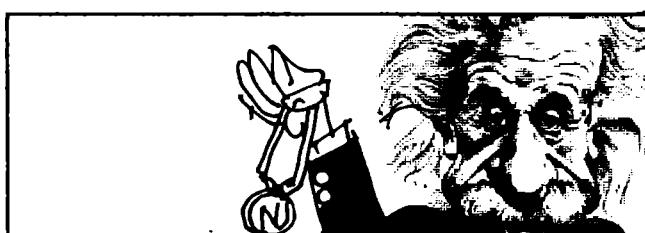
- আপনি নরকেই আছেন। শাস্তি টা হচ্ছে মনরোর
আপনারটা এখনো তরু হয় নাই।



আইনস্টাইন

আমি স্বগেই আছি। তবে মুশকিল হচ্ছে কোন বিজ্ঞান
গবেষণা করতে পারছি না। স্বর্গের লোকজন নোবেল
প্রাইজের টাকার হিসাব চাচ্ছে। কি করি?

- নরক থেকে একজন সেইরকম আয়কর উকিল হায়ার
করুন।



মার্কটোয়েন

লেখালেখির কারণেই বোধহয় স্বগেই আমার স্থান হয়েছে
কিন্তু মুশকিল বা সমস্যা যাই বলুন না কেন সেটা হচ্ছে
আমার নাম নিয়ে', মার্কটোয়েন আমার ছফ্ফনাম হওয়ায় স্বর্গের
লোকজন ঝামেলা করছে। বলছে আসল নামে এন্টি করতে
হবে নইলে নরকে পাঠিয়ে দিবে। কি করি সমাধান দিন...

- বুবতে পেরেছি আপনি ভাল বাটে পরেছেন। আপনি
আপনার নাম সংক্রান্ত কাগজপত্র আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন
ফ্যাক্স করে, (সাথে কিছু নগদ ক্যাশও বিকাশ করুন)। আমরা
এখান থেকে 'জেনুইন ডুপ্রিকেড' কপি পাঠানোর ব্যবস্থা করে
দিব...



মীরজাফর আলী খা

আমি নরকেই আছি তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু বড় নিঃসঙ্গ
আপনাদের দেশ থেকে শুনেছি অনেকেরই আসার কথা কিন্তু
এখনও কেউ আসছে না কেন?

আসবে আসবে... ধৈর্যনৎ ধৱনৎ তিষ্ঠ!



মার্কিন

আমার সমস্যা হচ্ছে ...রেডিও আবিষ্কার করেতো মনে হচ্ছে ফাটা বাঁশের চিপায় পড়ছি। সবাই বলছে আমার আগেই আপনাদের স্যার জগদিশ চন্দ্র বসু নাকি আবিষ্কার করেছিলেন। আমি নাকি চুরি করেছি। এখন এখানে সবাই আমাকে রাতদিন অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে। কি করি? একটা সমাধান দিন
- কি আর করবেন? স্বর্গ থেকে নরকে আত্মগোপন করুন।
(স্যার জগদিশের ছবিবেশ নিতে পারেন)



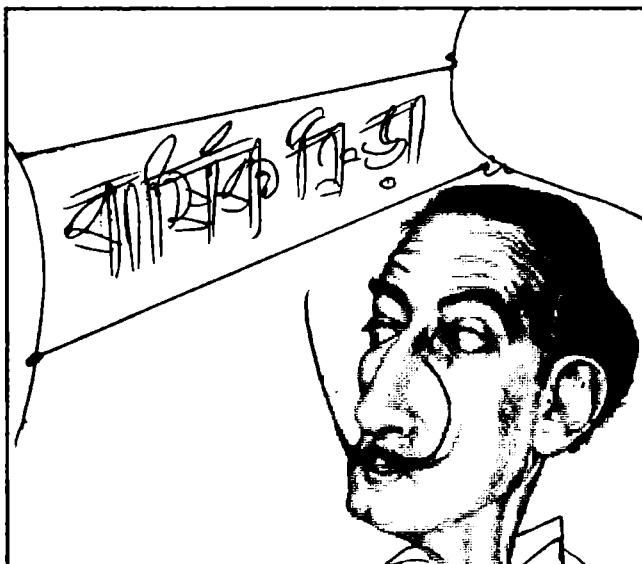
মাও সেতুৎ

আমিতো ভাই বিরাট অস্মুবিধায় আছি। কোন কক্ষুনে যে বলেছিলাম 'বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস...' এখন এখানে বন্দুকের নলের মুখেই আছি। কমিউনিস্টি বলেতো নরকেই আছি আর বুরৈনতো নরকে সব টপ টেরুরু আছে তাদের গাঁর পয়েন্টে আছি এর থেকে বাঁচার বুদ্ধি কি? জলদি জানান ...সমাধান দিন...
- আরে এটা কোন বন্দুক আগে বুঝেন। কার্টুনের ব্যাঙ ব্যাঙ বন্দুক হওয়ার ব্যাপক সম্ভবনা আছে। তাহলেতো বেঁচেই গেলেন।



সালভাদার দালি

আমিতো ভাই বিরাট সমস্যায় আছি স্বর্গ-নরকের বার্ষিক ক্রিড়ায় দড়ি টানাটানিতে দুদিক থেকে দু দল রশি টানবে এমনই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু স্বর্গ নরকে রশি না'পাওয়ায় এখন নাকি সিদ্ধান্ত হয়েছে আমার গোক ধরে দু দল টানবে দুদিক থেকে। একদিকে নরকের লোকজন আরেক দিকে স্বর্ণের, এমতাবস্থায় এ বিপদ থেকে বাঁচার বুদ্ধি কি? জলদি সামাধান দিন...
- কোন ব্যাপার না বাঙালী হাসির গল্পের সেই খিদ্যাত নাপিত এখন স্বেগেই আছে। তাকে ই মেইল করে দিছি'ও গিয়ে আপনার গোক সাইজ করে দিবে। বাটার ফ্লাই গোক ছাটবেন না কি ছাটবেন সেটা ঠিক করে নিন।



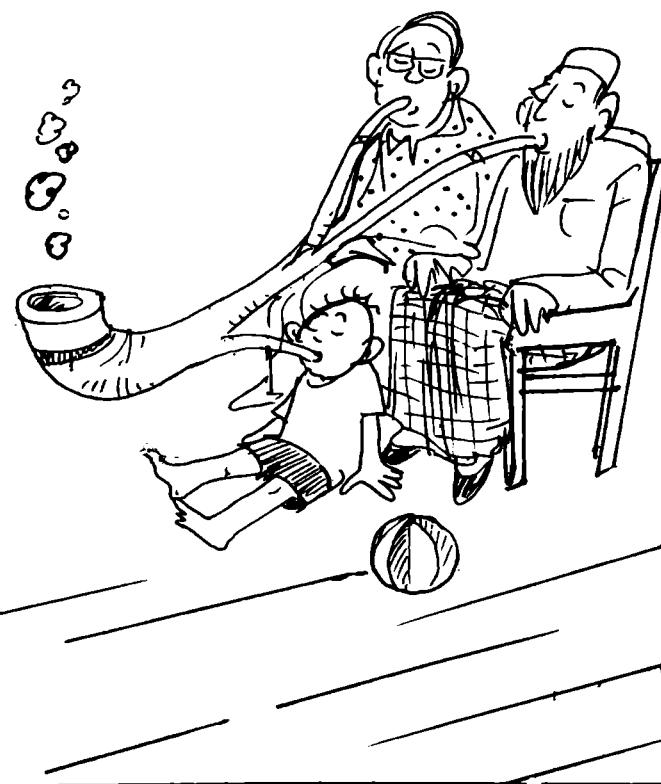
ম্যাক্সিম গোকি

পৃথিবীতে থাকতে দু'বার আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বলে আমাকে নরকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে শুনছি। নরকে যেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লেখালেবি চালিয়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা তনেছি ওখানে নেই। একটা ল্যাপটপ বা আই প্যাড কি কোন ভাবে পাওয়া যায়? ব্যাবস্থা করতে পারেন? সমাধান দিলে চির কৃতজ্ঞ থাকব। চাই কি আপনার উন্মাদেও মাঝে মাঝে লিখতে পারি। কোন সন্মানীও আমি চাই না আপনাদের কাছ থেকে...
- এতো মহা জ্বালায় ফেললেন। আমাদের অফিসের পিসিটাই পাঠাতে পারতাম কিন্তু প্রচুর ভাইরাস। তবে আপনি এক কাজ করুন একটা এস্টি ভাইরাস এর সিডি জোগাই করুন আর এক্সিক থেকে দেবি আমি আমাদের অফিসের পিসিটাই পাঠাতে পারি কিনা।

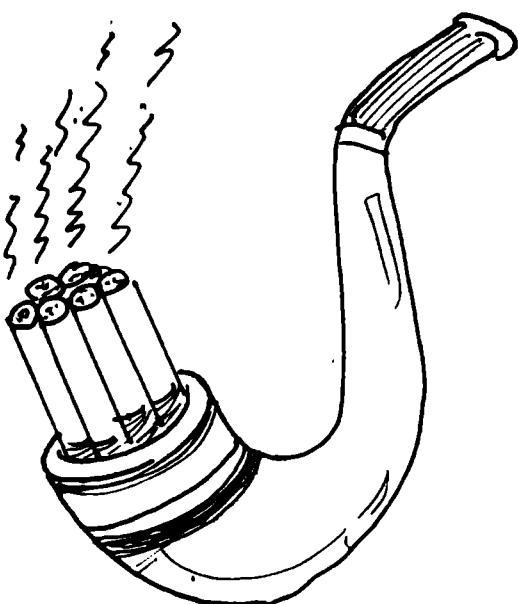


পাইপদেখে যায় চেনা

ফ্যামিলি পাইপ...



সিগার পাইপ...



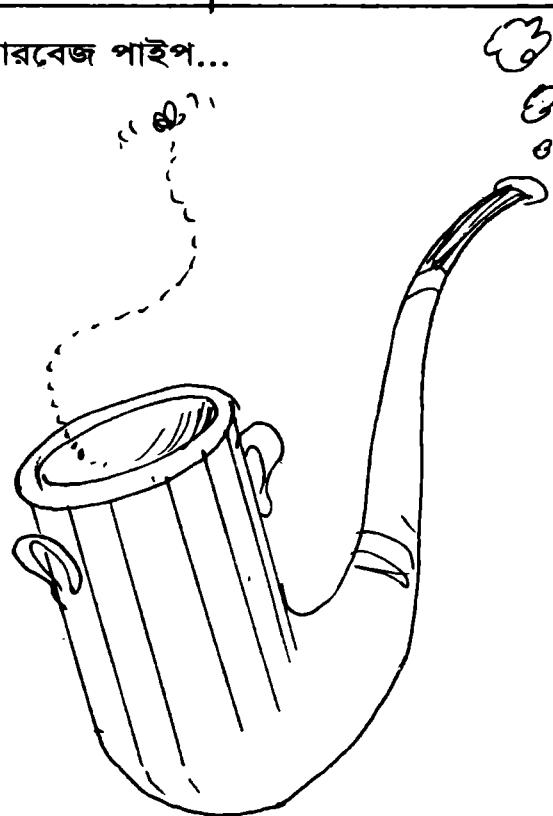
সিগনাল পাইপ...



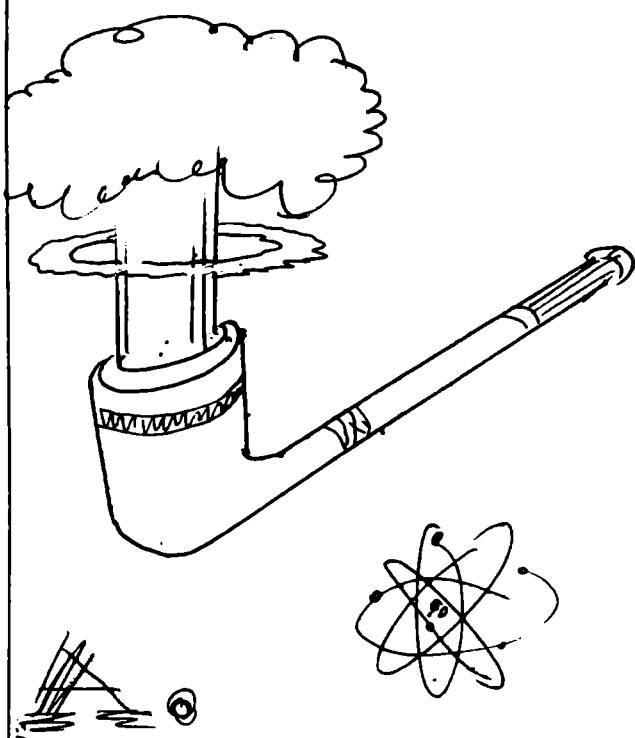
হরের পাইপ...



গারবেজ পাইপ...



এটমিক পাইপ...



উন্নাদীয় পাইপ...



রম্য নাটক

একদা এক নারীবিবেজিত কবি-[অবশেষে] প্রেমে পড়িল...!

আহমেদ মামুন



দৃশ্য-০১

(রাস্তার মোড়। মোড়ে দড়িয়ে এলাকার পতিনেতা আজাদ, ও তারা চ্যালা নুরুসহ আরো তিনি চারজন ছেলে আড়ডা দিচ্ছে। পাশে দিয়ে যাচ্ছে কবি আবদুল মজিদ)

আজাদঃ আমাদের কবি সাহেবে না?

নুরুঃ হ, বস। শাস্তি শ্যায়, আয়া ব্যারব্যার শুরু করব!

মজিদঃ কি করছ বঙ্গুরা?

আজাদঃ দোষ্ট আইর্জ কাইল তো তোর দেখাই পাইনা। কই খাকোছ?

মজিদঃ আজস্কবিতা উৎসব ছিলো। সেখানে গোছিলাম।

আজাদঃ কবিতা পঠ করলি?

মজিদঃ তুইতো জানিস আমি নীড়তচারী কথি। এই সব সেমিলারে কবিতা আবৃত্তি করে নিজেকে জাহির করা আমার স্বত্বাব না।

আজাদঃ জানি এখন পর্যন্ত কোন পত্রিকায় তোর কবিতা ছাপা হয় নাই।

মজিদঃ ছাপা হয় নাই। এইটা ঠিক না। আমি কোন পত্রিকায় লেখা পাঠাই নাই। আমি এই জনপ্রিয়তা, অটোগ্রাফ, সত্তা এসবে বিশ্বাসী না। কবিতা হল মনের খাদ্য।

নুরুঃ মামা আপনে ঠিক বলছেন। কবিতা হইল খাদ্য। তবে আমার ধারণা আপনার কবিতায় ভিটামিন আছে। নিরামিষি না।

মজিদঃ আমি কবিতা লেখি ভেতর থেকে। নিরামিষি হবে কেন? নুরুঃ মাঝায় হইলো আমাদের এলাকার গর্ব। আশে পাশে কোন এলাকায় কবি নাই। শুধু এই আমাদের এলাকায় একটা কবি আছে মামা একটা কবিতা ত্বনান। যেন মনে ব্যাপক ভাব আসে।

মজিদঃ এখন কবিতা পাঠের সময়। আর এইটা কবিতা পাঠের পরিবেশ হইলো। তবুও যখন অনুরোধ করেছিস..

(মজিদ খাতা বের করে একটা কবিতা আবৃত্তি করবে।)

মজিদঃ নদীর পাশে বৈলো মাঠ।

মাঠের বুকে কচি সবুজ ঘাস।

ঘাসের গড়ে মন উদাস।

আমার পথ হাটা ক্লান্তি

মুছে যায় ঘাসের গড়ে

আমি ফিরে আসি বার বার...

নুরুঃ মামা কবিতার নাম কি?

মজিদঃ নামটা পুরোপুর ঠিক করি নাই। তবে ঘাস দিবো নয়তো ক ঘাস দিব।

নুরুঃ মামা আমার জ্ঞান কম তয় কবিতাটা আমি ঠিকই ঠায়োর কইয়ে ফালাইছি। বুঝাই কার জন্য কবিতা লিখছেন!

মজিদঃ কার জন্য লিখছি?

নুরুঃ গবুর। মানে গবুর মনের কথা লিখছেন। আমনে অনেক বড় কবি। গবুর সমাজ, গবুর মন নিয়া ভাবেন।

মজিদঃ এই জন্যই তোগোরে কবিতা শুনাই না।

নুরুঃ মামা আমি নিজের অজান্তে কোন দোষ কইয়া ফালাইছি।

মজিদঃ আমি কি গবুর সমাজের কবি?

নুরুঃ আমি কি বলছি? আমি বললাম আপনি গবুর মনের কথা নিজে দিলে জায়গা দিয়া কবিতা লেখছেন?

মজিদঃ তুই ব্যাটা আস্তা খবিশ।

আজাদঃ দোষ্ট তুমি রাগ হও আর যাই হও। আমাদের বয়সি কবিদের কবিতা হইবো নারী সিয়া। প্রেম নিয়া। কি আমি ঠিক বলছি না?

মজিদঃ আজ কালকার সময়ের প্রেম হইলো ভভামি। আমি ভভামি নিয়া কবিতা লিখি না।

আজাদঃ দোষ্ট তোর যদি আমাগো লগে চলতে হয় তাইলো প্রেমের কবিতা লেখতে হইবো।

নুরুঃ হ মামা লেখতে হইবে। আমনের কবিতা আমরা এসএমএস আকারে পাঠামু আশেপাশের এলাকার মেয়েদের কাছে। টাটকা এসএমএস। আমাদের প্যাটচিজ বারবো। এলাকারও সম্মান

বারবো। ফুটপাতের গাইডের পুরান এসএমএস সব কমন। দেখতে চিনা যায়। মামা আমনে আমাগো দিকে তাকায়া অন্ততো দুই চাইরে প্রেমের কবিতা রচনা করেন।

মজিদঃ নুরু ১০ ক বলছে। তোকে প্রেমের কবিতা লিখতেই হইবো।
নয়তো তোকে আমরা বয়ক্ট করবো।
আজাদঃ একজন কবির স্বাধীনতা আছে তার ইচ্ছ মতো লেখার।
নুরুঃ যামা আপনে যদি প্রেমের কবিতা না লেখেন। আমরা গণ
অনসন দিমু। সবাই না খাও ধাকুম। আপনি একটা প্রেমের কবিতা
পাঠ করিবা অনসন ভাঙ্গবেন।

মজিদঃ তোরা অনসন দিয়ে মরে গেলে এসে জানাজা পড়ে যাবো।
তবুও আমি প্রেমের কবিতা লিখবো না।
নুরুঃ যামা আমনে কবি হয়া এমন নিষ্ঠুর'বাক্য মুখে আনলেন। আমি
মনে ব্যাপক কষ্ট পাইছি।
আজাদঃ এখন শেষ কথা হইলো তোর আমাদের সাথে সম্পর্ক
বাখতে হইলে অবশ্যই প্রেমের কবিতা লেখতে হবে। নয়ত সম্পর্ক
শ্যাম।

মজিদঃ ঠিক আছে। শেষ।
(মজিদ খাতা ব্যাগের মধ্যে তরে প্রস্থান করবে। ওর চলার পথের
দিকে তাকিয়ে আজাদ বলবে।)

আজাদঃ ব্যাটা আবুল কবি!
নুরুঃ আবার ভাব লয়।

দৃশ্যান্ত-০২

(আজাদ নিজের মোবাইল খুলে দেখে ১১টা মিস কল উঠে আছে।
আজাদ কল ব্যাক করে।)
হামিদঃ আমি কয়টা মিস কল দিয়েছি।
আজাদঃ সর্বি।
হামিদঃ আমি বলছি আমি কয়টা মিস কল দিয়েছি।
(আজাদ মোবাইলের দিকে তাকায়।)
আজাদঃ এগারোটা।
হামিদঃ এখন এগারো বার সরি বলো।
আজাদঃ সরি, সরি....
(হামিদ মুখে হাসি টেনে।)
হামিদঃ হয়েছে। এখন বল কি করছিলে?
আজাদঃ আমার এক কবি বছু আছে। কবিতা লেখে।
হামিদঃ কবিতো কবিতাই লিখবে।
আজাদঃ আরে ওর বিষয় হইলো ও কবিতা লেখবে প্রেমের কবিতা
লেখবে না।
হামিদঃ তা কিসের কবিতা লিখে?
আজাদঃ কি সব হাবিজাবি গাছ-গাছালি লতাপাতা নিয়া কবিতা
লেখে।
হামিদঃ তাতে তোমার কি ও ধাকুক লতাপাতা নিয়া।
আজাদঃ আমার কথা হলো আমাদের বয়সি একটা ছেলে কেনো
প্রেমের কবিতা লিখবে না।
হামিদঃ কেন সংসদে আইন পাস হয়েছে তবুণ কবিদের অবশ্যই
প্রেমের কবিতা লিখতে হবে।
আজাদঃ শোন এই বিষয়টা যদি পাশের মহল্লায় জানাজানি হয়।
আমাদের মহল্লায় একজন কবি আছে সে লতাপাতা নিয়ে কবিতা
লিখে। তাহলে কি হ'বে জানো?
হামিদঃ কি হবে?

আজাদঃ সবাই বলবে আমরা তুনভোজি। লতাপাতা থাই, তাই
লতাপাতা নিয়া কবিতা লেখি। আমাদের গুৱ ভাববে না!
হামিদঃ তোমাদের লোকাল কবি কি লতাপাতা ছাড়া কবিতা লিখতে
পারে না?
আজাদঃ আরে না। আজ কবিতা লিখছে-
মাঠের বুকে কঢ়ি সবুজ ঘাস।
ঘাসের গজে মন উদাস।
হামিদঃ আছা তোমার কবি মোবাইল ব্যাবহার করে?
আজাদঃ করে। তুমি ফোন দিতে যেয়ো না। হেভি ঝাড়ি খাইবা।
হামিদঃ তুমি নামারটা দাওনা। আমাকে ঝাড়ি দিবে না।
আজাদঃ আছা আমি ওর নামার তোমাকে এসএমএস করে পাঠিয়ে
দিচ্ছি।
হামিদঃ ওকে বাই।

দৃশ্যান্ত-০৩

(মজিদ টেবিলে বসে কবিতা লিখছে। তার টেবিলে একটা ছোট
মাছের জার। সেখানে একটা মাছ। মাছের দিকে তাকিয়ে খেকে
মজিদ খাতায় লিখে। হঠাৎ তার ফোন বেজে উঠে।)

মজিদঃ হ্যাণ্ডে স্নামুজালাইকুম।
হামিদঃ ওয়ালাইকুম আসলামা।
মজিদঃ জ্বি আপনি কাকে চাচ্ছেন?
হামিদঃ আমি কবি আব্দুল মজিদকে চাচ্ছি?
মজিদঃ আপনি কে বলছেন?
হামিদঃ আমি কবি আব্দুল মজিদ।
হামিদঃ জ্বি। কেন বলুন তো।
হামিদঃ স্যার আমি আপনার একজন ভীষণ তত্ত্ব। আপনার কবিতা
আমার এতো ভালোলাগে যে আপনাকে আমি বুকাতে পারবো না।
মজিদঃ আপনি আমার কবিতা কোথায় পড়েছেন?
হামিদঃ কেনো পত্রিকায়।
মজিদঃ আমার কোন কবিতা পত্রিকায় তো ছাপা হয়নি।
হামিদঃ না হলে আমি পড়েছি কোথা থেকে? আপনি পত্রিকায়
কবিতা লিখেন না?
মজিদঃ অনেক কবিতা পত্রিকায় পাঠিয়েছি। কিন্তু ছাপা হয় নাই।
অবশ্য আমি নিয়মিত পত্রিকা পড়ি না।
হামিদঃ হয়ত আপনার লেখা কবিতা ছাপা হয়েছে। আপনার চোখে
পড়ে নাই।
মজিদঃ তা হতে পারে।
হামিদঃ হতে পারে কি, হয়েছে! আমি আপনার কবিতা পড়ে পত্রিকা
অফিস থেকে আপনার কাঁচান নামার কালেট করেছি। বিশ্বাস হলো?
মজিদঃ আপনি আমার কি কবিতা পড়েছেন?
হামিদঃ লতা লতা...
মজিদঃ কলমি লতা।
হামিদঃ জ্বি ঠিক ধরেছেন কলমি লতা। আপনি খুব সুন্দর লিখেন।
আমার অনুরোধ কোন অবস্থায়ই লেখা ছাড়বেন না।
মজিদঃ ঠিক আছে আপনার অনুরোধ আমি রাখার চেষ্টা করবো।

আপনার নামটা বললেন না ?
হামিদাঃ আজ কবিতা লিখছেন ?
মজিদঃ আমার টেবিলে একটা গোল্ড ফিস আছে। ভাবছি গেন্ড ফিস
নিয়ে একটা কবিতা লিখবো।
হামিদাঃ আমি ফোন করে আপনার লিখার মাঝে ডিস্টাৰ্ব করলাম না
তো? ঠিক আছে লিখতে থাকুন।
মজিদঃ দয়া করে আপনার নাম বললেন ?
হামিদাঃ আমার নাম হামিদা।
মজিদঃ খুব সুন্দর নাম।
হামিদাঃ ধন্যবাদ স্যার। আমি মাঝে মাঝে আপনাকে ফোন করে
বিরক্ত করলে আপনি করবেন না তো?
মজিদঃ না না কি যে বলেন। আপনি যখন খুশি ফোন করবেন।
হামিদাঃ ধন্যবাদ স্যার।

দৃশ্যান্তর-০৫

(আজদের মোবাইলে হামিদার মিস কল আসে। সে কল ব্যাক
করে।)
হামিদাঃ তোমাদের লোকাল কবি আব্দুল মজিদের সাথে কথা
বললাম।
আজাদঃ ঘারি টারি আবার খাওনাইতো?
হামিদাঃ ঘাড়ি দিবে। আমার ফোন পেয়ে আনন্দে গদগদ।
আজাদঃ বল কি মজিদ তোমার ফোন পেয়ে আনন্দে আআহারা?
হামিদাঃ বলি কি একবারে তুরল হয়ে গেছে।
আজাদঃ তুমি তো আবার প্রেমে পড়ে যাও নাই তো?
হামিদাঃ কেন প্রেমে পড়লে তোমার সমস্যা আছে?
আজাদঃ সমস্যা নাই তবে একটা শওয়ার্নিং দিবা। ধর এক সংগৃহ
আগে জ্ঞানাইবা।
হামিদাঃ কেনো সোনা?
আজাদঃ তাহলে একটা ছ্যাকা খাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে থাকবো।
প্রস্তুতি থাকলে কষ্টটাকে প্রটেশনের ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে পারবো।
হামিদাঃ কি রকম প্রস্তুতি নিবে শুনি?
আজাদঃ গাড়ি দেখছো। গাড়িতে একটা অতিরিক্ত চাকা থাকে। যদি
মনে কুর টায়ার বাষ্ট হয়। অতিরিক্ত চাকা দিয়া গাড়ি চলে। তুমি
চলে গেলে আমকেও তো চলতে হবে। ধর এক সংগৃহ চেষ্টা করলে
একটা নতুন প্রেম শুভ্যে ফেলতে পারবো।
হামিদাঃ তোমাদের এই ব্রতাবের জন্যই আব্দুল মজিদ প্রেমের
কবিতা লেখেন।
আজাদঃ এই যুগের প্রেমের কবিতা হবে এখনকার মতো। ও এই
প্রেম নিয়া কবিতা লিখবে-
তুমি চলে গেছ,
আমার গাড়ির টায়ার বাস্ট
দুঃখ কষ্ট আমাকে ছোয় নি
পেছনে আছে আরো একধিক
নতুন টায়ার।
হামিদাঃ এইটা কবিতা না গালি?
আজাদঃ তুমি দেখি আব্দুর মজিদের ভাষায় কথা বলছো। ও সম্পর্ক

তাইলে তলে তলে চলছে।
হামিদাঃ চলছে চলবো। তোমার সমস্যা আছে? এখন ফোন রাখো।
কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

দৃশ্যান্তর-০৫

(নুরু রাশার মোড়ে দাঢ়িয়ে অন্যের মোবাইল থেকে ব্লু-টুথের মাধ্যমে
গান আনবে।)
নুরুঃ দোষ মমতাজের এই গানড়া দে। এই যে নাটু ঘট্টকর কথা
শইল্যা, অল্প বয়সে করলাম বিয়া পোলাতো নয়রে আওনেরেই
চোলা। তাড়াতাড়ি দে এই গানড়া শুনলে সইলের মধ্যে হিট আয়ো
পড়ে।
(এমন সময় আজাদের ফোন আসে।)
আজাদঃ তুই কই?
নুরুঃ বস আমি মোড়ে আছি।
আজাদঃ আমার বাসায় আয়।
আজাদঃ দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।

দৃশ্যান্তর-০৬

(আজাদ আধ শোয়া হয়ে উয়ে আছে। সে মোবাইলে গেম খেলছে।
নুরু পাশে চেয়ারে বসা।)
নুরুঃ তাইলে বস ঘটনা হইল আমাগো কবি প্রেমে পড়ছে।
আজাদঃ তোরে বলি কি? ঘটনা সত্যি।
নুরুঃ আপনার বেয়াইন তাইলে আপনারে ফালায়া মজিদের প্রেমে
ব্যাকুল।
আজাদঃ কথা শনে তাই মনে হইলো।
নুরুঃ তাইলে তো বস আগনে মনে ব্যাপক কষ্ট নিয়া আছেন।
আজাদঃ কষ্ট কিসের বে? প্রেম করতে করতে আর ছ্যাকা খাইতে
থাইতে আমি গেছি পাথর হইয়া। এহন ছ্যাকা খাইলে দুঃখ লাগে
কেন দুঃখ পাইলাম না এইডা তাইবা।
নুরুঃ তাইলে আমারে ডাকছেন কি জন্য?
আজাদঃ তুই মজিদের বাড়িতে থা। শিয়ে দেখ ব্যাটায় প্রেমে পড়ে
কেমন থাবি থায়। তুলেও বুৰাতে দিবি না আমরা জানি।
নুরুঃ ঠিক আছে। আমি যাবো।
আজাদঃ শুধু যাবি না। ওর সাথে লেজের মত থাকবি।
নুরুঃ বস আমি তার সাথে সারাদিন থাকবো, এমন শান্তি দিয়েন না।
এরতনে আমারে নিয়া আফগানিস্থানে পাঠায়া দেন।
আজাদঃ ক্যানো?

নুরুঃ সে সারাদিন কবিতা শনায়। তার কবিতা শনলে ইচ্ছা করে
সুসাইড থাই।

আজাদঃ কয়টা দিন কষ্ট কইয়া শোন। আমার উপকারকর।

নুরুঃ বস আপনার জন্য আমি সব করতে পারি। আমি থাকুম কবির
সাথে। সারাদিন।

আজাদঃ শুভ বয়, থা মামা।

দৃশ্যান্তর-০৭

(মজিদ অস্থির হয়ে তাবে। মোবাইলের দিকে বার বার তাকায়। নুরু

প্রবেশ করে

মজিদঃ নুরু তুই এখন, কি ব্যাপার?

নুরুঃ মামা আমনের কবিতা শুনতে না পারলে আমার পেটের ভাত
হজম হয়না। পেটের ভাত চাউল হইয়া থাকে। এইডা আপনে খুঁোন
না!

মজিদঃ তুই আমার কবিতা এত ভালোবাসিস!

নুরুঃ কি যে বলেন। আমর মাথা মইধ্যে সারাদিন আমনের কবিতা
চক্ষুর দিতে থাকে।

মজিদঃ সত্যি!

নুরুঃ গত পড়ত আমনের কবিতা শুনাইলে “বিলাইর পাও ম্যাও!”।
এত উন্নত কবিতা কেউ লিখতে পারবো না।

মজিদঃ “বিলাইর পাও ম্যাও” এই কবিতা আমি কবে শুনাইলাম?

নুরুঃ ক্যান গত পরত রাইতে।

মজিদঃ কি কছ আমার মনে পড়ছে না।

নুরুঃ এ যে প্রথম শাইন হইলো-
বিলাইর পাও ম্যাও।

রক্ত চাই!

মজিদঃ আরে শুটা হইলো-

বাধের ধাবা হালুম।

রক্ত চাই!

নুরুঃ মামা আমি কম জানী মানুষ সব মনে রাখতে পারি না। তবে
আমনের কবিতা চেয়ে ভালো কবিতা কেউ আমারে দেখাই পারবো
না। এইডা মামা আমার চ্যালেঞ্জ।

মজিদঃ তুই সত্যি মাঝে মাঝে এমন কথা বলিস, কবিতা সেখার
উৎসাহ পাই। মনে হয় কবিতা লেখা সার্বক।

নুরুঃ মামা আমনে যদি তিন চাইরজা প্রেমের কবিতা লেখতেন কেউ
আমনের পুরুষকার পাওয়া ঠেকাইতে পারবো না।

মজিদঃ আমি তো পুরুষকার পাওয়ার জন্য লেখিনা। আমি লেখি
তোদের ভালো শাগার জন্য। তোদের ভালোবাসাই আমার বড়
পুরুষকার।

নুরুঃ তা মামা ঠিক বলছেন।

(মজিদ তার মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থেকে।)

মজিদঃ আচ্ছা নুরু তোর জীবনে এমন হয় যে, কেউ ফোন করে
বলল আমি আপনাকে মাঝে মাঝে বিরক্ত করবো। তারপর আর
ফোন করে না।

নুরুঃ এই কথা ছেলে বলেছে না মেয়ে বলেছে?

মজিদঃ ছেলে বলেছে।

নুরুঃ এইতো কইলেন মাথা হট হইবার মতো কথা। এই কথা কইলে
এমন গালি দিমু। এ সিম জীবনের তরে ব্যব কইরা ফালাইবো।

মজিদঃ আর যদি কোন মেয়ে বলে।

নুরুঃ তাইলে মামা আমার জীবন ধন্য। আমিই ওরে ফোর্ন কইরা
বিরক্ত করতে জীবন জ্বালাপালা কইরা ছাড়ুম।

মজিদঃ এইটা কোন অন্দুতা হইলো।

নুরুঃ মাইয়া মাইলবে আমারে ফোন কইরা বিরক্ত করবো। আর আমি
ফোন লাইয়া মুমাইম এইডা কোন অন্দুতা হইলো।

মজিদঃ আচ্ছা আর কোন উপায় কি নাই।

নুরুঃ মামা আমনের অন্তর যদি এ মাইয়ার জন্য ফালায় (লাফায়)

তাইলে মিস কল দেন।

মজিদঃ মিস কল দেওয়া এইটাও অন্দুতা।

নুরুঃ আমনে অন্দুতার দোকান খুলছেন। আমি দোকান খুলি নাই।
আমার পরামর্শ আমনের পছন্দ হইবো না।

মজিদঃ ব্যাটা তোরাতো সারাদিন মোবাইলে এই মেয়ে সেই মেয়ের
সাথে কথা চালাইতেই থায়োস। তাই তোর কাছে পরামর্শ চাইলাম।
তুই রেগে ঘাঁজিস কেনো?

নুরুঃ মামা গেয়ে কি গ্রামের?

মজিদঃ তাতো জিজ্ঞাসা করিনি।

নুরুঃ মামা আমার মাথায় একটা বুর্কি আছে। আপনে একটা কাজ
করেন। তার মোবাইল নথরে তিনশ টাকা পাঠায়া দেন।

মজিদঃ টাকা পাঠাবো?

নুরুঃ হ মেয়ে মানুষ মোবাইলে টাকা নাই তাই আপনারে বিরক্ত
করতে পারতাছে না। এই দিকে আমানে মন যে উখাল পাখাল
সেইভাও বুঝতে আছে না।

মজিদঃ ফাও কথা বলবি না।

নুরুঃ না না মামা আমনে যতই লুকান দেখে মনে হইতাছে আশনার
অন্তর পুরুরা ছারখাৰ হইতাছে।

মজিদঃ এখন ভাগ আমি কবিতা লিখবো। যা ভাগ।

নুরুঃ আমনে আমারে তাড়ায়া দিতে আছেন মনে ব্যাপক কষ্ট
পাইতেছি।

মজিদঃ এই দশ টাকা দিলাম। যা চা বেয়ে আয়।

নুরুঃ আর পাঁচটা টাকা দেন। চাও খাই মোবাইলে দশটা টাকা ভরি।

মজিদঃ যা পঁচটা দিলাম। এখন ভাগ।

নুরুঃ বেরিয়ে যায়। মজিদ তাকিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখে।

দৃশ্যান্তর-০৮

(মজিদ হেটে মোবাইলের দোকানে যায়। ৩০০টাকা দেয়।)

মজিদঃ মামা জলদি ৩০০ টাকা এই নাখারে পাঠান।

(দোকানি তার দিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকাবে।)

মজিদঃ আমার বছু ফোন করে বলল ভীম বিপদে পড়ছে।

দোকানিঃ মামা এগুলো আমি বুঝি। কবিয়া থাকে কৃপণ। কখন কবি
উদার হয় সেইটা আমার মুখ্য।

মজিদঃ মামা আমনে আমারে বিশ্বাস করলেন না।

দোকানিঃ মামা আমি বুঝি। তুমি তোমার মোবাইল নিয়া যাও। কখন
আয়া পড়বো।

মজিদঃ ধন্যবাদ, মামা ধন্যবাদ।

(মজিদ ফিরে এসে মোবাইল নেয়। দোকানি মাথা খুলায়' আর
হাসে।)

দৃশ্যান্তর-০৯

(মজিদ মোবাইলের দিকে তাকিয়ে আছে। ফোন আমার অপেক্ষায়
থাকে। সে সাহস করে ফোন করে। দেখে হামিদার মোবাইল বিজি।

হঠাতে তার মোবাইলে হামিদার কল আসবে ।)

হামিদাঃ হ্যালো স্নামুআলাইকুম ।

মজিদঃ হ্যালো । কেমন আছেন আপনি ?

হামিদাঃ জি স্টালো । আমি আবার বিবরণ করছি ।

মজিদঃ না , না কি যে বলেন ।

হামিদাঃ তা কবিতা কত দূর ?

মজিদঃ এইতো লিখছি ।

হামিদাঃ আচ্ছা একটা কবিতা শুনান ।

মজিদঃ হাসি তার লাগে ভালো

যিশে আছে প্রাণে

দাও মনে জীবনের আলো... ।

হামিদাঃ কি কবিতা লিখছেন ? কেমন খাপছাড়া খাপছাড়া লাগছে ।

মজিদঃ না বিষয়ত হইল তিন লাইনের কবিতার প্রতিটা লাইনের

প্রথম অর দিয়ে তোমার নাম হয় ।

হামিদাঃ এখন আমাকে বুঝাতে চাইছেন আমার নামটা খাপছাড়া ।

না !

মজিদঃ না , না ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন । আমি হয়তো তালো কবিতা লিখতে পারি না ।

হামিদাঃ তাইলে আপনি খাপছাড়া কবি !

মজিদঃ আপনি আমার ভক্ত । আপনি আমার পাঠক । আপনিই চূড়ান্ত বিচারক ।

হামিদাঃ আপনি যখন আমার নাম নিয়ে একটা খাপ ছাড়া কবিতা লিখেই ফেলেছেন । অবশ্যই এটা অপরাধ করেছেন । করেছেন না ?

মজিদঃ আপনি বললে অবশ্যই করেছি ।

হামিদাঃ এখন আপনার শাস্তি হওয়া উচিত ।

মজিদঃ আচ্ছা আপনি যে শাস্তি দিবেন আমি মাথা পেতে, নিবো ।

হামিদাঃ আপনার শাস্তি হলো আরেকটা সুন্দর কবিতা লিখে আমাকে শুনাবেন । মিষ্টি প্রেমের কবিতা । লিখবেন ?

মজিদঃ অবশ্যই লিখবো ।

হামিদাঃ আমি ফোন করলে প্রথমে আমাকে কবিতা শুনাবেন কেমন ।

মজিদঃ ঠিক আছে ।

হামিদাঃ রাখি সোনা !

(হামিদা ফোন রেখে ফোনের দিকে তাকিয়ে শুনগুন করে গান গায় ।)

দৃশ্যাস্তর-১০

(রাস্তার ঘোড় । আজাদ, নুরু, আরো তিন চারজন ছেলে দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে আড়ডা দিচ্ছে । আজাদের সামনে একটা ছেলে মাথা নীচু করে আছে । আজাদ তার কাধে হাত দিয়ে বলবে ।)

আজাদঃ হুমায়ুন তুমি নাকি মন খারাপ করে থাকো । তোমার মায়াতো বোকুর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে তুমি ঠিক মতো খাওয়া, দাওয়া করো না । সারা দিন মন খারাপ করে বিছানায় পড়ে থাকো ।

হুমায়ুনঃ তাই আমার স্কুধা লাগেনা ।

নুরুঃ বস ওরে ধামন্দায় পাইছে । ছ্যাকা খাইলে এই রোগ হয় ।

আমারও খালাতো বইনের বিয়া হইছিল মতো ধামন্দায় পাইছিলো । ভিটামিন খাইলে সাইরা যায় । আমার মনে পড়লে ভিটামিনভার নাম

কইতে পারুম ।

আজাদঃ তুই চুপ কর । শোন প্রেমিকাকে মনে করবা টিভি চ্যানেল ।

তোমার হাতে একটা রিমোট আছে । তুমি বখন তখন পাস্টাইবা ।

এই যে আমারে দেখছো মন খারাপ করতে । মন খারাপ করবা না । । মনে থাকবো ।

হুমায়ুনঃ ঠিক আছে ভাইয়া ।

(মজিদ পাশ দিয়ে হেটে যায় । পাঞ্জাবী গায় । কাধে চটের ব্যাগ ।

মজিদ ওদের দেখে না দেখার ভান করে চলে যায় ।)

আজাদঃ মজিদ না । আরে ও ভাগছে কেন । যা নুরু ওকে 'ধরে' নিয়ে আয় ।

(নুরু মজিদকে জোড় করে ধরে নিয়ে আসে ।)

আজাদঃ মাগ্নি কবিজ্ঞ টবিতা পড়ো । অনি । ছোট ভাই হুমায়ুন ছ্যাকা খেয়েছে । তার শক্তির দরকার । তোমার কবিতা তালে শক্তি পাইবো ।

নুরুঃ হ , মামা হুমায়ুন ছ্যাকা খেয়ে এখন আর স্কুধা লাগে না । না খায়া আছে । আমনের কাঁচে খাদ্য সংক্রান্ত কোন কবিতা থাকলে পাঠ করেন । আমনের কবিতা তালে আমি বাজি ধরতে পারি হুমায়ুনের স্কুধা লাগবো ।

মজিদঃ আমি কবিতা ছেড়ে দিয়েছি ।

আজাদঃ দেখি তোর ব্যাগে কি ?

(মজিদ ছ্যাত করে রেগে উঠবে । সে ব্যাগ আটকে ধরবে ।)

নুরুঃ মামা লাভ লেটার ?

মজিদঃ নুরু ফালতু কথা বলবি না ।

নুরুঃ তাইলে একটু দেখান । আপনার লাভ লেটার পড়লে মনে শান্তি বিবাজ করবো ।

মজিদঃ নুরু ব্যাগ ছাড় নয়ত খুন খারাপি হয়ে যাবে ।

আজাদঃ তোর ব্যাগের মধ্যে কি আছে যে দেখানো যাইবো না ।

মজিদঃ বললাম তো দেখা যাইবো না ।

আজাদঃ এই তোরা ওর ব্যাগ চেক কর ।

(মজিদ ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে সৌড়ে পালাবে । আজাদ নুরুকে ধর্মকাবে ।)

আজাদঃ ব্যাটা এমন এমন করে । তোরা তিনজন থাকতে ও ব্যাগটা নিয়া পালায় ক্যামনে ।

নুরুঃ বস আমিতো চেটাইয়া করতি করি নাই । তোরা বল করছি ।

আজাদঃ চুপকর ।

(আজাদ দুচ্ছিম মাথা নাড়ায় ।)

দৃশ্যাস্তর-১১

(মজিদ ঘরে এসে শক্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে । ব্যাগ থেকে এক তোড়া কাগজ বের করে বিছানার নিচে রাখে । ও বসে পানি খায় ।

মোবাইলে কল আসে ।)

হামিদাঃ এমন হাপাতেছেন কেন ?

মজিদঃ আরে বড় একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেছি । ।

হামিদাঃ কি হয়েছে ?

মজিদঃ আমি ঘোষণা করেছি এই জীবনে প্রেমের কবিতা লিখবো না । অথচ তোমার জন্য একটা প্রেমের কবিতা লিখেছি । যদি ওরা জানতে পারে । তাহলে কি হবে বলো তো ?

হামিদাঃ কি হবে?

মজিদঃ আরে আমি ওদের কাছে হেবে যাবো না।

হামিদাঃ তা ঠিক! তবে আমার জন্য না হয় হারলে। পারবে না
আমার জন্য বঙ্গুদের কাছে হারতে।

মজিদঃ তোমার জন্য আমি সব করতে পারি।

হামিদাঃ সত্য!

মজিদঃ আমার সামনে কবিতার খাতা। আমি কবিতার খাতা ছুঁয়ে
বলছি। আমি তোমার জন্য সব করতে পারি।

হামিদাঃ এখন তাহলে কবিতাটা শুনাও।

মজিদঃ তুমি থাকো দ্রে

আমি থাকি এখানে

আমার মন পড়ে থাকে

তোমার কাছে মেয়ে

তোমার কাছে!

হামিদাঃ শুধু কবিতা লিখলে চলবে কবিতার মানুষটাকে দেখতে ইচ্ছা
করে না?

মজিদঃ নিবৃত্তির।

হামিদাঃ কি দেখতে ইচ্ছা করে?

মজিদঃ আমার সে রকম সৌভাগ্য হবে।

হামিদাঃ আপনি চাইলে অবশ্যই হবে; আমি কুমিল্লায় থাকি। ঢাকা
থেকে একঘণ্টার পথ।

মজিদঃ আমি আসবো।

হামিদাঃ কবে আসবা?

মজিদঃ আজ আসি।

হামিদাঃ না, আজ থাক। এখন বিকাল হয়ে গেছে। কাল আসো।
আমার ভাবীর বুব শখ তোমাকে দেখাব।

মজিদঃ আবার তোমার ভাবীকে আমার কথা বলেছো?

হামিদাঃ বলেছি, শুধু ভাবী না, আমার ছোট কাকিকে বলেছি। সবাই
তোমাকে দেখতে চাচ্ছে।

মজিদঃ তাহলে আমি কাল আসবো।

হামিদাঃ আসবে তো?

মজিদঃ অবশ্যই আসবো।

হামিদাঃ কাল দেখা হবে। রাতি সোনা।

(মজিদ ফোন রেখে ভাবনায় দ্রুবে। আনন্দে হাসে।)

দৃশ্যান্ত-১২

(আজাদ শুয়ে আছে। মাজিদ ঘরে প্রবেশ করে। আজাদ মজিদকে
দেবে উঠে দাঢ়ায়।)

আজাদঃ মামা তুই এত রাতে?

মজিদঃ দোস তোর ব্যাগ আছে না।

আজাদঃ আছে, কি জন্য?

মজিদঃ আমি কাল বঙ্গু যাবো। আমার তো একটা শান্তিনিকেতনী
ব্যাগ আছে। এ ব্যাগ নিয়ে তো আর বেড়াতে যাওয়া যায়না।

আজাদঃ হঠাৎ বঙ্গু যাবি, বিষয়ড়া কি?

মজিদঃ জানাই তো আমার একটা রিকশার গ্যারেজ আছে। শুনছি
বঙ্গু কম দামে রিকশা পাওয়া যায়। তাই দেখি কম দামে পাইলে
দুইটা কিনে নিয়া আসবো।

আজাদঃ কি কছ মামা। সবাই আসে ঢাকা থেকে রিকশা কিনতে।

আর তুই যাবি বঙ্গুয়।

মজিদঃ আমিতো শুনছি সেখানে কম দামে পাওয়া যায়। যাই দেবে
আসি

আজাদঃ যা মামা। তবে একটু সাবধানে যাবি। ঢাকার বাহিরে
সাবধানে চলা ফেরা করা উচিত।

মজিদঃ যাই দোস।

(মজিদ বেরিয়ে যায়। আজাদ মজিদের প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে
থাকে।)

দৃশ্যান্ত-১৩

(মজিদ গাড়ি থেকে নামে। সে এদিক ওদিক তাকায়। সে পকেট
থেকে মোবাইল বের করে ফোন করে। হামিদা ফোন ধরে।)

মজিদঃ আমি গাড়ি থেকে নেমেছি। তুমি কোথায়?

হামিদাঃ আমি স্টেশন রোডে আছি। তুমি কাউকে জিজ্ঞাসা কর
কথামালা লাইব্রেরীর কথা। সবাই দেখিয়ে দিবে। আমি লাইব্রেরীর
সামনে আছি।।

মজিদঃ আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করছি।

(মজিদ এক জনের সাথে কথা বলবে। সে ইশারাফ দেখিয়ে দিবে।
সব মিউটে থাবে।)

দৃশ্যান্ত-১৪

(হামিদা হাত নাড়বে। মজিদ আসবে। হামিদা তার আজীব
স্বজনদের এক এক করে পরিচয় করে দিবে।)

হামিদাঃ এ হলো আমার বড় ভাবী, এ আমার ছোট চাটী, চাটীর
ছোট বোন(অধ্যা কলেজের একদল বঙ্গু)আর এটা আমার চাচতো
বোন। আর আমি হামিদা।

মজিদঃ আগবার সবাই ভালো আছেন তো?

(সবাই জবাব দেয়। জু ভালো।)

মজিদঃ চলুন কোথাও বসি।

হামিদাঃ এটা ঢাকা না। বুঝলা যেখানে সেখানে বসা যাবেন না। কোন
হোটেলি বসি।

মজিদঃ কি বাবেন বশুন তো।

হামিদাঃ এখন দুপুর। ভাত ছাড়া কি পাওয়া যাবে।

মজিদঃ আসুন আমরা ভাতই খাই।

হামিদাঃ এতো জলকে খাওয়াবে টাকা আছে?

মজিদঃ সমস্যা নাই। আসুন।

(সবাই হোটেলে থেকে বসবে। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে মজিদ
পানসে মূখে বিল দিয়ে বের হবে।)

হামিদাঃ চল, আমরা সবাই সিনেমা দেখবো।

(মজিদ পকেটে হাত দিয়ে পানশে মূখে বলবে।)

মজিদঃ আজ বিকালে আমার ঢাকায় থাকতে হবে। আজ যাই।

আরেক দিন এসে সবাইকে সিনেমা দেখাবো।

হামিদাঃ ঠিক আছে সোনা!

(মজিদ বিদায় নিয়ে চলে আসে।)

দৃশ্যান্ত-১৫

(মজিদের ফোন বাজবে । সে মোবালের দিকে তাকিয়ে ধরবে না ।
কয়েক বার বাঁজলে সে ফোন ধরববে ।)
আজাদঃ মামা কোথায় আছে?
মজিদঃ আমি বগড়ায় ।
আজাদঃ কোথায়?
মজিদঃ আমি বগড়া থেকে বলছি ।
আজাদঃ কেমন আছিস মামা?
মজিদঃ দোস ঢাকায় এসে কথা হবে । রাখি ।
(মজিদ মোবাইল কেটে অফ করে রাখে,।)

দৃশ্যান্তর-১৬

(আজাদের মোবাইলে মিস কল আসবে । সে ব্যাক করবে ।)
আজাদঃ কি খবর? এত দিন পর সবি আমাকে মনে পড়লো?
হামিদাঃ ও হো । শোন তোমাদের লোকার কবি আজ এসেছিল
আমার সাথে দেখা করতে ।
আজাদঃ কে মজিদ?
হামিদাঃ হাঁ মজিদ । তোমার ব্যাগ নিয়ে এসেছে ।
আজাদঃ মজিদ গেছে কুমিল্লায়?
হামিদাঃ ইয়েস । একটা কেস দিয়া দিছি । আমরা পাঁচ জনে দুপুরে
বেয়েছি । ইচ্ছে ছিলো সবাই মিলে সিনেমা দেখবো । বলেওছি । মনে
হয় টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে ।
আজাদঃ মামায় দেহি পুরা চালাক হয়া গেছে । আমারে কয় বগড়ার
গেছি রিকসা কিনতে । আর তোমার সাথে দেখা করতে গেছে
কুমিল্লায় ।
হামিদাঃ বেচারায় । আমার প্রেমে পড়ে গেছে!
আজাদঃ ওর প্রেমে পড়া ছুটাইতেছি ।
হামিদাঃ তোমার ছুটাইতে হইবো না । আমার মনে হয় ছুইটা
গেছে । এখন দেখবা ঘ্যাকা খাওয়া কবিতা লিখবো ।

দৃশ্যান্তর-১৭

(বাস্তর মোড়ে আজডা দিচ্ছে ওরা ।)
আজাদঃ শোন আমাদের কবি আবুল মজিদ গেছে কুমিল্লায় । কি
জন্য জনিস? আমার বেয়াইন হামিদারে কবিতা শনাইতে । হামিদায়
কবিতা না শনে গেডি ধাক্কা দিয়া ঢাকায় পাঠিয়ে দিচ্ছে ।
নুরুঃ একটা উন্নত হাতাতালি হোক ।
আজাদঃ সে দুইটা প্রেমের কবিতা অলরেডি রচনা করেছে । সেগুলা
ফোনে হামিদারে শনাইতে । অর্থ আমাদের এতদিন মিথ্যা বলেছে ।
আমরা এর বিচার চাই ।
নুরুঃ আরেকটা হততালির জোয়ার হোক ।
আজাদঃ মজিদ আমার কাছে বলেছে । সে বগড়ায় যাবে রিকশা
কিনতে অর্থ সে গেছে কুমিল্লায় । প্রেয়সীর সাথে সাক্ষাত করতে ।
রসমালাই খাইতে । আমার ফোন ধরে বলে আমি বগড়া থেকে
বলছি । এখন আমি একটা কবিতা লিখছি । কবিতার নাম-আমি
বগড়া থেকে বলছি-

পড়ব না প্রেমে আমি তবুও প্রেমে পড়েছি
আমি বগড়া থেকে বলছি ।

লিখবা প্রেমের কবিতা তবুও লিখছি
আমি বগড়া থেকে বলছি ।

নুরুঃ মারহাবা! মারহাবা!
আজাদঃ আমি বগড়া থেকে বলছি । নামটা কেমন হজোরে ।
নুরুঃ অতি উত্তম হইছে ।
আজাদঃ আমি চাই এই কবিতা মহল্লার সবাই মুখ্য করুক । যেখানে
মজিদ'সেখানে কবিতা ।
নুরুঃ এইটা মুখ্য করা বাধ্যতামূলক করা হলো ।

দৃশ্যান্তর-১৮

(এক গামলা পানি । মজিদ পানির মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে আছে । নুর
প্রবেশ করে ।)
নুরুঃ মামা পানির মধ্যে পা ডুবিয়ে আছেন কেন?
মজিদঃ পায়ে ব্যাথা ।
নুরুঃ কি হইছে?
মজিদঃ বগড়া গিয়েছিলাম । আসার পথে মানিব্যাগ ছিনতাই হলো ।
তারপর যাত্রবাড়ি থেকে হেঁটে এসেছি ।
নুরুঃ তুমি যাঁকা বাড়ির থেকে হেঁটে ফিরপুর এসেছো ।
মজিদঃ হ ।
নুরুঃ তাইলে তো তোমার পাও বুইলা পড়ার কথা ।
মজিদঃ হ রে পায়ে ব্যাথা এখন এক কদম হাঁটতে পারি না ।
নুরুঃ আজ্ঞা মামা একটা স্তৰ্য কথা কও তুমি গেছিলা কই?
মজিদঃ আমি বগড়া গেছি ।
নুরুঃ তুমি বোলে কুমিল্লায় গেছো ।
মজিদঃ কে কইছে?
নুরুঃ আজাদ তাই বলল তুমি কুমিল্লায় গেছো তার বেয়াইনেরে
কবিতা শনাইতে ।
মজিদঃ হামিদা আজাদের বেয়াইন?
নুরুঃ তুমি জানোনা মামা? হামিদায় ওর ভাবির ছোট বোন ।
মজিদঃ তাইলে এগুলা সব আজাদে করেছে ।
নুরুঃ হ, মামা । এখন আবার তোমারে নিয়া কবিতা লিখছে । আমি
বগড়া থেকে বলছি । সে কইছে এই কবিতা মুখ্য করা বাধ্যতা
মূলক । তোমারও কবিতাট মুখ্য করতে হইবো ।
মজিদঃ আমিও মুখ্য করবো!
নুরুঃ বাধ্যতামূলক যেহেতু । তাহাড়া বেশি বড় না । আমার জ্ঞান
কম । আমিও মুখ্য কইরা ফালাইছি ।
(মজিদ ধপ করে রেঁগে যাবে ।)
মজিদঃ তুই বলবি আজাদকে আমার চোখের সামনে পড়তে নিষেধ
করবি ।
নুরুঃ কেন মামা?
মজিদঃ ওরে আমি যেখানেই দেখবো সেখানেই মাইক্রোবে । অন দ্যা
স্পট মাইর হবে ।
নুরুঃ মাইর দেওয়া ঠিক হইবো ।
মজিদঃ ঠিক বেঠিক বুঝি না । মাইর হবে ।

দৃশ্যান্তর-১৯

(আজাদ নুর কথা বলতে বলতে আসবে। বিপরিত দিক থেকে মজিদ আসবে। আজাদকে দেখে মজিদের চোয়াল শক্ত হয়ে যাবে। মজিদ আজাদকে কয়েকটা ঘূষি দিবে। নুর উঠে দৌড়ে পাশাবে।)

দৃশ্যান্তর-২০

(আজাদ বিছানার্থ অয়ে আছে। ওর গালে আঘাতের চিহ্ন। নুর প্রবেশ করে।)

নুরঃ বস এখন কেমন বোধ করতে আছেন?

আজাদঃ দেখলামতো তুই আমার কেমন শিষ্য। আমারে মারে আর তুই আমাকে ছেড়ে পালালি।

নুরঃ বস আমি মজিদের চোখের দিকে তাকিয়ে ডড় খাইছি। বস জানেন তো আমার জ্ঞানও কম সাহসও কম।

আজাদঃ অহন তুই ফাও প্যাচাল বাদ দে। এক কাজ কর।

নুরঃ হ্রস্ব করেন বস।

আজাদঃ তুই আমি বগড়া থেকে বগছি কবিতাটা কম্পোজ করে।

একশ কপি ফাঁটোস্টাট করবি। তারপর মহান্নার বিভিন্ন দেয়ালে লাগাবি। পারবি না?

নুরঃ আমনের দোয়ায় বস অবশ্যই পারুম। বস আরেক বার যদি আমনের গায় হাত দেয় তাইলে ওরে আমি কাঢ়া খায়া হলামু। বস এইডা আমনেও ছুয়া আমি কসম করলাম।

আজাদঃ এখন যা কইছি তাই কর।

মজিদঃ হ, এখন তুই সব কবিতা দেয়াল থেকে তুলে ফেলবি নুরঃ মায়া আমি তলে তলে আপনার দলের লোক। এইডা কেইচ করন যাইবো না। তাছাড়া এইটা তো বরচের বিষয়।

মজিদঃ কত আর খরচ হইবো, আমি দিবো।

নুরঃ একটা কবিতা উঠাতে দশ টাকা দিতে হবে।

মজিদঃ তুই আমার আপন লোক হয়ে এইডা কি বললি?

নুরঃ মায়া এই কবিতা এলাকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাইছে। কেউ যদি আমাকে কবিতা উঠাতে দেখে তখনতো গণহোলাই দিবে বুবাতে পারহেন কেমন রিজিল কাজ।

মজিদঃ আচ্ছা তোর টাকা নিয়া ভাবতে হইবো না। তুই কল সকালের মধ্যে সব কবিতা তুলে ফেলবি।

নুরঃ আপনে শিয়া নিচিতে ঘূর্মান। কাইল সকালে দেবকে অস কবিতা গায়েব। এখন অযীম কিছু দিয়ে যান।

মজিদঃ নে ৫০ টাকা রাখ।

নুরঃ মায়া ৫০ দিলে আমারে একেবারে অপয়ান কর্তৃ হয় অন্ত ১০০ দেন।

(মজিদ একশ টাকা দিয়ে চলে যাবে। নুর অবে অবে অবে,

দৃশ্যান্তর-২৩

(আজাদ নুর চায়ের দোকানে বসা স্কুল অজ্ঞান এক এক কাওয়ায়।)

নুরঃ এই মামা বসেরে জিলাপে দেন, অব অব অব স্কুল চা দেন।

আজাদঃ কিরে তুই আজ আমাকে এতে ব্যাপক অভিযন্তা করবি।

নুরঃ বস আমনে আমারে দুই পরসা বেস্টস্ট্রু কর্তৃ অন্ত দিয়েছেন। তাই আপনাকে বাওয়াছি।

আজাদঃ আমি তোকে ব্রেজপাত্রের ব্যাবহা করলাম কি অবে।

নুরঃ আর বইলেন না। যজিস আমার বাসার পিতোহে! অব অব বলেছে একটা কবিতা স্কুলবি দশ টাকা পাবি। আমাকে অইট এ টাকা দিয়ে এসেছে।

আজাদঃ সত্য!

নুরঃ হ বস, আপনি করেক দিন পর একটা করে কবিতা লিখকে আর আমি কিছু কামামু।

আজাদঃ যা কামাইছ!

দৃশ্যান্তর-২৪

(নুর ঘরের সামনে দাঢ়িয়ে মজিদ তাকে ডাকবে। মজিদের প্রস্তুত রাগ যিশানো। নুর একটু খুড়িয়ে খুড়িয়ে বের হবে।)

মজিদঃ কি রে কি হইছে?

নুরঃ আর বইলেন না। আমনে পোস্টার উঠাইতে গিয়ে পাবলিব দোড়ানি খাইছি। উল্টায়া দ্রেনে পইড়া পা মচকাইছে।

মজিদঃ হায়! হায়!! কি কছ?

নুরঃ কি যে কল মামা, এখন কয়টা ট্যাবলেট খামু তার টাকা ও মামা একশটা টাকা দেন।

(মজিদ ১০০টাকা দিবে।।)

মজিদঃ তাহলে একটা কবিতাও তুলতে পারছ নাই?

নুরঃ না, মামা ইচ্ছা আছিলো। কিন্তু আপনার শক্ত পক্ষ বোকুন্দা

করছে একটা কবিতা তুললে ঐ খানে আরো দশটা কবিতা লাগানো
হবে ।

মজিদঃ (নির্বুত্তর)

নুরুঃ তখন দেখবেন আবার আমনের দশ শুন টাকা ধরচ হইবো, এই
কথা ভাইবা তুলি নাই'। তখন আপনে কবিতা তোলার টাকা দিতে
দিতে ফকির হয়া যাইবেন ।

মজিদঃ আচ্ছা এখন বিশ্রামে থাক । ভালো হয়ে আমার সাথে দেখা
করিস ।

নুরুঃ ঠিক আছে মামা ।

(মজিদ চলে যাবে । নুরু একশ টাকার দিকে তাকিয়ে ঘরে ঢুকবে ।)

দৃশ্যান্তর-২৪

(মজিদের টেবিলের উপর পাত্রে রাখা একটি গোল্ড ফিস । মজিদ
সেদিকে তাকিয়ে আছে । নুরু প্রবেশ করে ।)

নুরুঃ মামা আমনে এই জাড়ে একটা গোল্ড ফিস রাখছেন কেন?

মজিদঃ আমি যেমন নিঃসঙ্গ । আমার টেবিলে গোল্ডফিসটা তেমন
নিঃসঙ্গ ।

নুরুঃ মামা যে মাজে মাঝে যেসব জটিল কথা বলেন । আমি কম
জানী মানুষ এই সব কথা ঠিক ধরতে পারি না ।

মজিদঃ দেখ 'তোরা আমাকে এখন প্রায় গৃহ বন্দি করে রেখেছিস ।

নুরুঃ মামা আপনি আমার সাথে চলেন । দেরি কোন খালায়

আমনেরে পোয় । পোইলে নলি ভাইডা পায়' রাঙ্গুম । তারপর দুই
মামা ভাইগুই মিলে পরোটা দিয়া থামু ।

মজিদঃ না আমি ওয়াদা করছি ইতালি যাওয়ার আগে ঘর থেকে বের
হয় না ।

নুরুঃ মামা ইতালি যাইবেন । কিছু বুঝলাম না ।

মজিদঃ আমার এক খালাতো ভাই ধাকে ইতালি । সে ইতালি
যাওয়ার আগে ঢাকায় এসে আমাদের বাড়িতে তিন মাস ছিলো । সে

বলছে ইতালি গিয়ে প্রথম কাজ হবে আমাকে ইতালি নেওয়া ।

মজিদঃ তাইলেতো মামা আমনের একপাও এহন ইতালি আরেক

পাও বাংলাদেশে ।

নুরুঃ না আমার খালাতো ভাই বলেছে আমাকে নিবে । ও বলে
অবশ্যই নিবে ।

নুরুঃ মামা আমনে ইতালি গেলেতো আমারে ভুইলা যাইবেন । এই
আমি আপনার জন্য পাবলিকে দাবড়ানি খাইছি এইডা মনে রাখবেন ।

মজিদঃ আমিতো তোকে অন্যরকম জানি । আমাকে দেখেছিস

তোকে ছাড়া মনের কথা কাউকে বলতে । আমি ইতালি গিয়া

পৌছলে তোকে আমি অবশ্যই নিবো ।

(নুরু মজিদের পায়ের ধূলা নিবে ।)

নুরুঃ মামা আমনের আমারে নেওয়া লাগবো, না । আমনে যে কইছেন
এতে আমার কলিজাডা ভইয়া গেছে ।

মজিদঃ তুই আবার এই কথা কাউকে বলে দিস না । এটা গোপন
বিষয় তোকে আপন মনে করে বললাম ।

নুরুঃ মামা আমার পেটে বোমা মারলেও কেউ একটা অর বের করতে
পারবো না । আমনে নিশ্চিত থাকেন ।

দৃশ্যান্তর-২৫

নুরু আজাদকে ডেকে আড়ালে নিয়ে বলবে ।

নুরুঃ বস লেটেট খবর আছে ।

আজাদঃ কি?

নুরুঃ কবি তো ইতালি যাইতাছে গা ।

আজাদঃ ইতালি যাইবো? কি ব্যাপার!

নুরুঃ আমার মনে হয় ইতালির সুন্দর সুন্দর মেয়ে নিয়া কবিতা
লেখবো ।

আজাদঃ অয় এতো টাকা কই পাইবো?

নুরুঃ ওর কোম খালাতো ভাই আছে । সে ওরে দিবো ।

আজাদঃ আরে যেই সময় নেয় এই সময় কইছ ।

নুরুঃ তবুও বেচারায় যাওয়ার বায়েশ রাখে ।

দৃশ্যান্তর-২৬

(মজিদ মন খারাপ করে কাঁদছে । নুরু প্রবেশ করবে ।)

নুরুঃ মামা আপনের কি হইছে । মন এতো খারাপ কেন? আমনে
কান্দেম কেনো?

মজিদঃ সবাই বিশ্বাসঘাতক । সবাই বিশ্বাসঘাতক ।

নুরুঃ কি হইছে? মামা আমনে আমারে বলতে পারেন ।

নুরুঃ দেখ আমার খালাতো ভাই ঢাকা এসে আমাদের বাসায় তিন
মাস ছিলো । ও কইছিল আমারে প্রথম ইতালি নিবো । এখন কি কয়
জানছ?

মজিদঃ কি কয়?

নুরুঃ কয় আমারে সাত সাখ টাকা দিতে । এখন আমি সাত সাখ
টাকা কই পায়?

নুরুঃ মামা আমনে এয়া নিয়া টেনশন কইরেন না । ইতালি যারা, না
যায় তারা কি বাঁচে না ।

মজিদঃ তবুও ও কেন আমারে আশা দিলো?

নুরুঃ মামা আমনে কবিতা লিখেন । দেখবোন মনের কষ্ট সব শেষ ।

নুরুঃ আচ্ছা আমি আবার কবিতা লিখবো ।

মজিদঃ হ মামা আমনে লেখবেন ।

দৃশ্যান্তর-২৭

(আজাদ মজিদের ঘরের দরজায় এসে ওর না ধরে ডাকবে । মজিদ
গিয়ে দুরজা আটকে দিবে । আজাদ দরজা ধাক্কাবে । মজিদ দরজা
খুলবে না । শেষে আজাদ চলে যাবে । যাওয়ার আগে বলবে ।

আজাদঃ দোষ্ট ইতালি গিয়ে ফোন করিস ।

মজিদ রাগতে ফুসতে ধাকবে ।)

দৃশ্যান্তর-২৮

(অক্ষকার রাত । দেয়ালে একটি পোস্টারের উপর টর্চের আলো-
পড়বে । সেখানে একটি কবিতা লেখা "আমি ইতালি থেকে বলছি"
কবিতাটি একটি হাত এসে ছিড়তে থাকে । এমন সময় লোকজনে
হঠোগোল শোনা যাবে । টর্চ ফেলে দৌড়ে পালাবে আমাদের কবি
মজিদ ।)

-ক্রীজ-

পরিদর্শন...

আজ আমুরা এসেছি বিউটি পার্লার পরিদর্শনে। ইদ চলে
এসেছে তাই বিউটি পার্লারে প্রচুর ভিড়। প্রথমেই মালিকের
সঙ্গে কথা বলি আপা আপনার পার্লার কেমন চলছে?

ফলমূলের সাথে রেট বাড়ার মানে কি?

ভালই চলছে তবে তবে ফলমূলের দাম বেড়ে
যাওয়ায় আমাদের রেটও একটু বারতি...

বাহ... দেখছেন এদিকে উনার ঢেখে শবা
গালে টমেটো কপালে ঢেউশ... এসব ছাড়া
বিউটিফিকেশন অসম্ভব ব্যাপার...

শ্রী
শ্রীমতী
শ্রীমতী



কিন্তু উনার মুখে দেখছি পেপে টুকিয়ে
রেখেছেন এটাও কি কৃপচার্চার কোন বিষয়?

না তা অবশ্য না উনি আবার একটু
বেশী কথা বলেন তাট, এই ব্যবহা... কাজের
সময় কথা বলা আমুরা পছন্দ করি না...

ওরে বাবারে মারে...

উনি ফসা হতে এসেছেন কিন্তু উনার গায়ের যে
রং... তাই প্রথমে শিরিয় কাগজ দিয়ে ঘষে...

এই শোন শিরিয় কাগজ দিয়ে ঘষা শেষ হলে
আমা ইট দিয়ে ডলা দিবে... চলুন ওদিকে যাই







উন্নাদ- কি চাঁদ মামা কেমন আছেন?

চাঁদ- ছাগলের মত ম্যাম্যা করবে

নাতো

উন্নাদ- ম্যাম্যা করলাম কই মামা

ডাকলাম

চাঁদ- এই হল আমাকেও মামা ডাকো
বাঘকেও মামা ডাকো আবার সিএনজি
রিআওয়ালা বাসের কভাস্ট... সবাই
তোমাদের মাঝে। আচ্ছা আসল মামারা
কোথায় সত্যি করে বলতো?

উন্নাদ- সেরকম আসল 'মামা' থাকলে
কি আর বসে বসে এত বছর ধরে উন্নাদ
বের করিব? তাহলেতো 'মামা' ধরে বাড়ি
গাঢ়ি নারী সব হয়ে ঘেত...

চাঁদ- পঁঢ়াল বন্ধ করে কি জানতে চাও
জলদি বলো...

উন্নাদ- আসলে ঈদ চলে এল তাই
আবার আপনাকে স্মরণ করলুম এই
আরকি?

চাঁদ- আরে এবারতো বিশ্বকাপের সাথে
ঈদ রোজা সব পঁচাচ লেগে গেল ঈদের
চাঁদের কথা কি কারো মনে থাকবে মনে
করো?

উন্নাদ- আচ্ছা ভাল কথা আপনি কোন
দলের সাপোর্ট র? ব্রাজিল না

আর্জেন্টিনা?

চাঁদ- আরে রাখো ব্রাজিল আর্জেন্টিনা
এসব দল যারা সাপোর্ট করে তারা
আসলে সুবিধা বাদি...

উন্নাদ- মানে?

চাঁদ- মানে জানা কথা এরা জিতবে
জেতার আনন্দে এরা কোন ঝুঁকি নিতে
চায় না বলে এসব বড় বড় দল সাপোর্ট
করে আরে বাবা সাহস থাকলে
হস্তুরাসকে সাপোর্ট দাও ...

উন্নাদ- কি বলছেন? বাংলাদেশ
থেকেতো অনেকেই হস্তুরাসকে সাপোর্ট
করেছে...

চাঁদ- সেতো ফেসবুকে ইয়ার্কি মারতে
গিয়ে সাপোর্ট করা... এসব চাল বুবিনা
মনে কর?

উন্নাদ- আচ্ছা বাদ দিন। বুবাতে পারছি
কোন কারণে আপনার মেজাজ টঁ হয়ে
আছে। তারপর আছেন কেমন? ডায়েটিং
শুরু করেছেনতো?



চাঁদের ইন্টারভু

করেছ সে খবর রাখ?

উন্নাদ- তা আর রাখি না, সেতো সব
বড় বড় দেশগুলোর রাজনীতি

চাঁদ- তা তোমরাও রাজনীতির বাইরে
নাকি? তোমাদের দেশের রাজনীতিওতো
দেখছি... গনতঙ্গের নামে...

উন্নাদ- ইয়ে... দেখুন এই পত্রিকা কিন্তু
রাজনীতি বিবর্জিত...

চাঁদ- হা হা হা

উন্নাদ- হাসলেন কেন?

চাঁদ- আরে বেকুব রাজনীতি ছাড়া
পত্রিকা বের করে লাভ কি? এর চেয়ে
বৃং ঠোকার ব্যবসায় নামো না কেন?

উন্নাদ- ঠোকার ব্যবসায়তো নেমেই
গেছি একরকম?

চাঁদ- মানে?

উন্নাদ- মানে ঈদ আসছে আপনাকে
স্মৃত হতে হবে না? এই যে কবির ভাষায়
কাণ্ডে বাঁকা চাঁদ...।

চাঁদ- সে সময় হলেই দেখতে পাবে।
তবে কথা হচ্ছে কি যেভাবে বিস্তিৎ এর
ছাদে তোমরা চাউস চাউস সব বিদেশী
পতাকা টানিয়েছ এবার আমাকে দেখতে
পাবে বলে মনে হয় না।

উন্নাদ- তা যদি বলেন নি। তবে না তার
আগেই ওসব নেমে যাবে আশা করি।
তবে এবার একটু রিকোয়েস্ট কিন্তু আছে
চাঁদ- কি রিকোয়েস্ট?

উন্নাদ- এবার আর মেঘের আড়ালে
ঘাপটি যেরেন না, প্রতিবারই মেঘের জন্য
আপনাকে ঠিকমত দেখতে পাই না
আমরা। আর জানেনতো বাচ্চারা ঈদের
চাঁদ না দেখলে কিরকম মন খারাপ করে
চাঁদ- আরে বয়স হয়েছে না আকাশে
উচ্চতেও আজকাল ক্লাস্টি লাগে,
ডায়াবোটিস ধরে ফেলেছে... তাও
যাহোক বাচ্চাদের কথা ভেবেই এই সময়
একটু উঠার চেষ্টা করি এই ঈদের ঈদের
সময়টায় আরকি...

উন্নাদ- আরে আপনি না থাকলে ঈদের
মজা কোথায়?

চাঁদ- তেল মারছ মনে হয়?

উন্নাদ- ছি ছি কি বলেন!

চাঁদ- আরে তোমাদের বিশ্বাস নেই
তেলের জন্য তোমরা পৃথিবীটাকে কি

উন্নাদ- জি সত্যি কথাই বললাম

আপনার কাছে যিথ্যা বলে লাভ কি?

চাঁদ- তাহলে আর খামোকা আমার
ইন্টারভু নিছ কেন? কেউ যদি নাই
পড়ে?

উন্নাদ- ঐখানেইতো মজা... ঠোকাওলারা
কি মনে করেন সংখ্যায় কম নাকি? ঠোকা
থেকে আপনার ইন্টারভু পড়ে নিবে!

চাঁদ- কি? কি? আমার ইন্টারভু ঠোকায়
পড়বে?... গেট আউট এই মুহূর্তে গেট
আউট... যতসব রাবিশ! আমার মূল্যবান
সময় নষ্ট...

উন্নাদ- আহা রেগে যাচ্ছেন কেন? তা
ছাড়া আমরা উন্নাদ থেকে ওয়েব সাইট
করছি সেখানে আপনার ইন্টারভুটা নাহয়
আপ করে দিব...।

চাঁদ- অনেক হয়েছে আর আপ করতে
হবে না তুমি এবার ডাউনে যাও.. গেট
লস্ট...!!

উন্নাদ- শুনেন শুনেন... শেষ একটা
প্রশ্ন... কি হল সত্যিই চলে গলেন...??



Aohor Arsalan HQ Release

**Please Buy The Hard Copy if You
Like this Book!!**

www.Banglapdf.net